প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

জলসা বিশেষ সংখ্যা

The Ahmadi

Fortnightly

Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ১৪-১৫তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ১৮ জমা. আউ., ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ তবলিগ, ১৩৯৬ হি. শা. | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ ঈসাব্দ

خلافة

৯৩তম সালানা জলসা ২০১৭ মুবারক হোক

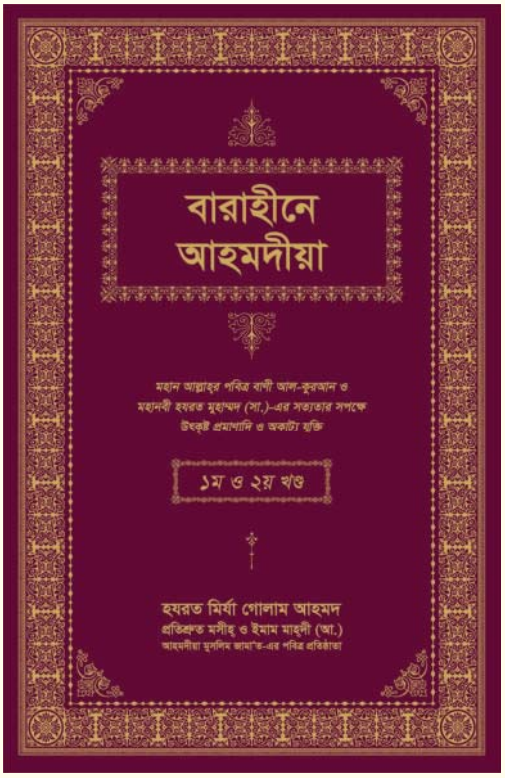

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

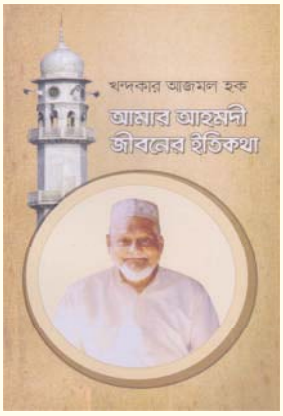

খন্দকার আজমল হক সাহেব জামা'তের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। বহুকাল যাবত বিভিন্ন সেবা দ্বারা জামা'তের খেদমত করে চলেছেন। লিখেছেন **'কুরআন ও জীবন'** নামক একটি অনন্য পুস্তক। বলা যায়, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আহমদীর ঘরে এই বইটি রয়েছে যার মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ জামা'তের এই নিষ্ঠাবান সেবকের জীবনীমূলক বই **'আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা'** প্রকাশিত হয়েছে। জামা'তের নতুন সেবকদের জন্য এটি একটি প্রেরণামূলক পুস্তক।

পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। যার মূল্য ৫০/- টাকা মাত্র। জামা'তের সকলকে বইটি অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

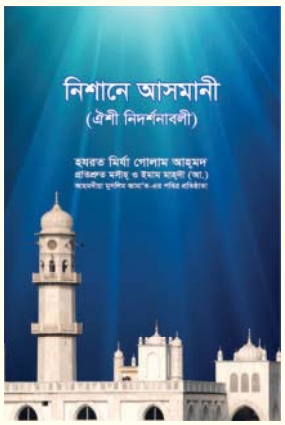

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্‌দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

জলসায় আগত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ
পুরো অনুষ্ঠানমালা মনোযোগ সহকারে শুনুন
ঐশী কল্যাণধারায় সিক্ত হোন

মহান আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আসছে ৩, ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯৩তম সালানা জলসা শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশা-আল্লাহ্। এই মহতী আধ্যাত্মিক জলসা উপলক্ষ্যে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আমাদের প্রতি বিশেষভাবে দয়াপরবশ হয়ে একজন সম্মাণিত প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমাদেরকে অনুগৃহীত ও ধন্য করেছেন। এজন্য আমরা হুযূর (আই.) সমীপে বিনীতভাবে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ্!

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ৩০ জুলাই, ২০০৪ তারিখে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় জলসার গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। সেই খুতবা থেকে কিছু উদ্ধৃতি সুপ্রিয় পাঠক বন্ধুদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি-

হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) জলসার বরকত সম্পর্কে বলেন, **"যতটা সম্ভব সব বন্ধুকে কেবল রব্বানী বা আল্লাহ্ সম্পর্কিত কথা-বার্তা শুনার জন্য ও দোয়ায় অংশ নেয়ার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে আসা আবশ্যক। এ জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমান, দৃঢ়-বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি প্রদানের লক্ষ্যে আবশ্যকীয়। তদুপরি এসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া এবং বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে আর যতটা সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার মহান দরবারে চেষ্টা করা হবে, যেন খোদা তা'লা নিজ সন্নিধানে তাদেরকে আকর্ষণ করেন ও নিজের জন্যে গ্রহণ করে নেন আর তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন।**

আর এসব জলসায় যোগদানকারীদের সাময়িকভাবে এ উপকারও হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে প্রবেশ করবেন তারা সেই নির্ধারত তারিখে একত্র হয়ে তাদের পুরাতন ভাইদেরকে দেখে নিবেন। আর আপসে পরিচিতি লাভ করে আত্মীয়তা ও পরিচিতির গণ্ডী বিস্তৃত হতে থাকবে। আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে চলে যান, এসব জলসায় তাদের উদ্দেশ্যে মাগফিরাত ও ক্ষমার জন্য দোয়া করা হবে। সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার লক্ষ্যে এবং অভ্যন্তরস্থ কাঠিন্য, অপরিচিতি ও কপটতাকে মাঝখান থেকে উঠিয়ে ফেলে দূর করে দেয়ার জন্যে মহামহিম ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে চেষ্টা চালানো হবে। এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকার আরো যা হবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ চাইলে সময় সময় তা প্রকাশিত হতে থাকবে" (আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫২)।

অতএব, তোমাদের প্রশিক্ষণের জন্য, তোমাদের জ্ঞানে প্রবৃদ্ধি লাভের জন্য আর যারা জানে এবং যাদের এ ধারণা, আগ থেকেই তাদের অনেক জ্ঞান রয়েছে, তাদেরও জ্ঞান তাজা করার লক্ষ্যে এমন পদ্ধতিতে এটি এক প্রশিক্ষণ কোর্স হয়ে থাকে, যাতে আল্লাহ্ তা'লার তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হবে। নতুন নতুন অনেক তথ্য সম্বন্ধে তোমরা জানতে পারবে। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক কথা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) স্বয়ংই এসব তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন। সেই যুগে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের কাথা-বার্তাও হতে থাকতো। কিন্তু যেসব নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন এখনও সেগুলো থেকে উপকৃত হয়ে সেগুলো বুঝে, সেসব ব্যাখ্যার ওপর আমল করতে থেকে মাশাআল্লাহ্ আলেমরা ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে দুনিয়ার যেখানে যেখানেই জলসা হয়ে থাকে নিজেরা বক্তব্য দিয়ে থাকেন, খুতবা দিয়ে থাকেন এবং এসব কথা বলে থাকেন। তাই আজও এসব জলসায় এ তাৎপর্যকে দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। সেই গুরুত্ব আজও আছে আর বক্তৃতাগুলো যখন হতে থাকে তখন সেগুলো নীরবে শুনা উচিত।

তিনি (আ.) আরো বলেছেন, অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দোয়া করারও সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে। তাই অংশগ্রহণকারীদের ভাগ্যে আজও হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর দোয়া কল্যাণের কারণ হয়ে যাবে। কেননা, তিনি (আ.) তাঁর মান্যকারীদের জন্য, যারা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাদের মন-প্রাণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর জন্য সত্যিকারের ভালবাসা পোষণ করে থাকে, কিয়ামতকাল পর্যন্ত তাঁর(আ.) কৃত দোয়াসমূহ কল্যাণ বিতরণ করতে থাকবে। আবার এখানে এসেও একে অপরের দোয়ার অংশ নিয়ে থাকে। সাময়িক উপকারও লাভ হয়। একে অপরের সাথে পরিচিত হয়, পরস্পরের অবস্থা সম্বন্ধে জানা হয়ে থাকে। এখন তো গোটা বিশ্ব এমনিতেই একত্র হয়ে গেছে। উন্নত যোগাযোগের কারণে দূরত্ব এত কম হয়ে গেছে, যেন সারা বিশ্বের লোক অন্ততঃ প্রতিনিধির আকারে একত্র হয়ে যায়। এতে একে অপরের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারে। তাদের জন্যে দোয়া করার সৌভাগ্য লাভ হয়। আর পরস্পর এভাবে মিলে-মিশে, একাকার হয়ে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আপসে সম্পর্ক এবং প্রীতিও বাড়ে এবং কখনও সত্যিকারের আত্মীয়তাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেননা, অনেক ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ হয়। অনেকাংশে বিয়ে-শাদীর সমস্যার সমাধানও হয়। এবং এতে জামাতে যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক তাও দৃষ্টি গোচর হয়। আর অচেনা ভাবও দূর হতে থাকে। একে অপরের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ কমতে থাকে। যখন এমন বিষয়ের, লোকদের মাঝে পারস্পরিক অসন্তুষ্টির কথা জানা যায় তখন এমন বিষয় দূরীকরণের লক্ষ্যে দোয়া করারও সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে। আর যারা চলতি বছরে পরলোক গমণ করেছেন, তাদের আত্মার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে দোয়ার সুযোগ লাভ হয়ে থাকে।

বাকী অংশ ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সূচিপত্রে

৩১ জানুয়ারি ও ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৮ই নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৭
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ২৫
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

কলমের জিহাদ ২৭
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর অগ্রগতির কিছু ঝলক ২৯

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা ৩৭
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

আপনি সালানা জলসায় কেন যোগদান করছেন? ৪০
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র নির্দেশাবলীর আলোকে
সংকলন : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

জলসা সালানা : আমল ও চারিত্রিক সংশোনের এক অনন্য মাধ্যম ৪১
(হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর
কল্যানময় দিক-নির্দেশনার আলোকে)
মোহাম্মদ আরিফুর রহিম

সন্তানদের তরবীয়ত বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শ ৪৬
মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

জলসা সালানায় যোগদানকারী মেহমান ও মেযবানদের জন্য উপদেশ ৪৯
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

আমার প্রিয় হেনা আপা ৫২
লায়লা নার্গিস (জেনী)

স্মৃতিচারণ মা-জননী মরহুমা জামিলা খাতুন ৫২
গিয়াস উদ্দিন আহমেদ

পাঠক কলাম– "ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব" ৫৪

সংবাদ ৫৬

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৬৪

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। আর সেদিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যা-ই নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা বানিয়ে বলতো, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। যারা অস্বীকার করেছে এবং (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিয়েছে, তাদের জন্য আমরা আযাবের ওপর আযাব বাড়াতে থাকবো। কারণ তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করতো।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ ع

৯০। আর (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতিতে তাদেরই মাঝ থেকে তাদের বিরুদ্ধে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করাবো এবং (হে রসূল!) তোমাকে আমরা এদের (সবার) ওপর সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসবো। আর সব বিষয়ে সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য, (সব মানুষের) পথনির্দেশনার জন্য, (তাদের প্রতি) কৃপার জন্য এবং আত্মসমর্পণকারীদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য আমরা তোমার প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অনুগ্রহসুলভ আচরণের ও পরমাত্মীয়সুলভ দানশীলতার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, প্রকাশ্য দুষ্কর্ম ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন[১৫৭০]। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

১৫৭০। এই আয়াতে তিনটি আদেশ এবং তিনটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক- উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে মানুষকে ন্যায় বিচার, অপরের প্রতি ভাল ব্যবহার এবং সকলের প্রতি আত্মীয়সুলভ সদয়-ব্যবহার করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং অশ্লীল আচরণ, প্রকাশ্য পাপাচার এবং সীমালঙ্ঘনকে নিষেধ করা হয়েছে। ন্যায় বিচারের মর্ম হলো ঃ একজন অপরের সাথে সেইরূপ আচরণ করবে যেরূপ আচরণ সে অপরের নিকট থেকে আশা করে। সে অপরের নিকট থেকে যে পরিমাণ উপকার অথবা অপকার লাভ করবে, প্রতিদানে সমতুল্য হিত বা অহিত সাধন করবে।

'আদল' (ন্যায়বিচার) এর উপরের স্তর হলো, 'এহসান' (পরোপকার) একে অন্যের হিত সাধনের বেলায় প্রতিদানের প্রত্যাশা করবে না, এমনকি দুর্ব্যবহারের মোকাবেলায়ও নয় এবং আচরণ কোন প্রকার প্রতিদান বা বিনিময়ের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

নৈতিক-উন্নতির সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ স্তর হলো "ঈতাইযিল কুরবা" (জাতিসুলভ দান)। এই পর্যায়ে একজন মু'মিনের নিকট থেকে এটাই প্রত্যাশা করা যায় যে, সে মনের স্বাভাবিক আবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে পরোপকার করবে, যেমন অতি নিকট-সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি করা হয়। সে অন্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপকারের বিনিময়ে পরপোকার করে না এবং প্রতিদানে তুলনামূলকভাবে বেশি উপকারের ধারণাতেও করে না। বরং তার অবস্থা হচ্ছে সন্তানের প্রতি মায়ের অবস্থা সদৃশ। একজন মু'মিন এই স্তরে পৌছলে তার নৈতিক-উন্নতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। নৈতিকতার এই তিনটি স্তর মানবের নৈতিক-উন্নতির চূড়ান্ত ও নিশ্চিতাবস্থা গঠন করে। এর নেতিবাচক দিক স্পষ্টরূপে চিত্রিত হয়েছে তিনটি শব্দে যথা ঃ 'ফাহ্‌শা' (অশ্লীলতা), 'মুনকার' (মন্দকাজ) ও 'বাগাওত' (সীমালঙ্ঘন)। 'ফাহ্‌শা' দ্বারা সেই কাজকে বুঝায়, যা পাপাচারী শুধু নিজেই জানে। 'মুনকার' সেই সকল অশ্লীলতা বা মন্দকে বুঝায়, যা অন্য লোকেরাও দেখে এবং নিন্দা করে, যদিও এর মাধ্যমে তারা কোন ক্ষতির শিকার হয় না অথবা তাদের অধিকারে কোন হস্তক্ষেপও হয় না। 'বাগাওয়াত' ঐ সকল মন্দ, পাপ এবং অশিষ্টতাকে বুঝায়, যা অন্যেরা দেখে ও অনুভব করে এবং কেবল ধিক্কারই দেয় না বরং সেইগুলো তাদের সুস্পষ্ট ক্ষতি সাধনও করে থাকে। প্রকাশ্য ও ক্ষতিকর সকল প্রকার পাপই এই শব্দটির আওতায় পড়ে।

হাদীস শরীফ

জলসার গুরুত্ব

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত কিছু ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন, যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব, যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান, যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে, তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা একে অপরকে এভাবে আবৃত করেন যে, তাদের এবং নিকটবর্তী-আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

(টীকা ঃ এ রকম মজলিসের ওপর খোদা তা'লা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন, তা-ই রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন। এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)।

অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায়, তখন ফিরিশ্‌তাগণও আকাশে চলে যান। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?' তখন তারা উত্তর দেন, 'তোমার ঐ সকল বান্দার নিকট হতেই এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচ্‌না করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার কাছে কি যাচ্‌না করছিল'? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচ্‌না করছিল'। আল্লাহ্ পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না, তারা দেখে নি।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হত, যদি তারা জান্নাত দেখত!' তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার আগুন দেখেছে?' তারা বলেন, 'না, তারা তা দেখে নি।'

তিনি বলেন, 'তাদের কী অবস্থা হতো যদি তারা আমার আগুন দেখত?' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা যাচ্‌না করেছে, তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল, তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল, যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে-ও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।' 'তিনি (আল্লাহ্) বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারা তো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন, সে-ও বঞ্চিত হবে না।" (মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : **আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরুব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

জলসায় যোগদানের কল্যাণ

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

জলসায় যোগদানের কল্যাণ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন-

জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথাবার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে, যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র-পরিবর্তন দান করেন। এ সব জলসায় যোগদানের ফলে তাদের একটি সামাজিক-কল্যাণ এটাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে শামিল হবেন, ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তারা তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন, আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিক ভাবে একই সত্তায় পরিণত করার এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ অজ্ঞতাপূর্ণ কাঠিন্য ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে সাহায্য যাচ্‌না করা হবে। এছাড়া আরো বহু আধ্যাত্মিক-কল্যাণ লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল ক্বাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

জলসায় যোগদানে আকাঙ্খী স্বল্প-আয়ের লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

কম আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে, তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট থাকার পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ-খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক করে রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। ... এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যার পথ-খরচের সামর্থ আছে, সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়), প্রয়োজনীয় দ্রব্য, ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে খোদা তা'লা সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কৃত কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না। এ জলসাকে সাধারণ-সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না। এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামাতের ভিত্তিপ্রস্তর খোদা তা'লা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে, যারা শীঘ্রই এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম, যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।

(মজমুয়া ইশ্‌তিহারাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪১-৩৪৩)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩২তম কিস্তি)

হে খোদার বান্দাগণ! নিশ্চিত স্মরণ রাখবেন, কুরআন করীমে অপরিসীম সূক্ষ্মজ্ঞান-তত্ত্ব ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণমূলক অলৌকিকতা এমন পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, যা প্রত্যেক যুগে অসির চেয়েও অধিক কাজ করেছে। প্রত্যেক যুগ তার নিত্যনতুন অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যত রকম সন্দেহ-সংশয় ও সংকটসহ উপস্থিত হোক এবং যে-কোন ধরনের উত্তম ও উঁচু মাপের জ্ঞান-তত্ত্বের দাবীদার হোক না কেন, তার প্রতিকার এবং পুরোপুরি মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার ক্ষমতা কুরআন করীমে বিদ্যমান রয়েছে। কোনো ব্যক্তি, সে ব্রাহ্ম-সমাজী বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হোক বা আর্যসমাজী বা সনাতনধর্মী হিন্দু হোক, কিংবা অন্য যে-কোন ধরনের দার্শনিক হোক, সে কখনও এমন নতুন কোনো ঐশী সত্যতা আবিষ্কার করে দেখাতে পারে না, যা কুরআন করীমে পূর্বাহ্নেই মওজুদ নেই। কুরআন করীমের দুষ্প্রাপ্য বিস্ময়াবলী কখনও নিঃশেষিত হতে পারে না। বৈচিত্র্যময় গ্রন্থবৎ নিখিল বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক বিধানগত বিস্ময়কর ও রহস্যসময় গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী যেভাবে কোনো বিগত-যুগ বা পূর্বকাল পর্যন্ত নিঃশেষিত হয়নি, বরং সদা নিত্য-নতুন সৃষ্টি হতে থাকে, সে একই অবস্থা এ মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের বাণীর অন্তর্নিহিত অসীম তাত্ত্বিক ও আত্মিক-মহাভুবনেরও যাতে করে খোদা তা'লার বাণী ও কর্মের মাঝে সুসমঞ্জস্য নিরূপিত ও সপ্রমাণিত হয়। আর আমি ইতোপূর্বে লিখে এসেছি, কুরআন

চলমান টীকা : তাছাড়া যথাসম্ভব এমনও হতে পারে যে, উল্লিখিত এসব অলৌকিকতা 'আমালুত্-তার্‌ব' অর্থাৎ 'মিস- মারেজ পদ্ধতি'তে প্রকাশিত হয়ে থাকবে বলে প্রতীয়মান হয়– তা আমোদ-প্রমোদ ক্রিয়-কৌতুক হিসেবেই বটে, বাস্তব সত্য স্বরূপ নয়। কেননা অধুনা যুগে মিসমারেজম বলে অভিহিত কৌশলগত পদ্ধতিতে এমন সব বিরল বিস্ময়াবলী নিহিত রয়েছে যে, এতে পুরোপুরি চর্চা ও অনুশীলকারীগণ অন্যান্য বস্তুতে তাদের আত্মার উষ্ণতার প্রভাব ফেলে সেগুলোকে জীবিতের মতো করে দেখিয়ে থাকে। মানবাত্মার এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, এটি তার জীবনী-শক্তির উষ্ণতা দ্বারা সম্পূর্ণ একটি প্রাণহীন জড়বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। আর পারে বলেই জড়বস্তুতে জীবিতদের মতো কতক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এ গ্রন্থকার উল্লিখিত বিদ্যার কোন কোন অনুশীলনকারীদের প্রত্যক্ষ করেছে যারা একটি কাঠের টেবিলের ওপর হাত রেখে সেটিতে স্বীয় জৌবিক শক্তির প্রভাব ফেলে সেটিকে এমন সঞ্জীবিত করে তুলেছে যে, সেটি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় নড়তে-চড়তে শুরু করে এবং কতো মানুষ ঘোড়ার মতো করে সেটির ওপর সওয়ার হয়েছে তবে এর নড়া-চড়া ও দ্রুতগতি একটুও হ্রাস পায়নি। অতএব নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় যে, যে, কোনো ব্যক্তি যদি এই কৌশলগতভাবে মাটির একটি পাখী তৈরী করে সেটিকে উড়ন্ত পাখি হিসেবেও দেখিয়ে দেয় তাবে তা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা এ বিদ্যাটিতে চূড়ান্ত প্রতিভার মাত্রা কোথায় কতটুকু তা মানুষ আন্দাজ করতে এখনও সক্ষম হয় নি। আর আমরা যখন সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এ বিদ্যাটি দ্বারা একটি জড়বস্তুতে গতি সঞ্চার করা যায় এবং সেটি জীব-জন্তুর ন্যায় চলতে আরম্ভ করে, এরপর সেটি যদি উড়েও তাহলে তা কেনইবা অসম্ভব হবে?। তবে স্মরণ রাখা আবশ্যক, মাটি বা কাঠ ইত্যাদির তৈরি এমন কোনো পাখি বা জন্তুর মধ্যে মিসমারেজমের মাধ্যমে যদি কেউ নিজ আত্মার উষ্ণতা সঞ্চার করে, তা হলে সেটি প্রকৃতপক্ষে জীবিত হয় না, বরং সেটি যথারীতি প্রাণহীন ও জড়বস্তুই হয়ে থাকে। কেবলমাত্র 'আমিল' তথা এ বিদ্যাজনিত প্রভাব প্রয়োগকারী ব্যক্তির আত্মিক উষ্ণতা বারুদের মতো সেটিকে গতিশীল করে থাকে মাত্র। আর এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এ জাতীয় পাখিগুলোর উড্ডয়ন করা কুরআন করীম থেকে কখনও প্রমাণিত হয় না। বরং ঐগুলোর নড়া-চড়াও প্রমাণসিদ্ধ নয়, তাই প্রকৃতপক্ষে এগুলোর জীবিত হয়ে ওঠাও প্রমাণিত হয় না।

এস্থলে এ-ও জানা আবশ্যক যে, রোগ-ব্যধি হরণ ও রহিতকরণ বা জড়বস্তুতে কারও আত্মিক উষ্ণতা সঞ্চার– প্রকৃতপক্ষে এসবকিছুই মিসমেরিজমের শাখা-প্রশাখা বিশেষ। সব যুগেই এ শ্রেণীর মানুষ হয়ে এসেছে এবং এখনও এমন সব লোক রয়েছে, যারা এ আত্মিক ক্রিয়া-কৌশলের মাধ্যমে রোগ হরণ বা রহিতকরণ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকে। তাদের মনসংযোগে পক্ষঘাত, কুষ্ট ও যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত

করমের বিরল বিস্ময়াবলী প্রায়শঃ আমার প্রতি ইলহামযোগে উন্মোচিত হতে থাকে। আর সেগুলোর অধিকাংশ এমন অভিনব হয়ে থাকে যে, এগুলোর নাম-চিহ্নও পূর্ববর্তী তফসিরসমূহে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই যেমন, এ অধমের প্রতি উন্মোচিত হয়, আদম সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময়কালের ব্যবধান আরবী বর্ণ-মালার মান নির্ণয় অনুযায়ী সূরা-আল আসরের অক্ষরসমূহের গাণিতিক মোট সংখ্যা চান্দ্র বর্ষপঞ্জীর হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, অর্থাৎ চার হাজার সাতশ' চল্লিশ (বছর)।

অতিবাহিত সময়কালের ব্যবধান আরবী বর্ণমালার মান নির্নয় অনুযায়ী সূরা আল-আসরের অক্ষরসমূহের চান্দ্র বর্ষপঞ্জীর হিসেবে (গাণিতিক) মোট সংখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে, অর্থাৎ চার হাজার সাত শ' চল্লিশ (বছর)।

এখন বলুন, কুরআন করীমের অলৌকিকতা সম্পন্ন এ সকল অকাট্ট সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্ব কোন্ তফসীর গ্রন্থে লিখা আছে? অনুরূপভাবে খোদা তা'লা আমার ওপর কুরআন করীমের এই সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্ব প্রতিভাত করেছেন যে, "ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতুল ক্বাদরি"- কেবলমাত্র এ অর্থ নয় যে, একটি বরকতমন্ডিত রাত রয়েছে যেটিতে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে। বরং নিঃসন্দেহে সহীহ্ ও সঠিক উল্লিখিত অর্থ আয়াতের সত্ত্বেও এ অন্তর্নিহিত অন্যান্য অর্থও রয়েছে' যা 'ফতেহ্-ইসলাম- পুস্তকে রিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন বলুন, এ সকল জ্ঞান-তত্ত্ব কোন্ তফ্‌সীর গ্রন্থে লিখা আছে? আর এ-ও স্মরণ রাখুন, কুরআন করীমের একটি অর্থের পাশাপাশি আরেকটি অর্থের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোনো স্ব-বিরোধ সৃষ্টি হয় না এবং কুরআনিক হিদায়াত বা দিকনির্দেশনায়ও কোনো ত্রুটি ঘটে না। বরং একটি নূর বা জ্যোতির সাথে আরেকটি জ্যোতি মিলিত হয়ে 'ফুরক্বান' তথা সত্যাসত্যের পার্থক্য নির্ণয়কারী কুরআনের জ্যোতি আরো দৃশ্যমানভাবে উদ্ভাসিত হয়। (চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

চলমান টীকা : রোগীরা রোগমুক্ত হয়ে থাকে। ব্যাপক তত্ত্বতথ্য জানা বিজ্ঞ ব্যক্তির আমার এ বর্ণনার সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, নক্‌শাবন্দী ও সোহরাওয়ার্দী ইত্যাদির মধ্যকার সূফি দরবেশরাও এ সকল অনুশীলনের দিকে বিশেষ মোনেযোগ নিবদ্ধ করে এসেছেন। তাদের কতক এমন সব পারদর্শীও হয়েছেন যাঁরা শতশত রুগীকে ডানে-বায়ে বসিয়ে রেখে কেবল দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের রোগমুক্ত ও সুস্থ করে দিতেন। মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রহ.) এক্ষেত্রে উঁচু মাপের অনুশীলনে পারদর্শী ছিলেন। আওলিয়া-দরবেশ ও সূফী-সাধকদের ইতিহাস ও জীবন-বৃত্তান্তে দৃষ্টিপাতে জানা যায়, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ সিদ্ধি-প্রাপ্তগণ উল্লিখিত বিদ্যার অনুশীলনকে এড়িয়ে চলতেন পরিহার করতেন। কিন্তু কতক লোক নিজেদের বেলায়াতের একটা কিছু প্রমাণ বিশেষ তৈরির উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো নিয়্যতে এসব কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

আর এখন এ বিষয়টি চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণপুষ্ট যে, হযরত মসীহ্ ইবনে-মরিয়ম ঐশী- আদেশে আল-ইয়াসা' নবীর মতো এ 'আমালুত্-তর্‌ব' মিসমারিজম বিদ্যায় পরিপূর্ণতার অধিকারী ছিলেন, যদিও আল-ইয়াসা' নবী থেকে পরিপূর্ণ নিপুণতার নিম্ন স্তরে ছিলেন। কেননা, আল-ইয়াসা'র শবদেহও এ মুজিযা দেখিয়েছে যে, তাঁর হাড়-গোড়ের স্পর্শে একটি মৃত-ব্যক্তিও জীবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু চোরদের শবদেহ হযরত মসীহ্‌র দেহের সাথে লাগায় কোনো-ক্রমেই জীবিত হতে পারেনি, অর্থাৎ সেই দু'জন চোর, যারা মসীহ্‌র সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। মোটকথা, হযরত মসীহ্‌র এইসব মিসমারিজমমূলক কার্যাবলী যুগের অবস্থা ও পরিস্থিতির উপযোগিতার প্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছিল। তবে স্মরণ রাখা উচিত যে, এ কার্যক্রম বিশেষ কোনো মর্যাদার উপযোগী নয়, যেমন কি-না জনসাধারণ এটিকে মনে করে থাকে। এ অধম যদি এ কার্যক্রমকে অপছন্দনীয় ও ঘৃণাব্যঞ্জক মনে না করতো, তাহলে খোদা তা'লার অনুগ্রহক্রমে ও সামর্থ্য লাভে পূর্ণ আশাবাদী ছিল যে, এ অধম উল্লিখিত বিস্ময়কর বিষয়াবলী প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ ইবনে-মরিয়মের চেয়ে নিম্নস্তরে বা পিছিয়ে থাকতো না। কিন্তু আমার সেই রূহানী (আধ্যাত্মক) পদ্ধতিটি পছন্দনীয়, যেটিতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পদচারণা করেন। বস্তুত হযরত মসীহ্‌ও ঐ দৈহিক ও জাগতিক-কার্যক্রমটিকে ইহুদীদের স্বভাবজাত জাগতিক হীন ধ্যান-ধারণার কারণে ঐশী-আদেশের অবলম্বন করেছিলেন। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্‌র দৃষ্টিতেও ঐ সব কার্যক্রম পছন্দনীয় ছিল না। জানা আবশ্যক, এ দৈহিক ও জাগতিক কার্যক্রমটির এক অতি মন্দ (গুণগত) প্রভাব হলো, যে-ব্যক্তি নিজেকে উল্লিখিত কার্যক্রমে লিপ্ত ও নিয়োজিত করে এবং শারীরিক রোগ-ব্যধি দূরীকরণে নিজের মানসিক ও মেধাগত শক্তি ও ক্ষমতাগুলো ব্যয় করতে থাকে, সে তার ঐসব রূহানী-প্রভাব ও কার্যকরীতার ক্ষেত্রে, যা রূহ বা আত্মির ওপর প্রভাব বিস্তার করে আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যধিসমূহ দূর করে থাকে, সে-সব প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি ও ক্ষমতাগুলো অত্যন্ত দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে অভ্যন্তর জ্যোতির্ময় করণ ও আত্মশুদ্ধি সাধন সম্পর্কিত মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্যটি সে-ব্যক্তির মাধ্যমে খুবই কম পরিমাণে সম্পাদিত ও সাধিত হয়ে থাকে।

এ কারণেই হযরত মসীহ্ যদিও দৈহিক ও শারীরিক-রোগীদেরকে রোগমুক্ত করতে থাকেন, কিন্তু হেদায়াত বা সুপথ নির্দেশনা ও তৌহীদ (একত্ববাদ) এবং প্রকৃত ধর্মীয়-দৃঢ়তা মানুষের হৃদয়ে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর কার্যক্রমের মান ও মাত্রা এমন নিম্নস্তরে পর্যবসিত হয়ে থাকে যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রে তিনি প্রায় বিফল মনোরথ হন। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেহেতু এসব দৈহিক ও জাগতিক বিষয়াদির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি এবং তাঁর আত্মার সার্বিক-জোর মানুষের হৃদয়ে হেদায়াত সঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন। এ কারণেই মানুষের আধ্যাত্মিক-উন্নতির পূর্ণতাসাধনে তিনি (সা.) সবার ওপরে স্থান লাভ করেন এবং খোদা তা'লার সহস্র-সহস্র বান্দাকে কামালিয়তের তথা আত্মিক-পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দেন। আর মানুষের আত্ম-সংশোধন ও অভ্যন্তরীণ শুভ-পরিবর্তন সমূহ ঘটানোর ক্ষেত্রে 'ইয়াদে বাইজা' তথা 'শুভ্রহস্ত' সুলভ এমন সিদ্ধহস্ততা প্রদর্শন করেন, যার দৃষ্টান্ত সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর 'আমালুত্ তার্‌ব' (মিসমারিজম) দ্বারা যেসব মৃত জীবিত হতো, অর্থাৎ মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাওয়া যেসব লোক তাঁর হাতে যেন পুনরায় জীবিত হতো, তারা আবার তৎক্ষণাৎ অতি অল্প সময়েই মরেও যেতো। কেননা, মিস্‌মারিজম সূত্রে আত্মার উষ্ণতা সঞ্চার-লব্ধ জীবন কেবল অস্থায়ীভাবে তাদের মাঝে সৃষ্টি হতো। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (আধ্যাত্মিকভাবে) যাদেরকে জীবিত করেন, তারা সদা-সর্বদা জীবিত থাকে। (চলবে)

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ঐতিহাসিক কানাডা সফর

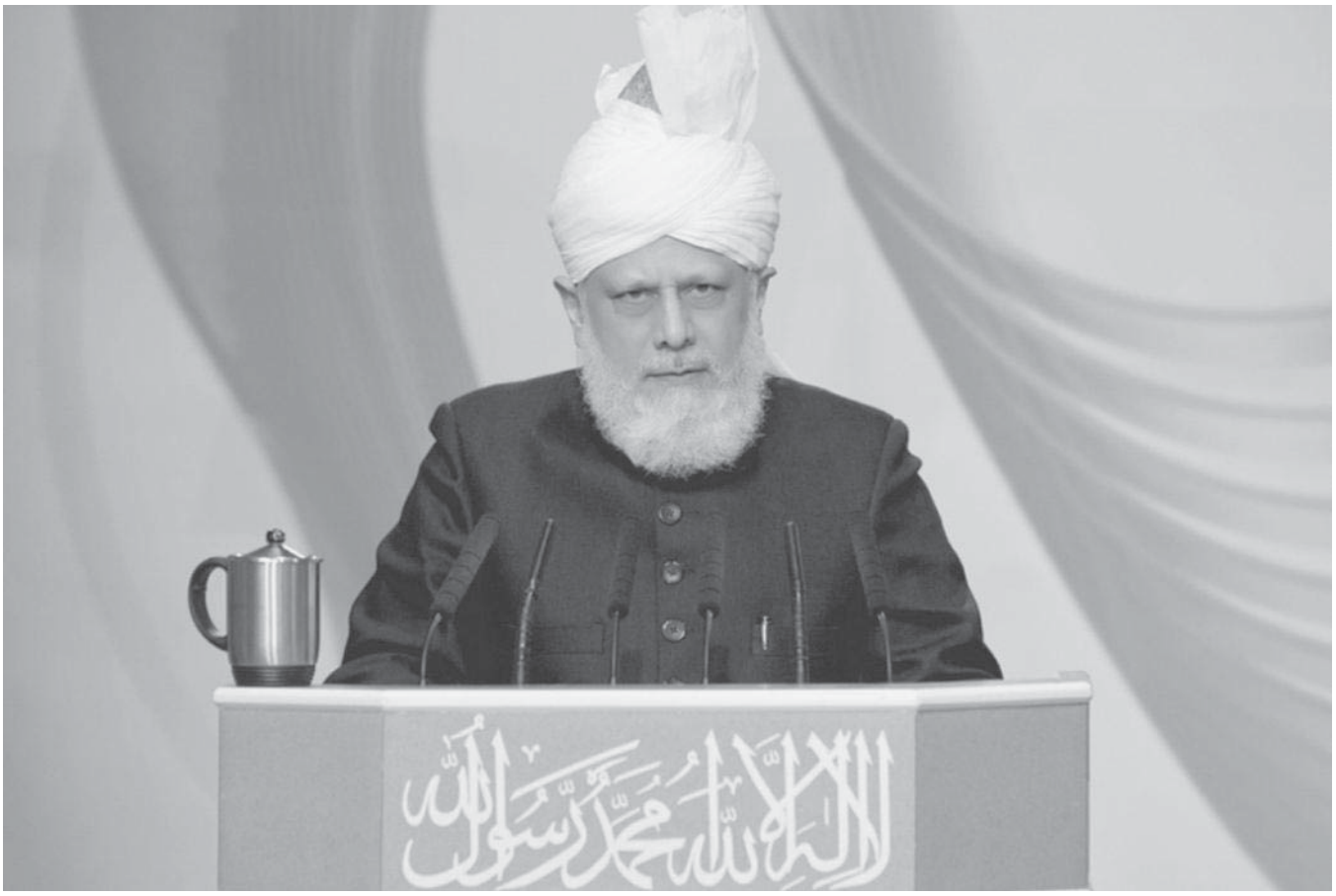

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ই নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আপনাদের সবারই জানা আছে যে, সম্প্রতি আমি কানাডা সফরে ছিলাম। একটানা প্রায় ৬ সপ্তাহের দীর্ঘ-প্রোগ্রাম ছিল এটি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতী অনুষ্ঠানমালার দৃষ্টিকোণ থেকেও আর অ-আহমদীদের সাথে বিভিন্ন প্রোগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই সফর সকল অর্থে কল্যাণময় প্রমাণিত হয়েছে। কানাডার জলসা সালানার পর সেখানকার জলসার প্রেক্ষাপটে মানুষের অভিব্যক্তি এবং প্রশাসনিক কথাবার্তা আর খোদার কৃপাবারির প্রেক্ষাপটে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতার কথা আমি সেখানেই পরবর্তী খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম। অন্যান্য ব্যস্ততা এবং অপরাপর আরো যেসব প্রোগ্রাম হয়েছে, আজ সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কানাডার জামাতও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জামাতের মত নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা আর বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী-জামাতগুলোর একটি। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানকার যুবক-যুবতীরা জামাতী কাজের জন্য প্রতিযোগিতামূলক চেতনায় সমৃদ্ধ, বিশেষ করে প্রচার মাধ্যম এবং প্রেস ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে যুবকরা অনেক কাজ করেছে এবং ব্যাপক-পরিসরে জামাতকে পরিচিত করার চেষ্টা করেছে। আর তাদের এই প্রচেষ্টাকে খোদা তা'লা ফলপ্রদও করেছেন। রাজনীতিবিদ এবং সরকারী

কর্মকর্তাদের সাথে পূর্বেই সেখানে পরিচিতি ছিল এবং বেশ ভালো যোগাযোগও ছিল। এই ক্ষেত্রেও তারা অগ্রগতি সাধন করেছে। কিন্তু এবার প্রচার-মাধ্যমে কভারেজ পাওয়ার দিকে থেকে স্পষ্ট-পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আসল কথা হলো, এটি বিশেষভাবে খোদার ফযল বা কৃপায় হয়েছে। এরা তো শুধু স্পর্শ করেছে বা হাত লাগিয়েছে, আর খোদা তাতে অশেষ বরকত সৃষ্টি করেছেন। বরং এই কর্মী বা ছেলেরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, আমরা প্রত্যাশাতীত সাড়া পেয়েছি। এক সময় আমাদের পক্ষ থেকে এই চেষ্টা হতো যে, কোনভাবে পত্র-পত্রিকায় আমাদের সংবাদ বা উল্লেখ এসে গেলে জামাতও পরিচিত হবে এবং 'ইসলাম'-এরও সঠিক-পরিচিতি পাওয়ার সুযোগ আসবে। কিন্তু পত্র-পত্রিকা বা প্রচার-মাধ্যম খুব একটা গুরুত্ব দিত না। আর এবার অবস্থা এমন ছিল যে, প্রচার-মাধ্যমের লোকেরা এজন্যে আমাদের পিছনে লেগে থাকতো যে, আমাদেরকে সময় দাও, আমরা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সাক্ষাৎকার নেব, তাঁর সাথে কথা বলতে চাই।

কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের সীমাবদ্ধতা ছিল। এ কারণে যতটা সম্ভব ছিল প্রচার মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে বা সাক্ষাৎকার দেয়া হয়েছে, আর বাকীদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়েছে। এখন আমাদের সেখানকার মিডিয়া-টীম বা গণযোগাযোগ-টীমের উচিত হবে, যাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল, তাদের সাথে যোগাযোগও রাখুন আর সাক্ষাত করেও ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিন। কেননা, পরবর্তীতে গণ-সংযোগ অব্যাহত রাখার জন্য এটি এক জরুরী বিষয়। যাহোক, এখন আমি সংক্ষেপে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষদের কিছু অভিব্যক্তি বা ভাবাবেগ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে নতুন তিনটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, তন্মধ্যে দুটি মসজিদে এমন অনুষ্ঠানও হয়েছে, যাতে অ-আহমদীদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এছাড়া তাদের জাতীয়-সংসদেও একটি অনুষ্ঠান হয়েছে। আর ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার-হলেও তাদের সামনে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে। সেই সাথে টরন্টো এবং ক্যালগেরিতে পীস সিম্পোযিয়াম বা শান্তি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যেখানে অ-মুসলিমদের সামনে ইসলামী-শিক্ষা তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে। খোদা তা'লার কৃপায় সর্বত্রই মানুষ ইসলামী- শিক্ষার সৌন্দর্যের কথা অকপটে স্বীকার করেছে। প্রথমে আমি সংক্ষিপ্তভাবে টরন্টোর মিডিয়া কভারেজের কথা উল্লেখ করছি। টরন্টোতে তিনটি ইন্টারভিউ ছাড়াও ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে, যার কথা তো পরে আসবে। সেখানে তিনটি সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ হয়েছে, যার একটি ছিল 'গ্লোবাল নিউজ টরন্টো'-র সাথে, এটি কানাডার এক প্রসিদ্ধ সংবাদ নেটওয়ার্ক। এই ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারটি পরবর্তীতে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়ও প্রচার করা হয়েছে, আর প্রায় তিন লক্ষ মানুষ তা দেখেছে। এছাড়া, এই রিপোর্ট হস্তগত হওয়া পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ মানুষ অনলাইনে বা ইন্টারনেটেও এটি দেখেছে।

অনুরূপভাবে, দ্বিতীয় ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার নিয়েছে সেখানকার জাতীয় নিউজ চ্যানেল সিবিসি। তাদের খ্যাতনামা একজন সাংবাদিক এবং চীফ করেসপন্ডেন্ট পিটার্স ম্যান ব্রিজ এই ইন্টারভিউ নিয়েছেন। ইন্টারভিউটি পূর্বেই নেয়া হয়েছিল তবে দুই সপ্তাহ পর তারা এটি প্রচার করেছে, আর সাক্ষাৎকারটি প্রায় আধা ঘন্টার ছিল, যা জাতীয় টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে। আমি যেমনটি বলেছি, ইনি সেখানকার সবচেয়ে প্রবীন সাংবাদিক এবং তাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়। এই সাক্ষাৎকারে ইসলাম, পৃথিবীতে বিরাজমান পরিস্থিতি, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব এবং উগ্রপন্থীরা আজকাল ইসলামকে যে দুর্নাম করে রেখেছে, এসব বিষয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে। এর কিছু অংশ তারা প্রচার করেছে আর কিছু অংশ প্রচার করা হয় নি। যাহোক, এরপরও একটি ভালো কভারেজ ছিল এটি। অনুরূপভাবে গ্লোব এন্ড মেইল, একটি জাতীয়-পত্রিকা এটি, এর পূর্বের যে ইন্টারভিউর কথা আমি উল্লেখ করেছি, সিবিসি-র এই ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের ধারণা অনুযায়ী প্রায় দশ মিলিয়ন বা এক কোটি কানাডিয়ান পর্যন্ত আমাদের বার্তা পৌঁছেছে, সেই সাথে পত্রিকার মাধ্যমে এর ওপর বিস্তারিত সংবাদও ছেপেছে।

সম্প্রতি আমি কানাডা সফরে ছিলাম। একটানা প্রায় ৬ সপ্তাহের দীর্ঘ-প্রোগ্রাম ছিল এটি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতী অনুষ্ঠানমালার দৃষ্টিকোণ থেকেও আর অ-আহমদীদের সাথে বিভিন্ন প্রোগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই সফর সকল অর্থে কল্যাণময় প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়া ইউটিউব চ্যানেলেও এটি এসেছে। এর মাধ্যমেও প্রায় এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষ মানুষ আমাদের সংবাদ পেয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতার প্রেক্ষাপটেও পত্র-পত্রিকা এবং প্রচার-মাধ্যম সংবাদ ছেপেছে। এতেও প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ সেই বক্তৃতা সম্পর্কে অবগত হয়েছে বা আমাদের পয়গাম সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

এখন আমি পরবর্তী অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি। জলসার পর প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছে অটোয়া-তে, যা কানাডার রাজধানী। সেখানকার, (কানাডার) জাতীয়-সংসদে এই অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে দিনব্যাপী প্রোগ্রাম ছিল, ব্যস্ততা ছিল, বিভিন্ন মানুষের সাথে মেলামেশা-আলাপচারিতা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ হয়েছে, এছাড়া আরো কয়েকজন মন্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছে। সাক্ষাতের পরিবেশ ছিল খুব সুন্দর, আর জামাতের সাথে তারা যে সবসময় সহযোগিতা করে আসছে এর জন্য আমি তাদের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছি।

এরপর, সংসদ ভবনের একটি হলে যে অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে কানাডা সরকারের ছয়জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, ৫৭ জন জাতীয়-সংসদের সদস্য এবং বিভিন্ন দেশের ১১ জন দূত উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী এবং লিবিয়া দূতাবাসের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন, অন্টারিও প্রদেশের মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন এবং ত্রিশের অধিক গুরুত্বপূর্ণ-ব্যক্তিত্ব সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন, যাদের মাঝে চীফ অব স্টাফ এবং মন্ত্রীরাও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া খ্রিস্টান চার্চ ইভেঞ্জেলিকাল ফেলোশিপের ডাইরেক্টর, কানাডা রেড ক্রসের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান, আরসিএমপি-র এসিস্ট্যান্ট কমিশনার, অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণও এদের মাঝে ছিলেন। কিছু ডীন এবং ভাইস প্রেসিডেন্টও উপস্থিত ছিলেন। কানাডিয়ান কাউন্সিল ফর মুসলিম-এর ডাইরেক্টর, মার্কিন সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধি, থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের কতিপয় সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে দুনিয়ার হর্তাকর্তা বা নীতিনির্ধারক মনে করে। এক কথায় সেখানে এটি ছিল তাদের একটি ভালো জমায়েত। ইসলামী-শিক্ষার আলোকে সেখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে। অনুরূপভাবে তাদের যে আচার-আচরণ এবং যে দ্বৈততা বা ডুয়েলিটি মানুষ প্রদর্শন করে তাও আমি তাদের সামনে স্পষ্ট করেছি এবং বলেছি যে, তোমরা শুধু মুসলমানদের দোষারোপ করো না বরং নিজেদের কর্ম-কান্ডের প্রতিও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দাও। আর তোমাদের কারণেই অনেক সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছে। যাহোক এরপর মানুষের যেই এক্সপ্রেশান এবং অভিব্যক্তি ছিল তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

সংসদ-সদস্য ডিসেগ্রো সাহেব বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমামের এই বক্তব্য, 'আমরা কিভাবে তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে পারি' সেই সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনায় পরিপূর্ণ ছিল। এতে এটি স্পষ্ট ছিল যে, এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের পারস্পরিক-সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, এই সংসদে যেই শান্তির বাণী প্রদান করা হয়েছে, তা সারা পৃথিবীতে প্রচার করা আবশ্যক।

আরেকজন সাংসদ হলেন, কেভিন ওয়ান সাহেব। তিনি বলেন, খলীফা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বহুবিধ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। আমি বিশেষভাবে এই কথায় প্রভাবিত হয়েছি যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তাঁর বক্তৃতায় কুরআনের বহু আয়াত উপস্থাপন করেছেন, আমার মত ব্যক্তি, যার ধর্মীয়-জ্ঞান খুবই স্বল্প, তার জন্য এটি খুবই সুখকর বিষয় ছিল। এতে আমার জ্ঞানও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উপস্থিত সবাই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উপসংহার টেনেছেন এবং মন্তব্যও করেছেন। অনুরূপভাবে, ইসরাইলী দূতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, শান্তির জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ-বাণী ছিল। আর পৃথিবীর সব ধর্মের পরস্পরের প্রতি কিভাবে শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে আজ পরিবর্তন এসেছে এবং এর গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব এই বক্তৃতা ছাপিয়ে মানুষের মাঝে প্রচার করা উচিত। মানুষ যদি এই বাণীর অনুসরণ করে, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব। এই বক্তৃতায় উল্লেখিত সহনশীলতার দিকটি আমার খুবই ভালো লেগেছে, আর এ দিকটিও যে, সব মানুষের প্রাপ্য-অধিকার প্রদান করা উচিত, সে মুসলমান হোক বা ইহুদী, সবারই প্রাপ্য-অধিকার প্রদান করা উচিত।

এরপর সিনিয়র ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন জজ এবং এ বছর সেখানকার স্যার জাফরুল্লাহ্ খান স্মারক পুরস্কার যিনি পেয়েছেন, লুইস হার্ভার সাহেবা, তিনি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খুবই স্পষ্ট ভাষায় আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আর একইসাথে পাশ্চাত্যের সমাজের বিভিন্ন সমস্যাবলীর ওপরও আলোকপাত করেছেন। আর তা হলো, এদের আচার-আচরণেও অনেক সময় কপটতা পরিলক্ষিত হয় এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রাপ্য-অধিকার তারা দেয় না।

এরপর সংসদ-সদস্য রাজ সিনি বলেন, খলীফা ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ ধর্ম। আর যেসব মুসলমান এই শিক্ষার অনুসরণ করে না, তারা সত্যিকার মুসলমান নয়।

অনুরূপভাবে, একজন সাংসদ হলেন মাজেদ জাওয়াহিরি সাহেব। খুব সম্ভব কোন আরব দেশের সাথে তার সম্পর্ক। তিনি বলেন, পৃথিবীতে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে, এটি অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ। খলীফা প্রদত্ত বাণীতে আজকে আমরা এই কথাটি শুনেছি এবং আমাদেরকে সম্মিলিতভাবেই এই চ্যালেঞ্জের উত্তর খুঁজতে হবে। এছাড়াও আরো অনেক সমস্যা আছে, যেমন: সামাজিক-সংকট, সন্ত্রাস, এইসব সমস্যা দূরীভূত করার জন্যও আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

এরপর ক্রিস্টি ডিংকন সাহেবা, যিনি সাংসদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রীও, তিনি বলেন, একটি কথা বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছে। (তার সাথে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে, তিনি ব্যক্তিগত মন্তব্যও করেছেন) তিনি বলেন, একবার যে বন্ধু হয়ে যায়, সে চিরদিনের বন্ধু হয়ে থাকে। খলীফা তাঁর বক্তৃতায় বেশকিছু দিক তুলে ধরেছেন, যেমন- সমতা ও ন্যায়বিচার, শান্তি, যুব-শ্রেণী, জাতিসংঘ আর আমাদের সবার সম্মিলিতভাবে মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করা, এসব বিষয়ই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত আমার জন্য স্নেহশীল এক পরিবারের মত।

অনুরূপভাবে, আরেকজন সাংসদ নিকোলা ডি অরিও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি বা নিজস্ব ভাবাবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, খুবই উন্নত-বক্তৃতা ছিল, যাতে বর্তমান-বিশ্বের সকল সমস্যা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ধর্মীয়-পটভূমিতে পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যাবলীর ওপর আলোকপাত করেছেন। জামাতে আহমদীয়াও একটি অসাধারণ জামাত, আর বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের জন্য এটি একটি আদর্শ-স্থানীয় সংগঠন। এছাড়া খলীফা এদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, ধর্মীয়-বিষয়ে আমাদের সহনশীল হওয়া উচিত। আর আক্রমণাত্মক আচরণ বা আগ্রাসনের ফলাফল আক্রমণ বা আগ্রাসনই হয়ে থাকে। আমরা যদি সহনশীলতার একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যই অবলম্বন করি, তাহলেও আমরা অনেক বড় পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি। তিনি বলেন, আমি

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কানাডার জামাতও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জামাতের মত নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা আর বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী-জামাতগুলোর একটি। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানকার যুবক-যুবতীরা জামাতী কাজের জন্য প্রতিযোগিতামূলক চেতনায় সমৃদ্ধ, বিশেষ করে প্রচার মাধ্যম এবং প্রেস ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে যুবকরা অনেক কাজ করেছে এবং ব্যাপক-পরিসরে জামাতকে পরিচিত করার চেষ্টা করেছে। আর তাদের এই প্রচেষ্টাকে খোদা তা'লা ফলপ্রদও করেছেন।

ভেবেছিলাম, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম এখানে আসবেন আর প্রথাগত কিছু কথা বলে এবং কৃতজ্ঞতামূলক কয়েকটি বাক্য বা বুলি আউড়িয়ে বসে যাবেন। কিন্তু যেই বক্তৃতা হয়েছে, তা শুনার পর আমার মতামত হলো এর চেয়ে উত্তম কোন বক্তৃতা আমি শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না। সারা পৃথিবী যেসব সমস্যার সম্মুখীন, তিনি সেগুলোর ওপর আলোকপাত করেন, যেমন: জলবায়ুর পরিবর্তন, অর্থনৈতিক-সমস্যা, গৃহযুদ্ধ, আর এ সবকিছুর মূল-কারণ হিসেবে তিনি অন্যায়কে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক যুগের সমস্যাবলী নিরসনের সমাধানও তিনি তুলে ধরেছেন। আর তিনি এটিও বলেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয়। এটিও বলা হয়েছে যে, অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হওয়া উচিত, যা পাশ্চাত্য অবাধে করে চলেছে । তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত। কারণ, এখানে শান্তি সম্পর্কে আলোচনাকারী এক ব্যক্তির কথা শোনার সুযোগ হয়েছে। তিনি যেভাবে সারা পৃথিবীকে ইসলাম সম্পর্কে পরিচিতি দান করছেন, সেটিই সত্যিকার রীতি।

জার্মান দূত ওয়ার্নার ওয়েন্ট বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কন করেছেন। আমরা সকলেই এমন শান্তিপূর্ণ-ভবিষ্যতের কামনা করি। তাঁর বক্তৃতা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ও শান্তিপ্রিয় ধর্ম, আর আমরা সবাই ইউরোপে আগমনকারীদের সাথে সম্মিলিতভাবে বসবাস করতে পারি। বক্তৃতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আমাদের সবার উচিত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা, আর এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, মানুষ যেন স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পায়। আমি এই কথাও বলেছিলাম যে, কোন সরকারেরই ধর্মীয়-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আরো বিভিন্ন বিষয় যেমন: পর্দা, মসজিদ, ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন ইউরোপে উঠেই থাকে, আর এগুলো এমন বিষয়াদি যা নৈরাজ্যের কারণ হতে পারে।

অনুরূপভাবে, একজন চীফ-ইমাম এবং পন্ডিত-ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ জেবার সাহেব। সম্ভবত কোন আরব দেশের সাথে তার সম্পর্ক অথবা এখানে কোন মসজিদের তিনি ইমাম। তিনি বলেন, আমি একজন সুন্নী ইমাম, আর একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, এই বক্তব্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত রচনা করেছে। পৃথিবীবাসীর এই দিক-নির্দেশনার আজ একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ ছিল। কেননা, তিনি কোন একটি দলকে এককভাবে অভিযুক্ত করেন নি, বরং বলেছেন, পৃথিবীর এই অস্বস্তি এবং অশান্তি সব দলেরই ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে। আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করে নিয়ে সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এই বক্তৃতায় খলীফা সেই ইসলামী-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কোন মানুষই ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তিনি বলেন, এটি খুবই উত্তম এক বক্তৃতা ছিল, আর এতে সেই সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া আইন প্রনয়ণকারীদের সমাধানের বিকল্প-পথও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, খলীফা ইসলামিক আইডিয়োলজি বা দৃষ্টিভঙ্গীকে খুবই আকর্ষনীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন, আর অনেক কঠিন বিষয়ও তিনি এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, যেন মানুষের আবেগ-অনুভূতিতেও আঘাত না আসে।

আরেকজন অতিথি গারনেড জীনাস বলেন, খলীফার বাণী খুবই উন্নত ছিল অর্থাৎ ধর্ম এবং ধর্মীয়- নেত্রীবৃন্দ সমাজে শান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং আধুনিক-যুগের সমস্যার সমাধান করতে পারে। তিনি এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে আমরা কিভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারি। তিনি বলেন, আমরা সচরাচর পরস্পরকে দোষারোপ করে থাকি, কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার ইমাম স্পষ্ট করেছেন যে, কিভাবে পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য দেশ স্ব স্ব ভূমিকা পালনের মাধ্যমে পৃথিবীর অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

একজন শিখ-অতিথি বলেন, পাশ্চাত্যের একটি সংসদে এসে খলীফা বলেছেন যে, পৃথিবীর অস্বস্তি এবং অশান্তির পিছনে পাশ্চাত্যেরও হাত রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি এ কথার ওপরও আলোকপাত করেছেন যে, পাশ্চাত্য যে অস্ত্র বিক্রি করে, তা কীভাবে সন্ত্রাসীদের হাতে পৌঁছে যায়। আর এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, কানাডার যে সমস্ত অধিবাসী সন্ত্রাসী কার্যক্রমে যোগ দেয় তার শতকরা বিশ ভাগ হলো মহিলা আর এভাবে তারা ভাবিষ্যত- প্রজন্মকেও একই রঙে রঙ্গীন করবে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি পূর্বে কখনো ভাবি নি। খলীফার আরেকটি কথা আমার খুব ভালো লেগেছে আর তা হলো, তিনি কুরআনের বরাতেও কথা বলেছেন যে, আমাদের স্বীয়-অঙ্গীকার এবং আমানতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। আর খুবই সুন্দরভাবে তিনি এটিও

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে নতুন তিনটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, তন্মধ্যে দুটি মসজিদে এমন অনুষ্ঠানও হয়েছে, যাতে অ-আহমদীদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এছাড়া তাদের জাতীয়-সংসদেও একটি অনুষ্ঠান হয়েছে। আর ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার-হলেও তাদের সামনে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে। সেই সাথে টরন্টো এবং ক্যালগেরিতে পীস সিম্পোযিয়াম বা শান্তি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যেখানে অ-মুসলিমদের সামনে ইসলামী-শিক্ষা তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে। খোদা তা'লার কৃপায় সর্বত্রই মানুষ ইসলামী- শিক্ষার সৌন্দর্যের কথা অকপটে স্বীকার করেছে।

বলেছেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতাও একটি আমানত, আর সরকারী-কর্মকর্তাদের যথাযথভাবে নিজেদের এই দায়িত্ব পালন করা উচিত।

তিনি নিজের মন্তব্যে আরো বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম এটিও বলেছেন যে, মুসলমান আলেম-শ্রেণী জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে, আর এ কারণেই নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। খলীফা পাশ্চাত্যকেও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে, তোমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর বাক-স্বাধীনতার বুলি আওড়ে থাক, তাই তোমাদের দায়িত্ব হলো, নিজেদের এসব দাবিকে সত্য প্রমাণ করা, আর ধর্মীয়-বিষয়ে তোমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, যেমন পর্দা এবং ইবাদতগাহ্-র ওপর বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। খুব সুন্দরভাবে তিনি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পার্লামেন্ট ভবনে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, এর প্রেক্ষাপটে এই দু'একটি দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরলাম। এমনই আরো বহু মন্তব্য রয়েছে মন্ত্রীদেরও আর অন্যান্য লোকদেরও।

পার্লামেন্ট হিলের অনুষ্ঠানের যে মিডিয়া কাভারেজ হয়েছে, এক্ষেত্রে প্রধানত প্রধানমন্ত্রী তার টুইট একাউন্টে লিখেছেন যে, আজ অটোয়ায় জামাতে আহমদীয়ার খলীফা মির্যা মাসরূর আহমদ-এর সাথে সাক্ষাতে খুবই আনন্দিত হয়েছি, একই সাথে তিনি নিজের ছবিও তাতে দিয়েছেন আর এরপর এটি রিটুইটও হতে থাকে। একইভাবে, পত্র-পত্রিকায় এই পুরো-অনুষ্ঠানের সংবাদ যেভাবে প্রচারিত হয়েছে, এর ফলে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন অর্থাৎ ৪৫ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছেছে। অনুরূপভাবে, টরন্টোর আইওয়ানে তাহের-এ একটি শান্তি-সম্মেলন হয়েছে, সেখানে ৬১৪ জন অ-আহমদী এবং অমুসলিম এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যাদের মাঝে বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়র, কাউন্সিলর, পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক, ডাক্তার, প্রফেসর, শিক্ষক, আইনবিদ; এক কথায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ উপস্থিত ছিল।

প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জার পাদ্রি পীস-সিম্পোযিয়াম বা শান্তি-সম্মেলনের বক্তৃতা শোনার পর বলেন, আজ জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা আমাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। কেননা, এটি শান্তি, ভালোবাসা এবং আশার এক বাণী ছিল, যা ধর্ম, বর্ণ বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ বক্তৃতায় সারা পৃথিবীর জন্য শান্তির বাণী ছিল। এ বক্তৃতার গুরুত্ব হলো, পৃথিবীতে অনেক ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে এবং ভয়-ভীতি ছেয়ে আছে, কিন্তু আজকের বক্তৃতায় এটি স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের মাঝে সমমূল্যবোধ বেশি আর মতভেদ সংক্রান্ত বিষয়াদি অনেক কম। এটি অনেক বড় একটি শুভ-সংবাদ, যার প্রতি মানুষের কর্ণপাত করা উচিত।

আরেকজন অতিথির নাম হলো-গ্রেগ কেনেডি, তার বোন অতি সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আজ আমি আমার বোনের সাথে এখানে এসেছি। অতি সম্প্রতি আমার এ বোন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এটি দেখা যে, জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষা কী। আর এখন জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণী শুনে আমার আনন্দের সীমা নেই যে, আমার বোন এমন স্নেহশীল, সহযোগী ও মানব-সেবক লোকদের দলে যোগ দিয়েছে। যেসব কথা আমি আজ শিখেছি, তাতে আমি খুবই আনন্দিত। আমাদের জামাত পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণভাবে যে মানবসেবা করছে এ বক্তৃতায় আমি তা-ও উল্লেখ করেছি অর্থাৎ শান্তি-সম্মেলনের এই বক্তৃতায়।

অনুরূপভাবে, আরেক ব্যক্তি, যিনি সংসদ ভবনের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন, তিনি হলেন নাইল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আল হালাওয়াজী। তিনি বলেন, আজকের বাণী খুবই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের সবার ভালোবাসার সাথে সহাবস্থান করা উচিত এবং কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়। আমরা যদি পরস্পরকে ঘৃণাই করতে থাকি, তাহলে শান্তি কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তিনি বলেন, সংসদে আমি যখন জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা শুনলাম, তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সংসদে এসে কোন মুসলমান নেতা এভাবে বক্তৃতা করতে পারে! ভয়ের কোন চিহ্ন তাঁর মাঝে ছিল না, অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি নিজের বক্তৃতা করেছেন, আর সবার দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটিই ইসলামের সত্য ও সঠিক বাণী। যে যুদ্ধ হচ্ছে, আসলে কিছু মানুষ এর পিছনে রয়েছে, যারা এ থেকে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। তিনি আরো বলেন, আজকের বক্তৃতায়ও 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-এর প্রেক্ষাপটে বক্তৃতা করা হয়েছে, আর এটিই আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং তা-ই সত্য।

এরপর যামীদা কমিউনিটির সদস্য আবু ইউসূফ সাহেব বলেন, আমি আজ যা শুনেছি এবং দেখেছি, এতে আমি গভীর ভাবে অভিভূত। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তাঁর বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর অনেক উদাহরণ তুলে ধরেছেন, আর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এগুলো আমাদের অনুসরণ করা উচিত। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম রসূলে করীম (সা.)-এর উত্তম-আদর্শ থেকে এটিও প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কখনো বাহুবলে কাউকে ইসলামভুক্ত করেননি। আর মহানবী (সা.) কিভাবে মানবতার সেবা করেছেন, তা-ও তিনি তুলে ধরেছেন। কুরআনের শিক্ষার আলোকেও ইসলামী শিক্ষার ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন, যেভাবে কুরআনে এসেছে

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

(সূরা আল্-বাকারা: ২৫৭)। আর মহানবী (সা.) খ্রিস্টান, ইহূদী এবং হিন্দু বা যেকোন ধর্মের অনুসারীদেরকে কিভাবে তাদের প্রাপ্য-অধিকার দিয়েছেন, তা-ও তুলে ধরেছেন এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সমান।

এরপর তৃতীয়-অনুষ্ঠান হয়েছে ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। এতে ১১টি অনুষদ রয়েছে, আর মূল-ক্যাম্পাসে ৫৩ হাজারের অধিক ছাত্র পড়াশোনা করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা সাত সহস্রাধিক। এখন পর্যন্ত তিন লক্ষের মত ছাত্র এখান থেকে পড়াশোনার পাট সম্পন্ন করেছে। আমি 'চ্যান্সেলর' সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার তৃতীয় বৃহত্তম ইউনিভার্সিটি। এক বন্ধু এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তার নাম ক্যাট কোরিয়ার সাহেব। তিনি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিজেনাস এল্ডারস এর সদস্য। তিনি বলেন, আজকের দিনটি ছিল একটি উপহার। এমন কথা শুনে আমি সত্যিই অভিভূত এবং আনন্দিত যে, আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর জন্য কাজ করতে পারি বা করছি। এদেরও অধিকার পদদলিত হয়েছে অথবা অন্ততপক্ষে এরা মনে করে যে,সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে যেমন ব্যবহার করা উচিত ছিল এবং স্থানীয়দের বা আদিবাসীদের যে অধিকার, তা দেয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, এখানে যে কথা আমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে, তা হলো, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যা বলেছেন, তা হৃদয়ের গভীর থেকে বলেছেন। যখন কেউ হৃদয়ের গভীর থেকে সত্য কথা বলে, তা সব সময় স্মৃতিপটে জাগ্রত থাকে। তিনি পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে এখানে এসে সেই বার্তা দিচ্ছেন, যা আমরা পছন্দ করি এবং যা আমাদের কাছে খুব প্রিয়।

অনুরূপভাবে, এক ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তার নাম সেরেল ক্র্যাস। তিনি বলেন, এটি খুবই সুন্দর এক উপলক্ষ্য ছিল, যাতে আমরা ইসলামের কিছু সত্যিকার শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। ইসলাম সম্পর্কে এখন আমার কিছুটা জ্ঞান লাভ হয়েছে। এখন আমি শুধু ধারণার অনুসরণ করছি না, বরং জামাতে আহমদীয়ার ইমাম শান্তির প্রেক্ষাপটে খুবই সুন্দর কথা বলেছেন। এ কথাগুলো বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম বুঝিয়েছেন যে, আমাদের মাঝে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক মিল এবং সামঞ্জস্য রয়েছে। আর এটিও আমার খুব ভালো লেগেছে যে, আমাদের এবং আপনাদের মূল্যবোধ মূলতঃ একই।

অপর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদিকতা বিভাগের এক অধ্যাপক তার সব ছাত্রকে বক্তৃতা শোনার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন। একজন সাংবাদিক ইউসার আল্‌বারানী বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের কথা বলেছেন, যা আমার খুব ভালো লেগেছে। সাংবাদিক হিসেবে আমি প্রায়ই শান্তি এবং নারী-অধিকার সম্পর্কে ফোনকল ধরি। (ইনি একজন মহিলা) কোন ধর্মীয়-নেতা যখন এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তখন সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে থাকে। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খুব সুন্দরভাবে ইসলামী-বিশ্বে বিরাজমান সমস্যাবলী তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে, এর পেছনে অন্যান্য শক্তির হাত রয়েছে। এ কথা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যখন পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে পড়েন, তখন তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হন।

এরপর একজন পাদ্রী বলেন, তিনি কুরআন থেকে যে সব কথা উপস্থাপন করেছেন, তা খুবই সহজবোধ্য। আর এ কথা আমার খুব ভালো লেগেছে যে, পৃথিবীতে যে বিভিন্ন যুদ্ধ হচ্ছে, তা বিভিন্ন শক্তির সাহায্যে এবং তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। বিভিন্ন সরকার যদি তাদেরকে সাহায্য করা পরিত্যাগ করে, তবে এই সব কিছুর সমাপ্তি ঘটতে পারে। এরপর আমরা সিস্কাটন গিয়েছিলাম, সেখানেও সংবাদ-সম্মেলন হয়েছে। সেখানে জামাতী-অনুষ্ঠান ছিল। যদিও অ-আহমদীদের সাথে কোন অনুষ্ঠান ছিল না, কিন্তু প্রচার-মাধ্যমের সুবাদে, রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মোটের ওপর ১.৭৮ মিলিয়ন অথবা প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষ জামাতের সংবাদ পেয়েছেন।

এরপর রিজাইনায় 'মসজিদে মাহমুদ'এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল, সেখানেও জুমুআর পর সন্ধ্যায় মসজিদের উদ্বোধনের প্রেক্ষাপটে অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। দুই শতাধিক অতিথি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিস্কাটনের প্রধান মন্ত্রী, উপ-প্রধান মন্ত্রী, রিজাইনা শহরের মেয়র, গণ নিরাপত্তা মন্ত্রী, বিরোধী-দলীয় নেতা, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শহরের বর্তমান এবং সাবেক মেয়র, সিস্কাটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম-শিক্ষা বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক, পাদ্রী, পুলিশ-প্রধান এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রিজাইনা মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা শোনার পর বিশ্বধর্ম বিষয়ের এক অধ্যাপক বলেন, খুবই তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত এবং আকর্ষণীয় বক্তৃতা ছিল, এটি সেসব বক্তৃতা থেকে স্বতন্ত্র ছিল, যা আমি ওয়ার্ল্ড রিলিজিওন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে অন্যত্র শুনেছি। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের যে কথা আমার খুবই ভালো লেগেছে, তা হলো, তাঁর এই স্পষ্ট এবং অনুসরণযোগ্য কথা যে, পৃথিবীতে সবাই শান্তি চায়, কিন্তু এটি সে-সমস্ত দরিদ্র জনসাধারণকে উপেক্ষা করে অর্জিত হতে পারে না, যারা দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত। আমার মতে, এ বাণী খুবই স্পষ্ট ছিল। পুনরায় বলেন, আমার মতে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান সম্পর্কে মানুষ যেখানে সন্দীহান এবং বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তিতে নিপতিত এমন ক্ষেত্রে খলীফার বাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি সে সকল ভুল-ভ্রান্তি দূর করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন। আর তাঁর বাণী আমাদের আন্তঃ সংস্কৃতি ও ধর্মীয়-সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য এবং শ্রদ্ধাবোধের ভিতকে দৃঢ় করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এরপর সাস্কাটনের আইন প্রণেতা পরিষদের সদস্য পল ম্যারি ম্যান বলেন, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়- অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সেখানে মানুষ কৃত্রিমভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে, আর মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার ইমামের এমন কোন উক্তি চোখে পড়েনি। আমার মনে হয়েছে, তিনি গভীর ভালোবাসার সাথে নিজের দিকে আহ্বান করছেন। সবাইকে ভালোবাসা দেয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। আমি মনে করি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এরই নাম, অর্থাৎ প্রতিবেশীদের ভালোবাসা এবং অন্যদের সাহায্য করা। প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত ইসলামী-শিক্ষা আমি তুলে ধরেছিলাম, তিনি সেদিকেই ইঙ্গিত করছেন। তিনি আরো বলেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এমন একটি জামাত মসজিদ নির্মাণ করে যারা ইসলামের প্রকৃত- শিক্ষার প্রচারক। কেননা, সিস্কাটনের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী, আর সবার পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখা উচিত এবং সহনশীলও হওয়া উচিত।

সাস্কাটনের বিরোধী দলীয়-নেতা ট্রেন্ট ওয়েদাস্পুন বলেন, আজকের এই গণজমায়েত খুবই সুন্দর এক সমাবেশ ছিল। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণী ছিল অত্যন্ত জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমাদের বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমমূল্যবোধগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, আহমদীরা মানবতাকে প্রাধান্য দেয়ার পক্ষে। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণী-'আমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করি, অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করা উচিত'- আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, এটি পারস্পরিক-সহনশীলতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার এক বাণী ছিল। তিনি সেই সব মূল্যবোধকে চিহ্নিত করেছেন, যা আমাদের সবার মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। এ মূল্যবোধ শুধু আমাদের শহর রিজাইনা বা আমাদের প্রদেশ সিস্কাটনকে শক্তিশালী করার জন্যই নয়, বরং আমাদের দেশ এবং পুরো বিশ্বকে শক্তিশালী করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রিজাইনায় অভ্যর্থনা এবং মসজিদের উদ্বোধনের পর প্রচার-মাধ্যমে যে কভারেজ হয়েছে, সেক্ষেত্রে টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে সাংবাদিক-সম্মেলনও হয়েছে, আর বিভিন্ন ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারও হয়েছে। টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকার প্রায় ছয়-সাতটি প্রচার-মাধ্যমের প্রতিনিধিরা ছিল। রেজাইনা মসজিদের উদ্বোধন এবং সংবাদ-সম্মেলনের কল্যাণে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার মাধ্যমে ১.৯৭ মিলিয়ন বা ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। লয়েড মিনিস্টারে 'বায়তুল আমান' মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। রেজাইনার পর ছোট্ট একটি জায়গা এটি, আর বেশির ভাগ তেল-ব্যবসায়ীরা সেখানেই গিয়ে থাকে। ৪৯ জন অ-আহমদী অতিথি সেই অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানে যোগ দেন, যাদের মাঝে সিস্কাটন লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলির সদস্যরা, সাবেক সাংসদ, নব নির্বাচিত মেয়র, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার মেয়র, ডিপুটি মেয়র, কাউন্সিলর, অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সাবেক প্রতিরক্ষা এবং অভিবাসন মন্ত্রী জেসন ক্যানি সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যার সাথে আমাদের জামাতের বেশ পুরোনো সম্পর্ক, আর আমার সাথেও তার ব্যক্তিগত-ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়া একটি ছোট জামাত, কিন্তু উৎসাহ ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করার মাধ্যমে তারা ইসলামের উজ্জ্বল-অবয়ব বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছে। বর্তমানে পৃথিবীতে যে অবস্থা বিরাজমান, আর উগ্রবাদ সম্পর্কে যে সকল ভ্রান্ত- ধারণা রয়েছে, অর্থাৎ বলা হয় যে, ইসলাম উগ্রবাদের প্রবক্তা, এমন পরিস্থিতিতে জামাতে আহমদীয়া একটি মহৌষধ। এটি সেই জামাত, যা কানাডার সভ্যতার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে এবং নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধন এবং জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সফর পুরো এলাকার জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হবে, আর মানুষের সামনে ইসলামের সুন্দর-চেহারা তুলে ধরবে। তিনি আরো বলেন, আজকের বক্তৃতায় জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সেই সমস্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর খন্ডন করেছেন, যা মানুষের হৃদয়ে ইসলাম ও মসজিদ সম্পর্কে দানা বাঁধতে পরে। মসজিদের উদ্বোধন খুবই ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ এবং আমাদের ধর্মীয়-স্বাধীনতা সংক্রান্ত মূল্যবোধের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ। আমি পূর্বেও বলেছি, জামাতের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। লাহোরে দারুয যিক্‌র ও মডেল টাউনে শাহাদাতের যে ঘটনা ঘটেছিল, তখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন। সর্ব প্রথম তার পক্ষ থেকেই আমার কাছে সমবেদনামূলক ফোন আসে। এরপর তিনি এটিও ওয়াদা করেন যে, শহীদদের পরিবারকে কানাডায় পুনর্বাসনের চেষ্টা করব। আর এ দিক থেকে তিনি তার কথা রেখেছেন। আল্লাহ্‌র ফযলে সব শহীদদের পরিবার এখন সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে যোগদানকারী একজন অতিথি হলেন জন গোরমিলে সাহেব। তিনি রেডিও-তে একটি অনুষ্ঠানের সঞ্চালকও বটে। তিনি বলেন, মসজিদের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে খলীফা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, মসজিদ শুধু ইবাদতের জন্যই নয়, বরং বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির সমবেত হওয়ার স্থান এটি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতে আহমদীয়া অনেক কাজ করছে। যখন কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে, তখন জামাতে আহমদীয়াই সর্বপ্রথম পারস্পরিক-সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং বিভিন্ন ধর্মকে একই প্লাটফর্মে সমবেত করার চেষ্টা করে। তিনি বলেন, খলীফা আমাদেরকে এই বাণীও দিয়েছেন যে, স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ এবং এটি ইসলামী-শিক্ষা। জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা সমাজের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করে। যেখানেই তারা বসবাস করে, সেখানে সমাজের মূলধারার সাথে মিলেমিশে থাকে এবং বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টা করে।

এরপর ক্যালগেরী গিয়েছিলাম। সেখানে বড় জামাত রয়েছে, শহরও বড় আর আমাদের মসজিদও অনেক বড় এবং সুন্দর। ১১ই নভেম্বর জুমুআর পর সেখানে শান্তি-সম্মেলন ছিল, যাতে প্রায় ৬৪৪ জন অতিথি যোগদান করেন। এসব অতিথির মাঝে কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, যিনি মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন,

এখন ক্ষমতা নতুন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সেইসাথে আলবার্টার মানবসেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত মন্ত্রী, ক্যালগেরীর সাবেক এবং বর্তমান মেয়র, সাবেকমন্ত্রী জেসন কেনী, যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে, ক্যালগেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এবং ভাইস চ্যান্সেলর, পাশ্ববর্তী কিছু এলাকার মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র, রেডডিয়ার কলেজের প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। প্রায় ছয় শতাধিক মানুষের উপস্থিতি ছিল। শিক্ষিত লোকদের সমন্বয়ে ভাল এক জমায়েত এবং সমাবেশ ছিল এটি। কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার সাহেবও এখানে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আমি জামাতে আহমদীয়ার ইমামকে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করতে শুনেছি। তিনি সব সময় ইসলামের শান্তিপূর্ণ-বাণী পৃথিবীতে প্রচার করে আসছেন। আমার বক্তৃতার পর তিনি তার মন্তব্যে আরো বলেন, আজ সন্ধ্যায়ও তিনি তাই করেছেন। এটি এক মহান বাণী ছিল, আর এটি তাঁর জামাতের প্রতিটি সদস্যের অবস্থার প্রতিচ্ছবিও বটে। আমার মতে, জামাতে আহমদীয়ার মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সবার তা শোনার প্রয়োজন রয়েছে। আজকের যুগে উগ্রপন্থী শ্রেণী ইসলামকে দুর্নাম করার জন্য উঠেপড়ে লেগে আছে, আর সাধারণ মানুষ মনে করে যে, এটিই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইসলামের অর্থই হলো শান্তি, ইসলামের অর্থ হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসা। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম প্রায় সকল সমস্যা এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্যা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। এটি খুবই কঠিন একটি বিষয় ছিল, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমি সবাইকে এই পরামর্শই দিব যে, যদি তারা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা না শুনে থাকে, তাহলে অবিলম্বে তাদের অবশ্যই তা শোনা উচিত।

অনুরূপভাবে, ক্যালগেরীর মেয়র নাহিদ নেনশি বলেন, খুবই উন্নত এক বক্তৃতা ছিল এটি, যাতে খলীফা বড় বীরত্বের সাথে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন যে, ইসলামে কোন প্রকার ধর্মীয় উগ্রতার স্থান নেই। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বে এমন কথা শুনতে পারা সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি অর্থাৎ সেখানকার মেয়র একজন আগাখানী শিয়া।

ক্যালগেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর তার স্ত্রীর সাথে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এই বাণী ছিল শান্তির-বাণী, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মূলত: ডাচ, আর আমাদের এখানে প্রবাদ রয়েছে যে, unknown is unloved অর্থাৎ অজ্ঞাত অচেনা এক মানুষের সাথে ভালোবাসা কীভাবে হতে পারে? একই অবস্থা ইসলামেরও। ইসলামের প্রকৃত-চিত্র যখন স্পষ্ট হয়, ইসলাম তখন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আজকে আমরা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের কথা শোনার সুযোগ পেয়েছি। আজ থেকে ইসলামকে আমরা সুদৃষ্টিতে দেখব এবং ইসলামকে পূর্বের চেয়ে বেশি ভালোবাসব।

এরপর আলবার্টা পার্টির নেতা, ক্যালগেরী লেজিস্লেটিভ এসেম্বেলির সদস্য গ্রীণ ক্লার্ক বলেন, এটি হৃদয়ে দাগ কাটার মত এক বাণী, যা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাসম্মত এবং যুগের চাহিদানুযায়ী ছিল। এর মাধ্যমে ক্যালগেরী এবং কানাডার মানুষ জানতে পেরেছে যে, ইসলাম এক শান্তিপ্রিয় ধর্ম। এই কথা অন্যদের কাছেও আমাদের পৌঁছানো উচিত যে, ইসলাম শান্তিপূর্ণ এক ধর্ম, আর এটিই সত্য।

এরপর ব্রায়ান লেটাল শেফ তার অভিব্যাক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম শান্তি স্থাপনের বিষয়বস্তুর মাঝেই বক্তৃতা সীমাবদ্ধ রেখেছেন, এটি খুবই সুন্দর একটি রীতি। ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই কম ছিল। আমার আশঙ্কাও ছিল, আর প্রচারের কারণে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দও ছিল। আমি ভাবতাম যে, কুরআন কী সত্যিই নৈরাজ্যের শিক্ষা দেয়? আজ অবশেষে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম কুরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম শান্তিপূর্ণ ও শান্তিপ্রিয় ধর্ম। পূর্বে আমি সফরকালে যখনই মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতাম, তখন আমার এই আশঙ্কা হতো যে, কোথাও আবার সে সন্ত্রাসী হামলা না করে বসে। কিন্তু আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলামী-শিক্ষাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যেই পয়গাম বা বাণী দিয়েছেন, এর আমাদের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, পৃথিবীতে অনেক অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সবাইকে অবহিত করেছেন যে, সহানুভূতি এবং ভালোবাসার মাধ্যমে আমাদেরকে ঘৃণার মোকাবেলা করতে হবে।

এক ভদ্র-মহিলা ক্যালী সাহেবা বলেন, আমার ধারণাও ছিল না যে, এত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য যাচ্ছি। আমি আমার এক বান্ধবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এসেছি, যিনি আমাকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি একজন উচ্চ-শিক্ষিত মহিলা। তিনি বলেন, আমি আনন্দিত যে, আমি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি। সর্বত্র ইতিবাচক ধ্যান-ধারণা বিরাজ করে এমন কোন অনুষ্ঠান আমি দেখি নি, আর জামাতের ইমামের বাণী খুবই উন্নত ছিল। আমার মত স্বল্পজ্ঞানী মানুষ এটি বুঝতে পেরেছে যে, ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে স্বাগত জানায়। তাই, আমাদের ইসলামকে ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই। যে কথার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে, তা হলো, মুসলমানদেরকে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করা উচিত। তিনি আরো বলেন, অ-মুসলিম আলেমদের যে সমস্ত রেফারেন্স এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে আমি পাশ্চাত্যের কতিপয় ধর্ম-যাজকদের, যেমন- স্ট্যানলিপুল এবং আরো অনেকের রসূলুল্লাহ্ (সা.) সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি, যারা লিখেছেন যে তিনি (সা.) কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর সহনশীলতা কিরূপ ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন অমুসলিমদের যে সমস্ত কোটেশন বা উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে, তা আমার খুব ভাল লেগেছে, তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে গিয়ে ইসলামের রসূলকে শান্তিপ্রিয়-রসূল হিসেবে উপস্থাপন করেছে। আহমদীদেরও উচিত, কেবল পরিচিতির কারণে এক ব্যক্তিকে তো এক আহমদী অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছে, কিন্তু যার সাথে পরিচিত হয়, তাকে ইসলামের সুন্দর-শিক্ষা সম্পর্কে জানানো উচিত, আর এভাবে কথা বললেই তবলীগের পথ সুগম হয়। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, শুধু জাগতিক-

কথাবার্তা বলবে, আর ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানা থাকবে না। ইনি এক আহমদীর পুরোনো বান্ধবী। তার এই বোধোদয় হয়েছে যে, এক বান্ধবীর খাতিরে এই অনুষ্ঠানে আমি যোগদান করেছি, কিন্তু সেই আহমদী-বান্ধবী তাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই বলেনি। আমাদের যুবক-যুবতীদের এদিকেও মনোযোগ দিতে হবে।

ক্যালগরী পুলিশের এক কর্মকর্তা বব রিচার্ড বলেন, খুবই আকর্ষণীয় বক্তৃতা ছিল। ইসলাম কীভাবে মাল্টিকালচারিযমকে উৎসাহিত করে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তাই তুলে ধরেছেন। আমাদের সমাজে এর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সবাইকে এক স্থানে সমবেত করছেন আর আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে তিনি উৎসাহিত করছেন। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের কথা আমার হৃদয়ে ঘর করেছে। বিশেষ করে, তিনি বিশ্বে বিরাজমান সমস্যার যে সমাধান তুলে ধরেছেন, তা আমার খুব ভালো লেগেছে। তিনি কুরআনের উদ্ধৃতিমূলে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিপূর্ণ ধর্ম। দ্বিতীয় পক্ষের নিয়্যত বা উদ্দেশ্য খারাপ থাকলেও মুসলমানদের সর্বাবস্থায় শান্তি বা মিমাংসার জন্য হাত প্রসারিত করা উচিত।

আরেকজন অতিথি আনিলালি ওয়ান সাহেবা বলেন, এটি আমার খুব ভাল লেগেছে যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সামনে পাশ্চাত্যকে বলেছেন যে, তাদের ন্যায়বিচার করা উচিত, আর পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যার ক্ষেত্রে নিজেদের আচরণ এবং ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করা উচিত। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সত্য বলেছেন যে, পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যার জন্য কোন এক পক্ষকে দায়ী করা যাবে না। কানাডার ইন্ডিজেনাস কমিউনিটি যারা রয়েছে, তারা সেখানকার স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠি, তারা নিজেদের স্ব-স্ব গোত্রের মাঝেই জীবন যাপন করে আর শহরেও আসে, এরা সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী, তাদের একজন লিপু শিল্ড বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যে সততা এবং বীরত্বের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে কৃত আপত্তি অর্থাৎ ইসলাম সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেয়, এর মোকাবেলা করেছেন, এটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আর এটিও ভালো লেগেছে যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম ইসলামী ধর্মীয়-শাস্ত্র অর্থাৎ কুরআন থেকে প্রমাণ করেছেন যে, এই সব অপবাদ ভ্রান্ত। তিনি আরো বলেন, জামাতের ইমাম পাশ্চাত্যকে যেভাবে বলেছেন যে, তারা মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র সরবরাহ করছে, এটিও সত্য ও সঠিক কথা। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম ইসলামী-যুদ্ধের পিছনে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে একটা বাক্য ব্যবহার করেছেন, আর তা হলো (to stop hand of apparition) এই বাক্য আমার খুবই ভাল লেগেছে। আমি সব সময় এটি স্মরণ রাখব যে, ইসলামে যুদ্ধ করা হয়েছে অত্যাচারের হাত বা অত্যাচারীর হাতকে বাঁধা দেয়ার জন্য।

মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, আপনাদের খলীফা যুলুম এবং নিষ্পেষনের অর্থ খুব ভালো বুঝেন, তাই আমার মনে হয়েছে যে, খলীফা আমাদের কষ্ট খুব ভালোভাবে বুঝবেন। এদের বিভিন্ন গোত্র রয়েছে, তাদের দশজন নেত্রীবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, সেখানেও ইনশাআল্লাহ্ তবলীগের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হবে। ক্যালগেরীতে বিভিন্ন নিউজ-চ্যানেল, টেলিভিশন এবং প্রচার মাধ্যমের সুবাদে যেই কভারেজ হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আট-দশটি টিভি চ্যানেল এবং পত্র-পত্রিকা এই সংবাদ প্রচার করেছে। বড় বড় পত্রিকা এবং জাতীয়-পত্রিকাও এর অন্তর্ভুক্ত। মোটের ওপর, ক্যালগরীতে যেসব ইন্টারভিউ এবং সংবাদ-সম্মেলন হয়েছে, তার কল্যাণে ৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫০ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। কানাডা সফরকালে মিডিয়া এবং প্রচার-মাধ্যমে ইসলাম এবং জামাত সম্পর্কে মোটের ওপর যেই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে ৩২টি টেলিভিশন চ্যানেল ৫টি ভাষায় সংবাদ প্রচার করেছে।

আর এর মাধ্যমে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। রেডিওতে মোটের ওপর ৬টি ভাষায় ৩০বার সংবাদ প্রচার হয়েছে, আর এর মাধ্যমে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে মোট ২২৭টি পত্রিকায় ১২টি ভাষায় সংবাদ এবং সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে এবং প্রায় ৪.৮মিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। সোশাল-মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক-মিডিয়া, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রায় ১৪.৬ মিলিয়ন মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। এভাবে মোটের ওপর, ধারণা অনুসারে সব মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে প্রায় ৬০ মিলিয়ন বা ৬ কোটির অধিক মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

অতএব, এটি খোদার কৃপা আর খোদার এই কৃপাকে আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত এবং এই ফসলকে ঘরে উঠানো উচিত। আর কানাডা জামাতের এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত যেন খোদার কৃপা বর্ষণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রতিটি কাজে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত-ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্য অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।পৃথিবীতে তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে পৃথিবীতে উড্ডীন রাখা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

যদি এটি হয়, তাহলেই খোদা আমাদের প্রচেষ্টাকে কৃপাধন্য করবেন এবং কাজে বরকত দিবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন। এখন আমি পীসভিলেজ এবং এবোর্ড অব পিসে বসবাসকারী আহমদী, সেখানে বসবাসকারীদের অধিকাংশ আহমদী প্রায় শতকরা ৯৯ বা এরও বেশি জনবসতী হবে, যারা আহমদী, তাদেরকে বলব যে, নিজেদের আহমদী-পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি করুন এবং সেটিকে স্থায়ী-রূপ দিন। চেষ্টা করুন, যেন সঠিক ইসলামী-আদর্শ আপনাদের মাধ্যমে ফুটে ওঠে বা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে আমার উপস্থিতিতে খিলাফতের প্রতি যে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা আপনারা প্রকাশ করেছেন, পরবর্তীতেও সেটি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি অব্যাহত থাকে। নিজেদের মূল-উদ্দেশ্যকে ভুলে যাবেন না যে, খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, আর তাঁর ইবাদতে আমাদের কখনো অলস হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে, আপনাদেরকে এবং আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

জুমুআর খুতবা

জামা'তের কর্মকর্তা এবং সাধারণ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ইং-এর (২৫ নবুয়্যত, ১৩৯৫ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝١٣٦

এ আয়াতের অনুবাদ হল, হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, আল্লাহ্‌ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব, তোমরা ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হও, (সে জন্য) তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা সত্যকে এড়িয়ে যাও, তবে মনে রেখো তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আন্-নিসা ১৩৬)

জগদ্বাসীকে আমরা বলে থাকি যে, পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান রয়েছে ইসলামের শিক্ষামালায়, আর এর প্রমাণস্বরূপ আমরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাসমূহ তুলে ধরি। আমার কানাডা সফরকালে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছে যে, বর্তমান যুগের সমস্যাদির তোমরা কী সমাধান উপস্থাপন কর?

আমি তাকে বলেছি, তোমরা বস্তুবাদী-মানুষ আর পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো নিজেদের ধারণা অনুসারে পৃথিবীর সমস্যার সমাধান, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং

ধর্মীয় উগ্রতাকে প্রতিহত করার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করেছ, কিন্তু সমস্যা তো একইভাবে বিরাজমান রয়েছে। একস্থানের সমস্যা কিছুটা হ্রাস পেলেও অন্যত্র সমস্যার আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে, সেখানে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হলে পূর্বের স্থানে নৈরাজ্য আবারও মাথাচাড়া দেয়। জাগতিক সকল ব্যবস্থাই এসব নৈরাজ্য অবসানের জন্য অবলম্বন করা হয়েছে, এখনো বাকি রয়েছে শুধু একটি চেষ্টাই, আর তা, হল ইসলামী-শিক্ষার আলোকে এর সমাধান করা।

এ কথা শুনে তারা নির্বাক তো হয়ে যায়, কিন্তু একই সাথে আমাদের দেখতে হবে, মুসলমান-দেশগুলো ইসলামের বুলি আওড়ালেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা আল্লাহ্ তা'লা যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলাম যা চায়, আর মহানবী (সা.) যে উত্তম ব্যবহারিক-দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, তা অনুসরণ করে নি, আর অনুসরণের চেষ্টাও করে না। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্যের থাবাতলে রয়েছে মুসলমান- দেশগুলোই। এর চেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয় আর কী হতে পারে! এখনও পর্যন্ত কোন সাংবাদিক এ কথা আমাকে সরাসরি বলে নি যে, এ সব বিধি-নিষেধে কার্যত: যদি কোন বাস্তবতা থেকে থাকে, তবে তো সর্বপ্রথম মুসলমান দেশগুলোর আত্মসংশোধন করা উচিত। তবে এ ধরণের প্রশ্ন তাদের মাথায় আসতেই পারে, আর অবশ্য এসেও থাকবে।

তাই সচরাচর আমি অমুসলিমদের সামনে যখনই বক্তৃতা করি, তখন সর্বপ্রথম মুসলমানদের অবস্থার কথা আমি উল্লেখ করি, এরপর এ সব পরাশক্তির সামনে তাদের নিজেদের চেহারা ও স্বরূপ তুলে ধরি, আর সাংবাদিকের সাথে বিভিন্ন সাক্ষাতকারে আমি বলে থাকি যে, মুসলমানদের এ শিক্ষা অনুসরণ না করাও ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। কেননা, তিনি (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, মুসলমানদের অবস্থা এক সময় এমন হয়ে যাবে অর্থাৎ-তারা ইসলামী-শিক্ষার প্রকৃত মর্মার্থকে অবজ্ঞা করবে, রিপুর কামনা-বাসনা এবং স্বর্থপরতা তাদের কাছে অধিক গুরুত্ব পাবে। যখন এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তখন তাঁর (সা.) প্রতি নিবেদিত-প্রাণ এক দাসের আবির্ভাব ঘটবে। এর উল্লেখ কুরআন শরীফেও রয়েছে এবং তাঁর আবির্ভাব-কালীন যুগের লক্ষণাবলীও কুরআন শরীফ বর্ণনা করেছে, আর মহানবী (সা.)ও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা তুলে ধরেছেন। তাই, একজন আহমদী মুসলমানের জন্য এরূপ পরিস্থিতি হীনবল হওয়ার পরিবর্তে এক অর্থে আনন্দ ও স্বস্তির কারণ হয়।

কেননা, রসূল করীম (সা.) মুসলমানদের যে শোচনীয়-অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে আলেম-সমাজের দুঃখজনক অবস্থা সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা পূর্ণতা লাভ করেছে, আর আমরা এর প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী হয়ে গিয়েছি। এ কথা এখন অ-আহমদী মুসলমানরাও স্বীকার করছেন, বিশেষ করে তারা তাদের আলেম-সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে ধ্বনি তুলতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও চাপাস্বরে তারা এমনটি করছে, কিন্তু আমরা আহমদীরা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সৌভাগ্যবান। কেননা, আমরা মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয়াংশের পূর্ণকারীদের অন্তর্ভূক্ত, আর আমরাই খোদার প্রেরিত মহাপুরুষ এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত-প্রাণ দাস, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর মন্যকারীদেরও অন্তর্ভূক্ত, যার হাতে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের সূচনা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু এতটা করলেই কি আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে? এটি এমন একটি প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজতে আমাদের প্রত্যেকেরই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি, তা আমি আমার অনেক বক্তৃতায় উপস্থাপন করি, আবার অমুসলিমদের সামনেও উল্লেখ করে থাকি। আমি তাদেরকে বলি, ইসলাম যেখানে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়, আর এ উদ্দেশ্যে যে মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করে, তা এ আয়াতে উল্লেখ আছে। আর অধিকাংশ-মানুষ এর ফলে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। নিজেদের মন্তব্যে তারা তা উল্লেখও করে। কিন্তু আমাদের কাজ জ্ঞানগত ভাবে অন্যদেরকে শুধু প্রভাবিত করা নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কুরআনের শিক্ষার ব্যবহারিক-প্রয়োগ ও প্রতিফলন নিজেদের কর্মে ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের কাছে কোন রাষ্ট্রক্ষমতা নেই, যেখানে রাষ্ট্রীয়-পর্যায়ে এ সমস্ত শিক্ষার ব্যবহারিক-প্রতিফলন ঘটিয়ে আমাদের পক্ষে দেখানো সম্ভব। তবে ইনশাআল্লাহ্, সেই সময় যখন আসবে, তখন উচ্চ-পর্যায়েও আমাদেরকে এ সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, কিন্তু এখন জামাতি এবং সামাজিক পর্যায়ে আমাদের এ সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আমাদের কাজ জ্ঞানগত ভাবে অন্যদেরকে শুধু প্রভাবিত করা নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কুরআনের শিক্ষার ব্যবহারিক-প্রয়োগ ও প্রতিফলন নিজেদের

কর্মে ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের কাছে কোন রাষ্ট্রক্ষমতা নেই, যেখানে রাষ্ট্রীয়-পর্যায়ে এ সমস্ত শিক্ষার ব্যবহারিক-প্রতিফলন ঘটিয়ে আমাদের পক্ষে দেখানো সম্ভব। তবে ইনশাআল্লাহ্, সেই সময় যখন আসবে, তখন উচ্চ-পর্যায়েও আমাদেরকে এ সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, কিন্তু এখন জামাতি এবং সামাজিক পর্যায়ে আমাদের এ সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। জগদ্বাসী আমাদের প্রশ্ন করতে পারে এবং এটি সত্য যে, রাষ্ট্রীয়-কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ তোমাদের হাতে নেই, কিন্তু একটি জামাতি ব্যবস্থাপনা তোমাদের রয়েছে। তোমরা একটি সংগঠন বা জামাত, এক হাতের ইশারায় ওঠা-বসার দাবি তোমরা করে থাক। তোমাদেরকে পারস্পারিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়েও বিনিময় করতে হয়। এখন প্রশ্ন হল, ইনসাফ এবং সততার নির্ধারিত মানদণ্ডে তোমরা কি তোমাদের বিষয়াদি নিষ্পত্তি কর? উল্লেখিত এ আয়াতের প্রথম দিকে আল্লাহ্ তা'লা এক স্থানে 'কিস্ত' শব্দ ব্যবহার করেছেন, অন্যত্র ব্যবহার করেছেন 'আদল' শব্দ, এর অর্থ হল- সমতাপূর্ণ ন্যায়-বিচার এবং উন্নত নৈতিক-মানদণ্ড, পক্ষপাত-দুষ্ট হওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা, কারো প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে প্রভাব মুক্ত থেকে কাজ করা।

এখন আমাদের প্রত্যেককে আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে, এ সব কথার নিরিখে আমরা কি নিজেদের বিষয়াদি নিস্পত্তি করে থাকি? এই মানে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত রয়েছি? এ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কি নিজেদের পিতামাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি? এই মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিকট-আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে আমরা প্রস্তুত কি-না? নিকটাত্মীয় বলতে সর্ব প্রথম সন্তান-সন্ততিকে বুঝায়। আর আমরা এই মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের কামনা-বাসনার অবজ্ঞা করতে প্রস্তুত আছি কি-না, আর কার্যত তা প্রমাণ করে দেখাতে পারি কি-না? এগুলো এমন কথা, যা তুচ্ছ কোন বিষয় নয়। এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত-প্রাণ দাস এ সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছেন। একটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা কাদিয়ানের অত্র অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। সেখানে কৃষকদের সাথে তারা একটি পারিবারিক-মামলায় জড়িয়ে যান, আর তিনি (আ.) কৃষকদের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নিজের পরিবারের আর্থিক-ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। বরং সেই দরিদ্র চাষিরা এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, তিনি অন্যতম মালিক, এতে তারও অংশ রয়েছে, আর মোকদ্দমার প্রতিপক্ষও, অথচ আদালতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ জানায়। কেননা, তারা জানত, তিনি সব সময় সত্য এবং সততার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিবেন। তিনি (আ.) তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের মাঝেও এই মানই প্রতিষ্ঠা করতে চান। কেননা, তিনি সেই জামাত গড়ে তুলতে চান, যারা কুরআনের শিক্ষামালাকে শিরোধার্য করবে এবং যাদের পুণ্যের-মান হবে উন্নত-পর্যায়ের। তাই, কুরআনী অনুশাসনকে শিরোধার্য করার অঙ্গিকার তিনি বয়আতের অঙ্গিকারে আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

(সূরা আল্ মায়েদা, ৯)। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জাতিগত-শত্রুতাও যেন তোমাদের ন্যায়ের পথে বাধ না সাধে। ন্যায়-নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। তাক্ওয়া বা প্রকৃত খোদাভীতি এতেই নিহিত। তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্যি সত্যি বলছি, শত্রুর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা সহজ, কিন্তু শত্রুকে অধিকার প্রদান করা এবং মামলা-মোকদ্দমায় ন্যায় বিচার এবং ইনসাফকে জলাঞ্জলী না দেয়া এটি অনেক কঠিন কাজ, আর এটি কেবল সৎ-সাহসী মানুষেরই বৈশিষ্ট। তিনি বলেন, অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রতি শত্রুতা-পোষণকারী সম্পদের ভাগী-শরীকদের সাথে প্রীতভাব দেখায় আর সুমিষ্ট ভাষায় কথাও বলে, কিন্তু তাদের অধিকার কুক্ষিগত করে রাখে। এক ভাই অন্য ভাইকে ভালোবাসে আর ভালোবাসার আবরণে প্রতারিত করে তার অধিকার খর্ব করে।

হুযূর (আ.) তাঁর জামাতের সদস্যদের প্রতি প্রত্যাশা রাখেন, তাদের চরিত্রিক-মান যেন অনেক উন্নত এবং কর্ম যেন কুরআনী শিক্ষা-সম্মত হয়। তারা যেন অধিকার হরণকারী এবং অন্যায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত না হয়। সিদ্ধান্ত দেয়ার কর্তৃত্ব পেলে সকল প্রকার স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদানের ফলে যদি নিজের ক্ষতি হয় বা পিতামাতার ক্ষতি সাধিত হয় অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততির ক্ষতিও হয়, তবু ন্যায়বিচারের উন্নত-মান সর্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অতএব, এ সব ক্ষেত্রে আমরা যদি নিজেদের মাঝে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি, তবে জগদ্বাসীকেও আমরা বলতে পারব, আমরাই আজ এমন এক জনগোষ্ঠি, যারা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন এনে এবং ইসলামী-শিক্ষা অনুসরণ করে শত্রুর সাথেও ইনসাফ করার মত মনোবল রাখি, আর করেও থাকি। আমরা সত্য-সাক্ষ্য দিয়ে থাকি, তা নিজের বিরুদ্ধে, স্বীয় পিতামাতার বিরুদ্ধে গেলেও অথবা স্বীয় সন্তান-সন্ততি বা অন্য নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে গেলেও। ভবিষ্যতে পৃথিবীর নেতৃত্ব আমাদেরই, তাই এসব দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করছি, এসব দৃষ্টান্ত না থাকলে খোদার নির্দেশকে লঙ্ঘন করে আমরা অঙ্গীকার-ভঙ্গকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

অতএব, সকল আহমদীর, বিশেষ করে আমি বলব, ওহ্দাদার বা পদাধিকার প্রাপ্তদের লক্ষ্য রাখতে হবে, দায়বদ্ধতার প্রতি তারা কতটা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সেই মানে উপনীত, যাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ইনসাফ এবং ন্যায় পরায়ণতার উন্নত-মানে অধিষ্ঠিত। আমি কানাডা গিয়েছি, সেখানেও পদধারী এমন কতক ব্যক্তি রয়েছে, যাদের কাছে বিধিবদ্ধ ভাবে কোন পদ তো নেই, তবে তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে

সকল আহমদীর, বিশেষ করে আমি বলব, ওহ্‌দাদার বা পদাধিকার প্রাপ্তদের লক্ষ্য রাখতে হবে, দায়বদ্ধতার প্রতি তারা কতটা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সেই মানে উপনীত, যাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ইনসাফ এবং ন্যায় পরায়ণতার উন্নত-মানে অধিষ্ঠিত। আমি কানাডা গিয়েছি, সেখানেও পদধারী এমন কতক ব্যক্তি রয়েছে, যাদের কাছে বিধিবদ্ধ ভাবে কোন পদ তো নেই, তবে তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে মানুষের অভিযোগ হল, এরা ন্যায় বিচার করে না।

মানুষের অভিযোগ হল, এরা ন্যায় বিচার করে না। কতক আত্মীয় স্বজনের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়ার মানসিকতা রাখে বা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। এটি সত্য কথা যে, সিদ্ধান্ত তো কারো পক্ষে যাবেই, আর কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত হবে।

কিন্তু উভয় পক্ষের এই দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে যে, আমাদের কথা শোনা হয়েছে আর শোনানীর পর সিদ্ধান্তদাতা নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধান্ত করেছেন। যেসব বিভাগের ওপর পাবলিক ডিলিংয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, সেগুলোর একটি হল, কাযা বা বিচার বিভাগ। মানুষের পারস্পরিক যে মতভেদ, এর সাথে কাযা বিভাগের সম্পর্ক, যার সিদ্ধান্ত তারা দিয়ে থাকে। উমুরে আমা বিভাগেরও এর সাথে কিছুটা সম্পর্ক আছে। তরবিয়ত বিভাগ এবং ইসলাহী কমিটিরও কিছু দায়-দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে আছে। কোন কোন বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়, তাদের ওপরও এমন দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। কমিশন উভয় পক্ষের কথা শুনে থাকে। অতএব, সব বিভাগের দায়িত্ব হল, সিদ্ধান্ত দেয়ার সময় নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে গভীর চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে সবকিছুর সূক্ষ্ম দিকগুলো দৃষ্টিতে রেখে সিদ্ধান্ত দেয়া। দোয়া করুন, খোদার কাছে সাহায্য চান, যেন আল্লাহ্ তা'লা সঠিক-সিদ্ধান্তের তৌফিক দেন। যে-কোন সিদ্ধান্তের পূর্বে অবশ্যই দোয়া করা উচিত। কতক এমনও আছে, যারা বলে, আমরা রায় প্রদানের পূর্বে নফল নামায না পড়া পর্যন্ত রায় প্রদান করি না। কিন্তু এমনও আছে, যারা অনেক সময় ঔদাসীন্যের ঘোরে রায় প্রদান করে বা ব্যক্তিগত কোন আকর্ষণের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, সাধারণ জন-মানুষের সাথে ডিলিংয়ের কাজ করে থাকে জেনারেল সেক্রেটারীর-বিভাগ।

জেনারেল সেক্রেটারী এবং তার দপ্তরে যারা কাজ করে, এমন প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব হল, আগত প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সশ্রদ্ধ ব্যবহার করা। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, যারা পছন্দের মানুষ বা যারা বন্ধু-বিশেষ, তাদের সাথে ভিন্ন আচরণ এবং অপরিচিত যারা বা যাদের সাথে সম্পর্ক ভালো নয় তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে। অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদেরও এ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, যাদের পাবলিক ডিলিং করতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে, তাদের সাথে কাজ করে এমন প্রতিটি কর্মী এবং সাহায্যকারী, তারা ইনসাফের দায়ভার বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করছে কি-না। এগুলো হল আমানত, যা কর্মীদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। কারো প্রতি কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করার সময় তার কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হোক বা না হোক যে, আমি আমার কাজ সমস্ত যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্যকে নিয়োজিত করে ইনসাফের সাথে, বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করব। কোন ব্যক্তির কোন দায়িত্ব গ্রহণই অঙ্গীকার বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ, আমি ইনসাফের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করব। আর এটি এমন একটি আমানত, যার দায়িত্ব গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। এমনিতে প্রত্যেক মু'মিনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, সে নিজের আমানত এবং অঙ্গীকারের প্রতি গভীর ভাবে শ্রদ্ধাশীল হবে। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে স্বয়ং কুরআন শরীফে বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

অর্থাৎ মু'মিন তারা, যারা নিজেদের আমানত এবং অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে পরম যত্নবান (সূরা আল্ মু'মিনুন ৯)। কিন্তু যারা সম্পূর্ণরূপে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে বা করে থাকে, অথবা যারা বলে, আমরা খোদার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করছি, একজন সাধারণ-মু'মিনের তুলনায় তাদের কতটা বেশী সাবধান হওয়া উচিত, বিশেষ করে যাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে? এখানে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই, কেবল এ কথা ভাবলে চলবে না যে, শুধু কেন্দ্রীয় পদধারীদেরই সম্বোধন করা হচ্ছে, বরং সকল প্রেসিডেন্ট এবং তাদের আমেলার সদস্যরাও এত সম্বোধিত। তাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, ইনসাফের সকল দাবি তারা পূরণ করছে কি-না? এটি শুধু কানাডার কথাই নয়, জার্মানী থেকেও এমন অভিযোগ আসে আর এখানেও অর্থাৎ ইংল্যান্ডেও এবং পৃথিবীর অন্য কিছু দেশেও একই অবস্থা বিরাজমান।

তাই, সর্বত্র নিজেদের আচরণের সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে অন্যথায় ইনসাফের দাবি পূরণ না করে শুধু আমানত ও অঙ্গীকারকেই অবজ্ঞা করা হচ্ছে না বরং

জেনারেল সেক্রেটারী এবং তার দপ্তরে যারা কাজ করে, এমন প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব হল, আগত প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সশ্রদ্ধ ব্যবহার করা। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, যারা পছন্দের মানুষ বা যারা বন্ধু-বিশেষ, তাদের সাথে ভিন্ন আচরণ এবং অপরিচিত যারা বা যাদের সাথে সম্পর্ক ভালো নয় তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে।

বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। আর যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন না। জামাতী কাজ করে পুণ্যের ভাগীদার হওয়ার পরিবর্তে অন্যায় করে বা অহঙ্কারী আচরণ করায় মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধভাজন হয়ে যায়। অতএব, যেখানে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে সেখানে ভুল-ভ্রান্তি গোপন করার মানসে খোঁড়াযুক্তি খোঁজার পরিবর্তে ইস্তেগফারের ভিত্তিতে নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। অতএব, আমাদের পদধারীদেরকে আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত নীতি অনুসারে ন্যায়বিচারের সকল দাবি পূরণ করছে কি-না, নিজেদের কাজের প্রতি সুবিচার করছে কি-না, যাদের সাথে বোঝাপড়া হচ্ছে তাদের প্রতি ইনসাফ করছে কি-না? শুধু প্রেসিডেন্ট হওয়া অথবা সেক্রেটারী বা আমীর হওয়ার কোন অর্থ নেই। আর এগুলো কোনভাবেই মানুষের মুক্তির কারণ হতে পারে না। এটি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর জামাতের প্রতি কোন অনুগ্রহ নয়। আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি মানুষ যদি সেভাবে শ্রদ্ধাশীল না হয়, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা চান, অথবা বিশুদ্ধচিত্তে দায়িত্ব পালন না করে, তবে সবই অর্থহীন। তাই বিশুদ্ধচিত্তে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য সকল পদধারীর দায়িত্ব পালন করা উচিত। প্রতিটি সিদ্ধান্তের সময় ন্যায়বিচারের সকল দাবি সামনে রেখে সিদ্ধান্ত করা উচিত। এমন কোন বিষয় যদি সামনে আসে, যে সম্পর্কে পূর্বে ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তবে যেভাবে আমি বলেছি, ভুল স্বীকার করে সেসব সিদ্ধান্তে সংশোধন আনুন, নিজেদের চারিত্রিক- সংশোধনও করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশকেও দৃষ্টিতে রাখুন যে,

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

(সূরা আল্ বাকারা: ৮৪)। অর্থাৎ মানুষের সাথে নমনীয়তা এবং কোমল ভাষায় কথা বল, উন্নত নৈতিক-গুণাবলী প্রদর্শন করে কথা বল। যেভাবে আমি বলেছি, পৃথিবীর সব দেশের ওহ্দাদার বা পদধারীদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে। আমি কানাডার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি এর কারণ হল, সেখানে জামাতের বাহিরের গন্ডিতে জামাত সুপরিচিত। আমার এ সফরের পর পরিচিতি আরো বেড়েছে। আমাদের ওপর মানুষের সমালোচনামূলক দৃষ্টি রয়েছে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেক ওহদাদার বা পদধারী ব্যক্তি (বিশেষ করে), আর মোটের ওপর সকল আহমদীকে জগদ্বাসীর সামনে রোল-মডেল বা আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। পৃথিবীতে যেখানে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি এবং অধিকার খর্ব করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়, সেখানে জামাতে ন্যায়বিচার এবং মানুষের প্রাপ্য প্রদানের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। বিশ্ববাসী এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে যে, এটি কেমন জামাত। (জামাতের) প্রতিটি ব্যক্তিই একটি দৃষ্টান্ত।

অতএব, সব আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল ওহ্দাদার বা পদধারীদের উপরই দায়িত্ব ন্যস্ত নয়, বরং সব আহমদীরই দায়ভার রয়েছে। প্রতিটি আহমদীর দায়িত্ব, তারা যেন পারস্পরিক-সম্পর্কের গন্ডিতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করে, চারিত্রিক গুণাবলীতে পরম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, পারস্পরিক-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব থেকে নিজেকে যেন পবিত্র করে, তারা যেন কোন দিকে ঝুঁকে না থাকে। আহমদীর সাক্ষ্য এবং বিবৃতি ন্যায়বিচার এবং সততার দিক থেকে যেন প্রতিষ্ঠিত একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। আর জগদ্বাসী যেন বলতে বাধ্য হয়, আহমদী সাক্ষ্য দিয়ে থাকলে একে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। কেননা, এ সাক্ষ্য সুবিচারের সুমহান মার্গে অধিষ্ঠিত থাকে। আমরা যদি এমনটি করতে পারি, তবে আমরা আমাদের বক্তৃতা, কথা এবং তবলীগের ক্ষেত্রে সত্যবাদী প্রমাণিত হব। নতুবা, আমরাও অন্যদের মতই হব। প্রতিটি আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে, বয়আতের অঙ্গীকার করতে গিয়ে আমরা সকল প্রকার পাপ এড়িয়ে চলার অঙ্গীকার করেছি। আর অঙ্গীকারের প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সে অনুযায়ী কাজ না করার নাম বিশ্বাসঘাতকতা। সত্যিকার মু'মিনের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমান ও কুফর এবং সত্য ও মিথ্যা সহাবস্থান করতে পারে না আর আমানত ও বিশ্বাসঘাতকতাও একই সাথে থাকতে পারে না। অপর এক হাদীসে (বর্ণিত শিক্ষা, যা পদধারীদের এবং মোটের ওপর সকল আহমদীর সামনে রাখা উচিত।) তিনি (সা.) বলেন, তিনটি বিষয়ে মুসলমানদের হৃদয় খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় কোনভাবেই নিতে পারে না।

আর সেই তিনটি কথা হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে আন্তরিক নিষ্ঠা প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা, অর্থাৎ পারস্পরিক হিতাকাঙ্খা, আর তৃতীয়তঃ মুসলমানদের জামাতের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। অতএব, যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ধর্ম সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী

পালন এবং ইনসাফের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে কর্তব্য পালন আর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করাই হল আল্লাহ্ তা'লার আমানতের যথার্থ-দায়িত্ব পালন। একইভাবে, প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক অন্যের অধিকার প্রদান করা । আমাদের প্রত্যেকে যখন ন্যায়-বিচারের দাবি পূর্ণ করে পারস্পরিক অধিকার প্রদান করতে শিখবে, তখন এমনিতেই অধিকার আদায়ের প্রতিযোগিতার অবসান ঘটবে। কেউ বলবে না যে, আমার অধিকার দাও, আমার প্রাপ্য দাও। বরং আমরা অধিকার প্রদানকারী হব। এ কথাই মহানবী (সা.) প্রকৃত মু'মিনের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই সব আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলমানদের জামাতের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থাকাই মানুষকে প্রকৃত-মুসলমান বানিয়ে থাকে। পৃথিবীর বুকে এখন শুধুমাত্র একটি জামাতই রয়েছে, যে জামাত আহমদীয়া মুসলিম জামাত হিসেবে সুপরিচিত। আর একমাত্র এ জামাতই পৃথিবীতে এক নামে পরিচিত।

এছাড়া অন্য কোন আন্তর্জাতিক-জামাত নেই, যারা সমগ্র পৃথিবীতে এক নামে পরিচিত। তাই এ জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে যাওয়া মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে মানুষকে প্রকৃত-মু'মিন বানিয়ে থাকে। এই সৌভাগ্যের জন্য সব আহমদী যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক না কেন, তা যথেষ্ট হবে না। আর প্রকৃত-কৃতজ্ঞতা হল, জামাতের ব্যবস্থাপনার এবং খিলাফতের পূর্ণ-আনুগত্য করা।

আল্লাহ্ তা'লা সব আহমদীকে এরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তৌফিক দান করুন। সব আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, তারা যেন ইনসাফের দাবি অনুসারে কাজ করে। কখনো যদি সাক্ষ্য দিতে হয়, তবে তারা যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করে। জামাতের প্রতিটি পদাধিকারী যেন নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজেদের আমানতের প্রতি যেন শ্রদ্ধাশীল হয় আর অঙ্গিকার পালন করে। নিজেদের সমস্ত দায়িত্ব যেন ইনসাফের দাবি অনুসারে পালন করে। এই অনুপম-শিক্ষা যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝেও সঞ্চারিত হয়। তাই, এ উদ্দেশ্যে আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত। সময়ের দাবি পূরণ করতে আমরা যেন পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে দেখাতে পারি, সেই ইনসাফ, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার দৃষ্টান্ত তাঁর নিবেদিত-প্রাণ দাস এ যুগে পুণ:প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর যার প্রত্যাশা তিনি তাঁর মান্যকারীদের কাছেও ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি কয়েকটা গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি হল, আদনান মোহাম্মদ কুরদীয়া সাহেবের, যিনি সিরিয়ার হালাব (বা আলেপ্পো)-এর অধিবাসী, যাকে ২০১৩ সনে সিরিয়ার একটি সন্ত্রাসী-সংগঠন অপহরণ করেছিল এবং পরে তাকে শহীদ করেছে। আদনান সাহেব ১৯৭১ সনে সিরিয়ার হালাব-এ জন্ম গ্রহণ করেন। ২০০৩ সনে তিনি খাতুন তামাজার সাহেবাকে বিয়ে করেন। তার শ্বশুর ইয়াসিন শরীফ সাহেব ২০০৭ সনে বয়আত করেছেন। তার তবলীগে তার সন্তান-সন্ততির মাঝে তার মেয়ে তামাজারও আহমদীতের সত্যতা গ্রহণ করেন। আদনান সাহেবের ঘরে আহমদীয়াত সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়, কিন্তু আদনান শহীদ সাহেব শিক্ষিত ছিলেন না, তাই প্রায় সময়ই মৌলবীদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন। ২০১০ সনে তার স্ত্রীর বয়আতের পর মৌলবীদের প্ররোচনায় স্ত্রীকে তিনি বলেন, বাড়িতে যদি এমটিএ দেখ বা আহমদীয়াত সম্পর্কে কথা বল, তবে আমি তোমাকে তালাক দিব। তার শ্বশুর ইয়াসিন শরীফ সাহেব তাকে কুরআন এবং সুন্নতের বরাতে বুঝালে তিনি নীরব হয়ে যেতেন, কিন্তু মৌলবীর কাছে গেলেই এসব কথা ভুলে যেতেন।

শহীদের শ্বশুর বলেন, ২০১১ সনের কথা, আমি তার বাড়িতে তার স্ত্রী অর্থাৎ স্বীয় কন্যার সাথে বসে কুরআন পড়ছিলাম। এমন সময় আদনানও কাজ থেকে ফিরে আসে। আমাদেরকে কুরআন পড়তে দেখে বলে, পড়ুন, কেননা আমি আপনাদের তফসির শুনতে চাই। আমরা তখন সূরা বনী ইসরাইলের আয়াত

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا

অর্থাৎ 'যখন অন্যায়কারীরা বলবে, তোমরা এমন এক জাতীর এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছ, যিনি যাদুগ্রস্ত।' আদনান সাহেবের শশুর বলেন, আমি আদনানকে বললাম, কুরআন তো বলে, তারা যালেম বা সীমালঙ্ঘনকারী, যারা রসূলুল্লাহ্‌র ওপর এই অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি নাউযুবিল্লাহ্ যাদুগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে, মহানবী (সা.)-এর ওপর যাদু হয়েছিল, অথচ জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাস হল, এ কথা শতভাগ ভ্রান্ত, এমন কোন হাদীস গৃহিত হতে পারে না। এ কথা শুনতেই আদনান স্বভাবগত ভাবে ফোন করে তাদের মৌলবীকে জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর যাদু হয়েছিল? মৌলবী বলে, হ্যাঁ! হয়েছিল, এর উল্লেখ বুখারীতে রয়েছে। আদনান সাহেব মৌলবীকে উত্তরে বলেন, আমি একজন অতি সাধারণ গুনাহগার মানুষ, আর আমি জানি, আমার কিছু নিকটাত্মীয় আমাকে যাদু করার চেষ্টা করে, কিন্তু আমার ওপর তার কোন প্রভাব পরে নি, অথচ যখন মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সবচে প্রিয় এবং সবচে কাছের রাসূল ছিলেন তখন কিভাবে আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিছু মানুষ তাঁর ওপর যাদু করে সফল হয়েছে? এটি বলে তিনি ফোন রেখে দেন।

তার স্ত্রী বলেন, এই ঘটনার কিছুদিন পর আদনান ভাবতে থাকেন এবং একদিন আমাকে বলেন, আমার আশা ছিল, আমার স্ত্রী উন্নত চরিত্রের ও আমলের অধিকারী হবেন। আর আমি দেখেছি, যখন থেকে তুমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছ তোমার মাঝে অনেক পুত-পরিবর্তন এসেছে। এছাড়াও তুমি আমার সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করছ। আমার মনে হয়, এ প্রভাব খোদা তা'লার পক্ষ থেকে। তাই আমিও এই পবিত্র জামাতভুক্ত হচ্ছি। এরপর তিনি বয়আত করেন। শহীদের স্ত্রী বলেন, উগ্রপন্থী এক সংগঠনের কিছু সদস্য আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও অবমাননাকর কথাবার্তা বলত। তাদের কথা শুনে আমি

প্রতিটি আহমদীর দায়িত্ব, তারা যেন পারস্পরিক-সম্পর্কের গন্ডিতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করে, চারিত্রিক গুণাবলীতে পরম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, পারস্পরিক-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব থেকে নিজেকে যেন পবিত্র করে, তারা যেন কোন দিকে ঝুঁকে না থাকে। আহমদীর সাক্ষ্য এবং বিবৃতি ন্যায়বিচার এবং সততার দিক থেকে যেন প্রতিষ্ঠিত একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।

মর্মযাতনায় ভুগতাম। আমি যখন আদনানকে এ সম্পর্কে বলতাম, তিনি বলতেন, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। এদের সাথে কখনো বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না, তাদের জন্য দোয়া করাই আমাদের কাজ।

২০১৩ সনের ২০ জুন এই সংগঠনের কিছু সদস্য আদনানকে অপহরণ করে, আর প্রায় দু'মাস পর তাকে গুলি করে শহীদ করা হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৪২ বা ৪৩ বছর। তিনি (শহীদের স্ত্রী) বলেন, যদিও তার শাহাদত সম্পর্কে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, তথাপি এমন কোন সংবাদ পাইনি। একদিন আমাদের এলাকার বিরোধীদের একজন বলে, তুমি কি এখনও তোমার স্বামীর অপেক্ষায় আছ? সে আর আসবে না, কেননা তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা তাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম যে, আহমদীয়ত ছেড়ে দাও, কিন্তু সে বলত, আমার শিরশ্ছেদ করা হলেও আমি আহমদীয়াত ছাড়ব না। শাহাদতের ঘটনা যদিও অনেক আগেই ঘটেছে, কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছে, তাই এখন তার জানাযা হচ্ছে।

শহীদের স্ত্রী বলেন, শহীদ নেক, পুণ্যবান ও নামাযী ছিলেন, আর সব সময় ওজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করতেন। তিনি একজন সহানুভূতিশীল স্বামী এবং স্নেহশীল পিতা ছিলেন, সন্তানদের তরবিয়তের বিষয়ে তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। সবার সাহায্যকারী, সেবক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি নিয়মিত চাঁদাদাতা ছিলেন এবং চাঁদার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগামী থাকার চেষ্টা করতেন। তার শ্বশুর বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার মাঝে এক পরম নিষ্ঠার জন্ম নেয়। আহমদীদের সেবার জন্য তিনি তার গাড়ী উৎসর্গ করেন। জুমুআর দিন বিভিন্ন স্থান থেকে আহমদীদেরকে নামায-সেন্টারে আনতেন, আবার ফেরৎ দিয়ে আসতেন। অনুরূপভাবে, মহিলাদেরকে মিটিং-এর জন্য লাজনার প্রেসিডেন্টের বাড়িতে নিয়ে আসা এবং পরে ফেরৎ দিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করতেন। আহমদী বন্ধুরা তাকে ভাড়া দেয়ার চেষ্টা করলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করতেন। কেউ বেশি জোরাজোরি করলে তেল খরচ নিতেন। চরম উৎসাহের সাথে চাঁদা দিতেন এবং বলতেন, এই চাঁদার কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমার কাজে অনেক বরকত দিয়েছেন। এ দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কারো সাথে যৌথভাবে একটি গাড়ী ক্রয় করেছিলেন আর সেই গাড়ীই চালাতেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে তৌফিক দেয়ায় অংশীদারিত্ব ত্যাগ করে একাই তিনি পুরো গাড়ী কিনে নেন।

তার আরো এক আত্মীয় রয়েছেন, তিনি বলেন, তার মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার বিশেষ গুণ ছিল। যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, আমাদের এলাকার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়, রুটি পাওয়া যেত না, আর পাওয়া গেলেও চড়া দামে পাওয়া যেত। এমন পরিস্থিতিতে শহীদ আদনান আত্মীয়ের সেবায় নিয়োজিত হন। অনেক দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে রুটি কিনে এনে আমাদের মাঝে সরবরাহ করতেন।

শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শহীদ স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তান রেখে গেছেন। ২ কন্যা তার প্রথম মরহুমা স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এবং ২ ছেলে ও ১ মেয়ে দ্বিতীয়-স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এরা সবাই কানাডা পৌঁছে গেছে।

দ্বিতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া বশীর বেগম সাহেবার। তিনি কাদিয়ান নিবাসী দরবেশ চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ চিমা সাহেবের স্ত্রী। ২০১৬ সনের ৭ নভেম্বর তারিখে ৯৩ বছর বয়সে স্বল্পকাল রোগ ভোগের পর তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯২৩ সনে তিনি (বর্তমান) পাকিস্তানের এক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন, ১৯৪৪ সনে জনাব চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ চীমা সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়। চীমা সাহেব ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রের সুরক্ষার জন্য কাদিয়ান আসার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করলে তিনিও ১৯৫২ সনে কাদিয়ান এসে স্বামীর সাথে দরবেশী অঙ্গিকারে যুক্ত হন। তিনি কাদিয়ানকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। স্বামীর ইন্তেকালের পর সুদীর্ঘ ৩৬ বছর অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি খুবই মুত্তাকী, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশী ও পুণ্যবতী এক নারী ছিলেন। কোন ভিখারীকে কখনও খালি হাতে ফিরাতেন না।

মৃত্যুর এক বছর পূর্ব পর্যন্তও প্রত্যেক বছর রমযানের রোযা রাখতেন আর একাধিকবার পুরো কুরআন পাঠ করা শেষ করতেন। তিনি তার সন্তান-সন্ততিদেরকে বাজামাত নামায, কুরআন তেলাওয়াত এবং খিলাফত-ব্যবস্থাপনা ও জামাতের

আনুগত্যের নসীহত করতেন। তিনি ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবতী, দোয়াকারীনী, ইবাদতগুযার, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসাকারীনী অনন্য-বৈশিষ্টের অধিকারী, স্পষ্টভাষী, সন্তানের উত্তম তরবিয়তকারী, আত্মাভিমাণী এবং স্নেহশীলা। তিনি সত্যস্বপ্ন ও দিব্য-দর্শনের অভিজ্ঞতা রাখতেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি সব সন্তান-সন্ততির বিয়ে দিয়েছেন। মুসীয়া ছিলেন, শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনি ৩ কন্যা এবং ৫ পুত্র রেখে গেছেন। তার ৩ পুত্র ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী মুরব্বী, একজন তাহের আহমদ চীমা সাহেব, তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষকতা করছেন। এক পুত্র মুবারক আহমদ চীমা, তিনি উলিয়া অফিসের ইনচার্জ এবং ভারতের সেক্রেটারী শূরাও। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা গায়েব জনাব রানা মুবারক সাহেবের, তিনি লাহোর নিবাসী ছিলেন, পরে এখানে চলে আসেন। ২০১৬ সনের ৫ নভেম্বর তারিখে তিনি ৭৮ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পিতার নাম মরহুম রানা ইয়াকুম সাহেব। এক স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, যার ফলে পরিবারে ভয়াবহ বিরোধিতা আরম্ভ হয়। তাকে বাড়িঘড় ত্যাগ করতে হয়। পরে তার মা'ও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। রানা সাহেব শৈশব থেকেই জামাতি সেবায় প্রথম সারিতে ছিলেন। শুরু থেকেই জামাত এবং খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল।

তার জামাতি সেবার সূচনা হয় ১৯৬৮ সনে এবং চলে জীবনের শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত। লাহোর ও ভাওয়ালপুরে কায়েদ এবং সেক্রেটারী মাল ছাড়াও আল্লামা ইকবাল টাউন, লাহোরে সুদীর্ঘ ৩০ বছর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও সুদীর্ঘ কাল তিনি লাহোর জেলার সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ এবং সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে দায়িত্বপালনের তৌফিক পেয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। আল ফযলের প্রতিনিধি (লাহোর) হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি খুবই বিনয়ী, নিবেদিত দোয়াকারী এবং নিয়মিত চাঁদাদাতা এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণকারী মানুষ ছিলেন। তিনি আল ফযলে বিভিন্ন প্রবন্ধও লিখতেন আর খুব ভাল প্রবন্ধ লিখতেন। যতদিন তিনি পাকিস্তানে ছিলেন, নিয়মিত আমাকে সেখানকার অবস্থা বা কেউ অসুস্থ হলে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতেন আর সর্বপ্রথম তার পক্ষ থেকেই সেই সংবাদ আসত। মানুষের জন্য তিনি প্রায়ই দোয়ার আবেদন করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক কন্যা, তিন পুত্র এবং অনেক পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রী রেখে গেছেন। সবাই এখানে অবস্থান করছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

অনুরূপভাবে, শহীদ মরহুমের পদমর্যাদাও আল্লাহ্ তা'লা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিকে নিজের নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন। তারা এখন সিরিয়া থেকে কানাডায় স্থানান্তরিত হয়েছেন। সেই পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের রক্ষা করুন এবং শহীদ মরহুম যে মহান উদ্দেশ্যে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা সে উদ্দেশ্যেকে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও জারি রাখেন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

সম্পাদকীয়'র বাকী অংশ–

যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার পানে আকর্ষণকারী কথা-বার্তা শুনার প্রেরণা থাকতে হবে। কিন্তু জলসায় আগমনকারীরা কেবল সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার জন্যে যেন এখানে না আসেন। এখানে এসেছেনই যখন, তবে গভীর মনোযোগ সহকারে সব প্রোগ্রামে যেন উপস্থিত থাকেন ও শুনেন। এ ব্যাপারে শিথিলতা দেখালে পরে এখানে বসা ও বক্তৃতা শোনাতে কোন উপকার হতে পারে না। এজন্যে বাইরে থেকে আগমনকারী, যারা ব্যয় নির্বাহ করে এখানে আসেন আর জলসাগাহে অবস্থানকারীরাও বক্তৃতা চলাকালীন পুরোপুরি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন এবং খুবই মনোযোগ দিয়ে ও একগ্রতার সাথ জলসার কার্যক্রম শুনুন।

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "সবাইকে মনোযোগ সহকারে শুনা আবশ্যক। পুরোপুরি মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শুন। কেননা, এটা ঈমানের ব্যাপার। এতে শিথিলতা, অমনোযোগিতা আর বেখেয়াল খুবই কুফল সৃষ্টি করে থাকে। যে-ব্যক্তি ঈমানের ব্যাপারে অমনোযোগিতার সাথে কাজ করে এবং তাকে উদ্দেশ্য করে যখন কিছু বর্ণনা করা হয় তখন মনোযোগ দিয়ে তা শুনে না, এ অবস্থায় বর্ণনাকারীর কথা যতই উচ্চস্তরের কল্যাণজনক ও প্রভাবসম্পন্ন হোক না কেন, তবুও কোন উপকার হয় না। এমন সব লোকের বেলায়ই বলা হয়ে থাকে, তারা কান পেতে রাখে কিন্তু শুনে না, মন দিয়ে রাখে কিন্তু বুঝে না। অতএব স্মরণ রাখ, যা কিছু বলা হয় তা একাগ্রতা ও গভীর মনোযোগ সহকারে শুন। কেননা, যে একাগ্রতার সাথে শুনে না সে দীর্ঘদিন পর্যন্ত উপকারকারী সত্ত্বার সংস্পর্শে থাকলেও কল্যাণ কিছুই লাভ করতে পারে না" (আল্ হাকাম, ১০ মার্চ, ১৯০২)।

দেখুন, কতই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে! সেসব লোকদের ব্যাপারে যারা জলসায় এসে জলসার কার্যক্রম গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে না! তাই এসব লোকদের অবস্থা সেই রকম যাদের কান ও মন থাকা সত্ত্বেও তারা শুনতেও চেষ্টা করে না এবং বুঝতেও চেষ্টা করে না। আল্লাহ্ না করুন! কারো ক্ষেত্রেই এমন যেন না হয়, আর প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ এথেকে রক্ষা করুন!

আল্লাহ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহের চাঁদরে আচ্ছাদিত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯৩তম সালানা জলসাকে অসাধারণ সফলতা দান করুন। আমীন!

জলসায় সকলকে জানাই

সুস্বাগতম

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

ঈশ্বরনিন্দা (Blasphemy)

মানুষকে বাক্-স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা দানের ক্ষেত্রে ইসলাম অন্য সব ধর্মের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে। সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নৈতিকভাবে এবং নীতিশাস্ত্রগতভাবে ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য কোন জাগতিক শাস্তিদানকে সমর্থন করে না, যদিও তা সমসাময়িক বিশ্বে, সাধারণভাবে সমর্থন করা হয়।

গভীর মনোযোগ সহকারে, ব্যাপকভাবে বার বার কুরআন শরীফ পাঠ করেও আমি তার মধ্যে এমন একটি আয়াতও পাইনি, যাতে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরনিন্দা মানবপ্রদত্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যদিও পবিত্র কুরআন অতি কঠোর ভাষায় অশিষ্ট আচরণ ও অশালীন কথাবার্তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং অন্যদের অনুভূতিতে, কারণ থাক আর না থাক, আঘাত করার বিরুদ্ধে বলেছে, তথাপি ইসলাম না ইহজগতে ঈশ্বরনিন্দার শাস্তিদানকে সমর্থন করেছে, না সেই ক্ষমতা কাউকে দান করেছে।

পবিত্র কুরআনে ঈশ্বরনিন্দার কথা বলা হয়েছে পাঁচবারঃ

(১) দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ অর্থে বলা হয়েছে এভাবেঃ "এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে শুন যে, ঐগুলিকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ঐগুলির প্রতি বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে বসো না, যে পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, অন্যথায় সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদেরই মত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মুনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (আন্ নিসা- ৪ঃ১৪১)

"এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখ; যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও যালেম জাতির সঙ্গে বসবে না।" (আল্ আনআম- ৬ঃ৬৯)

ঈশ্বর-নিন্দার জঘন্য খারাপীর বিরুদ্ধেও কত সুন্দর এ প্রতিক্রিয়া! ইসলাম ঈশ্বরনিন্দা বা ধর্মনিন্দাকারীকে শাস্তিদানের ক্ষমতা কোনও মানুষের হাতে তুলে দেয় না। শুধু তাই নয়, ইসলাম এই কথাও বলে যে, যেখানে বা যে সভায় ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়, হাসি-ঠাট্টা করা হয়, সেই স্থান থেকে সাময়িকভাবে উঠে এস বা ওয়াক-আউট করে ধর্মনিন্দা বা ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করাই শ্রেয়। সরাসরি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তো দূরস্থান, কুরআন করীম ঈশ্বরনিন্দাকারীকে বরাবরের জন্য বয়কট করার কথাও বলে না। পক্ষান্তরে, পবিত্র কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে যে, এরূপ বয়কট ততক্ষণ পর্যন্তই চলতে পারবে, যতক্ষণ না সেই ঈশ্বরনিন্দা বন্ধ হয়।

(২) আবারও ঈশ্বর নিন্দার কথা বলা হয়েছে সূরা আল্-আন্‌আমে। এখানে আনুমানিকভাবে, ঈশ্বরনিন্দার প্রশ্নটি শুধু আল্লাহ্‌র সম্পর্কেই আলোচিত হয়নি, বরং তা আলোচিত হয়েছে মূর্তি ও পূজা-অর্চনার কল্পিত সব বস্তু সম্পর্কেও। এরূপ কুরআনী-সৌন্দর্য দর্শনে যে কেউ অভিভূত না হয়ে পারে না, যখন সে পড়ে- "এবং তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তাঁরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (উপাসকরূপে) ডাকে। নতুবা তারা অজ্ঞতার দরুন শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। এরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কৃতকর্মকে মনোরম করে দেখিয়েছি। অতঃপর, তাদের প্রভুর দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, তখন তিনি তাদেরকে, তারা যে কাজকর্ম করতো, তৎসম্বন্ধে অবহিত করবেন।" (সূরা আল্ আন্‌আম- ৬ঃ১০৯)

এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলামনদেরকে। তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে পৌত্তলিকদের মূর্তিগুলোর এবং কল্পিত দেবতাগুলোর নিন্দা করতে। এখানে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কেউ যদি অনুরুপ কাজ করে বসে, তাহলে অন্যেরাও, প্রতিশোধমূলকভাবে আল্লাহ্‌রই নিন্দায় রত হতে পারে। এই অনুমান নির্ভর আলোচনায় খোদা এবং মূর্তিও দেবতাদের সম্পর্কে সমান শর্তে কথা বলা হয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রেই কোন জাগতিক শাস্তির কথা বলা হয় নি।

এই শিক্ষার নীতি গূঢ় ও গভীর প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। কেউ যদি কারো আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করে, তাহলে, দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার জন্মাবে সমান প্রতিশোধ গ্রহণের, তা তার ধর্মবিশ্বাস, সত্য বা মিথ্যা, যা-ই হোক না কেন। কেউই অন্যভাবে কোন প্রতিশোধ নিতে পারবে না। এথেকে যে কেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে যে, আধ্যাত্মিক-অপরাধের প্রতিশোধ আধ্যাত্মিক-পন্থাতেই নিতে হবে, ঠিক যেমন দৈহিক- অপরাধের বিরুদ্ধে দৈহিক-প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, কোন ক্ষেত্রেই সীমালংঘন করা যাবে না।

(৩) পবিত্র কুরআনে হযরত মরিয়ম ও ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে কৃত নিন্দার (ঈশ্বরনিন্দার) কথা বলা হয়েছেঃ "এবং তাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক মিথ্যা-অপবাদ আরোপ করার কারণে।"

(আন্‌নিসা- ৪ঃ১৫৭)

এই আয়াতে ঈসা (আ.) এর সমসাময়িক ইহুদীদের ঐতিহাসিক-গোঁড়ামীর কথা বলা হয়েছে। এই আয়াত অনুসারে, ইহুদীরা মরিয়ম (আ.)-কে অসতী বলে এবং ঈসা (আ.)-কে একটি সন্দেহজনকভাবে জন্মগ্রহণকারী শিশু বলে একপ্রকার জঘন্য ঈশ্বরনিন্দার অপরাধ করেছে। এই আয়াতের আরবি শব্দ 'বুহতানান আযীমা' (যার অর্থ-ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ) দ্বারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইহুদীদের এই আহাম্মকীর নিন্দা করা হয়েছে।

(৪) একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, হযরত মরিয়ম এবং ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার কাজ করার অপরাধের জন্য ইহুদীদেরকে তিরস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন করীম খ্রিষ্টানদেরকেও তিরস্কার করেছে এই জন্য যে, তারাও ঈশ্বরনিন্দার অপরাধে অপরাধী। কেননা, তারা দাবী করে যে, এক মানবী-স্ত্রীর গর্ভে খোদার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। এই বিষয়টা কুরআন করীম জঘন্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছে নিম্নোক্ত আয়াতে। তবু, এখানে না কোন ইহজাগতিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, না খোদা তা'লার বিরুদ্ধে নিন্দা করার অপরাধের জন্য শাস্তিদানের অধিকার কোন মানুষ বা মানবীয়-কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে। "এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও (ছিল না)। এ অত্যন্ত জঘন্য কথা, যা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। তারা কেবল মিথ্যা বলছে"। (আল্ কাহ্‌ফ- ১৮ঃ৬)

(৫) সবশেষে, আমি সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়টির কথা বলতে চাই। স্পর্শকাতর এই অর্থে যে, আজকের দিনের মুসলমানরা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সা.) বিরুদ্ধে নিন্দার (ব্লাসফেমী) ব্যাপারে যতটা স্পর্শকাতর, ততটা স্পর্শকাতর অন্য আর কারও বিরুদ্ধে নিন্দার ব্যাপারে নয়, এমনকি খোদার নিন্দার বিরুদ্ধেও নয়। তবু, এখানে এমন একটা ভয়ানক ঈশ্বরনিন্দার ঘটনার কথা বলা যায়, যার উল্লেখ কুরআন করীমে করা হয়েছে, যা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কিত–যাকে ইসলামের ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়েছে 'মুনাফেকদের নেতা' বলে।

একবার একটা যুদ্ধের অভিযান থেকে ফেরার সময়, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই অন্যান্যদের মধ্যে ঘোষণা করেছিল যে, তারা মদীনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মদীনাবাসীদের মধ্যেকার সর্বোত্তম ব্যক্তি সেখানকার সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেবে।

"তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তাহলে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেবে, অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর রসূল এবং মু'মিনদের জন্য; কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়। (আল মুনাফেকুন- ৬৩ঃ৯)

অভিযাত্রীদের সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, এই অবমাননাজনক কথা সে বলছে হযরত রসূলে পাক (সা.)-এর বিরুদ্ধে। তারা ঘৃণায় এবং ক্রোধে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, অনুমতি পেলে তারা তৎক্ষণাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে তরবারি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

প্রামাণ্য বর্ণনায় আছে যে, এই ঘটনায় উত্তেজনা এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, স্বয়ং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের পুত্র রসূলে পাক (সা.)-এর কাছে হাযির হয়ে স্বহস্তে তার পিতাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করলো। সেই পুত্র এই যুক্তি দেখালো যে, যদি অপর কেউ তার পিতাকে হত্যা করে, তাহলে হতে পারে, পরবর্তীকালে সে অজ্ঞতাবশতঃ, তার পিতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করবে। শতশত বছর ধরে আরবদের মধ্যে এই প্রথা চলে আসছিল যে, তারা তাদের নিজেদের এবং নিকট আত্মীয়দের সামান্য অপমানেরও প্রতিশোধ গ্রহণ করতো। হযরত রসূলে পাক (সা.) না তার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, না তিনি তাঁর সাহাবীগণের কাউকে সেই মুনাফেক আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে কোন প্রকারের শাস্তিদানের অনুমতি দিলেন।। (ইবনে হিশাম কর্তৃক বর্ণিত, ইবনে হাশিম, আস্ সিরাতুন নব্বীয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃ ১৫৫)।

ঐ অভিযান থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই শান্তিতেই বসবাস করছিল। অবশেষে, যখন সে স্বভাবিকভাবে মারা গেল, তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ্‌র ছেলেকে তাঁর (সা.) নিজের পিরহান (শার্ট) দিলেন এবং তা দিয়ে তার পিতার কাফন তৈরী করতে বললেন। আঁ হযরত (সা.)-এর নিজের জামা দান করার এই ব্যাপারটি এমন একটি অনন্য-সাধারণ আশীর্বাদ ছিল, যার বদৌলতে সাহাবীগণের যে কেউ আব্দুল্লাহ্‌র পুত্রকে নিজের সমস্ত সম্পত্তি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। শুধু তাই না, রসূলে পাক (সা.) তার জানাযার নামাযে ইমামতী করার জন্যেও তৈরী হয়ে গেলেন। এতে সাহাবীদের অনেকেই নিশ্চয় গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে থাকবেন, বিশেষতঃ, যাঁরা আব্দুল্লাহ্‌র উপরোক্ত জঘন্য অপরাধকে ক্ষমা করতে পারছিলেন না। হযরত উমর (রা.), যিনি পরবর্তীকালে আঁহযরত (সা.)-এর দ্বিতীয় খলীফা হয়েছিলেন, তিনি সাহাবীদের সেই চাপা মর্মবেদনাকে অবশেষে ব্যক্ত না করে পারলেন না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) যখন নামাযে জানাযার জন্য রওয়ানা হলেন, তখন হযরত উমর (রা.) হঠাৎ এগিয়ে গেলেন এবং সামনে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর (সা.) সিদ্ধান্ত বদলাবার অনুরোধ জানালেন। আর এটা করতে গিয়ে হযরত উমর (রা.) হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে কুরআন পাকের একটি আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যে আয়াতে এমন কিছু সংখ্যক মুনাফেকের প্রতি ইঙ্গিত করা আছে, যাদের ক্ষমার জন্য রসূলে করীম (সা.) সত্তর বার প্রার্থনা বা শাফায়াত করলেও তা কবুল করা হবে না বলে বলা হয়েছে। (প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, সত্তর সংখ্যাটিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না কেননা, আরবী বাগ্‌ধারা অনুযায়ী, অধিক সংখ্যা বুঝাতে জোর দেওয়ার জন্যই সত্তর সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়।)

যাহোক, রসূলে পাক (সা.) একটু মুচ্‌কি হাসলেন এবং বললেনঃ উমর! পথ ছাড়, আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি। যদি আমি জানতে পারি যে, আমি সত্তর বার তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না, তাহলে আমি তার জন্যে সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করবো। অতঃপর, রসূলে করীম (সা.) সেই জানাযার নামাযের ইমামতী করলেন। (বুখারী ২য় খন্ড, কিতাব আল্ জানায়েয, পৃঃ ১২১, এবং বাব আল্ কাফন, পৃঃ ৯৬, ৯৭)

এই ঘটনা তাদের বিরুদ্ধে একটি যথোচিত জবাব, যারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার (সা.) নিন্দাকারীদের জন্য একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড।

এবং এটাই সেই ধর্ম, যা অবশ্যই দুনিয়ার বুকে আন্তঃ-ধর্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারে।

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৬০)

যীশুখৃষ্ট বা ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রদর্শিত কিছু মোজেযা বা নিদর্শনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত-ব্যাখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "ওয়া রাসুলান ইলা বানী ইস্রায়ীলা আন্নী ক্বাদ জি'তুকুম বি আইয়াতিম্ মির রাব্বিকুম আন্নী আখলুকু লাকুম মিনাত্ ত্বীন কাহাই–আতিত তায়রি ফা–আনফুখু ফীহি ফা–ইয়াকুনু তাইরাম বিইযনিল্লাহ ওয়া ওবরিয়ুল আকমাহা ওয়াল আবরাসা ওয়া উহ্ইল মাওতা বিইযনিল্লাহ ওয়া উনাব্বিউকুম বিমা তাকুলুনা ওমা তাদ্দাখিরুনা ফি–বু–ইউতিকুম ইন্না ফি যালিকা লা–আইয়াতাল লাকুম ইন কুনতুম মু'মিনীন।" (আলে ইমরানঃ ৫০)

"আর সে বনী ইস্রাঈলের প্রতি রসূল হবে। (আর সে বলবে,) 'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক নিদর্শনসহ এসেছি। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পাখিদের (পালন) প্রক্রিয়ায় কাদামাটি থেকে অনুরূপ (এক নমুনা) সৃষ্টি করবো। এরপর আমি এতে ফুঁ দিব। এতে করে এটা আল্লাহ্‌র আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) পাখিতে পরিণত হবে। আর আল্লাহ্‌র আদেশে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করবো এবং (আধ্যাত্মিকভাবে) মৃতদের জীবন দান করবো। আর তোমরা কী খাবে ও তোমাদের বাড়িঘরে কী জমা করবে তা বলে দিব। তোমরা যদি ঈমান এনে থাক নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য এক বড় নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান,৩ ঃ ৫০)

উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত কতগুলো শব্দ এবং শব্দ-সমষ্টির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য-বিষয়টির সঠিক-অর্থ উপলব্ধি করা সহজতর হবে।

(ক) 'বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূল', এ শব্দগুলো বলে দিচ্ছে, ঈসা (আ.)-এর ধর্ম, প্রচার-কার্য ও দায়িত্ব ইস্রাঈলীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ করে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আসেন নি (মথি ১০ঃ৫-৬; ১৫ঃ২৪; ১৯ঃ২৮; প্রেরিত ঃ৩ঃ২৫;২৬ ১৩ঃ৪৬; লুক-১৯ঃ১০; ২২ঃ২৮-৩০)।

(খ) 'তায়র' অর্থ পাখি। রূপক বা আলঙ্কারিক-ব্যবহার অনুযায়ী পাখির অর্থ উচ্চ ও ঊর্দ্ধগামী আধ্যাত্মিক স্তরের মানব। যেমন- সিংহ (আক্ষরিক অর্থে পশুরাজ সিংহ) বলতে বীর পুরুষকে বুঝায়, আর 'দাব্বাহ্'(পোকা) বলতে নিস্কর্মা, হীন ও ঘোর সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে বুঝায় (৩৪ঃ১৫)।

(গ) 'তীন' অর্থ কাদামাটি, মাটি, নরম-মাটি, ইত্যাদি। রূপকভাবে 'আত্তীন' অর্থ এমন মানুষ, যার মধ্যে এত নমনীয়তার গুণ রয়েছে যে, তাকে যে-কোন প্রকৃতিতে গড়ে তোলা যায়। আমরা এরূপ স্বভাবের মানুষকে সাধারণত 'মাটির মানুষ' বলে থাকি।

(ঘ) 'হায়য়াত' অর্থ আকৃতি, নমুনা , রূপ,অবস্থান, ধরন, পদ্ধতি (লেইন)।

(ঙ) 'খালাকা' অর্থ সে ওজন করলো, নক্‌শা প্রণয়ন করলো , আকৃতি দিল বা পরিকল্পনা করলো, আল্লাহ্ উৎপন্ন করলেন, সৃষ্টি করলেন বা অস্তিত্ব দান করলেন এমন বস্তু বা জীবকে বুঝায়, যার নমুনা, আদর্শ বা সমরূপ পূর্বে ছিল না, অর্থাৎ তিনিই একে প্রথম সৃষ্টি করলেন (লেইন ও লিসান)।

(চ) 'আক্‌মাহ্' অর্থ রাতকানা, জন্মান্ধ, যে পরে অন্ধ হয়েছে, যার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি–শক্তি নেই (মুফ্‌রাদাত)।

(ছ) 'উবরিয়ু' শব্দটি 'বারিয়া' থেকে উৎপন্ন। 'বারিয়া' অর্থ সে (অমুক বস্তু বা

দোষারোপ থেকে) মুক্তি পেল। 'উবরিয়ু' অর্থ আমি দোষমুক্ত বা রোগমুক্ত করি 'আমি অমুককে তার প্রতি আরোপিত দোষ থেকে মুক্ত ঘোষণা করি (লেইন)।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নেই, ঈসা (আ.) মু'জিযা দেখানোর জন্য পাখি সৃষ্টি করে আকাশে উড়িয়েছিলেন। সত্যি সত্যি যদি ঈসা (আ.) পাখি তৈরী করে থাকতেন, তাহলে বাইবেল তা উল্লেখ না করে কীভাবে ও কেন চুপ করে থাকলো ? আল্লাহ্‌র কোন নবী পূর্বে এ ধরনের ঐশী-নিদর্শন দেখাননি, অথচ বাইবেল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব, এটা আশ্চর্য নয় কি ? বাইবেলে এ মহা-নিদর্শনের উল্লেখ থাকলে সকল নবীর উপর ঈসা (আ.) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হতো এবং পরবর্তী কালের খৃষ্টানেরা ঈসার প্রতি যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে, তা কিছুটা সমর্থন লাভ করতো।

পাখি সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ :

'খাল্‌ক ' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (১) মাপ বা ওজন করা, পরিমাণ ঠিক করা, নক্‌শা তৈরী করা, (২) আকৃতি দেয়া, তৈরী করা, সৃষ্টি করা, ইত্যাদি। এখানে প্রথমোক্ত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত। 'সৃষ্টি করা' অর্থে 'খাল্‌ক্' শব্দটি কুরআনের কোথাও আল্লাহ্‌র কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ বলে স্বীকৃতি পায় নি। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এ গুণটি কুরআনের কোথাও আরোপিত হয়নি (১৩ঃ১৭,১৬ঃ২১; ২২ঃ৭৪; ২৫ঃ৪; ৩১ঃ১১-১২; ৩৫ঃ৪১ এবং ৪৬ঃ৫)। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এবং 'কাদামাটি'র রূপক-অর্থ সম্মুখে রেখে 'আমি তোমাদের জন্য পাখিদের (পালন) প্রক্রিয়ায় কাদামাটি থেকে অনুরূপ (এক নমুনা) সৃষ্টি করবো। এরপর এতে আমি ফুঁ দিব। এতে করে এটা আল্লাহ্‌র আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) 'পাখিতে পরিণত হবে', ইত্যাদি কথার মর্ম বুঝবার চেষ্টা করলে এর তাৎপর্য দাঁড়াবে সাধারণ শ্রেণীর লোক, যাদের মধ্যে উন্নতি ও জাগরণের শক্তি রয়েছে এবং তারা যদি ঈসা (আ.) এর সংস্পর্শে আসে ও তাঁর বাণী গ্রহণ করে জীবন যাপন করে, তাহলে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। ধূলি-ধূসরিত, সংসারাসক্ত, বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিলে তারা আধ্যাত্মিক আকাশের উচ্চ-মার্গে পাখির মত বিচরণ করতে সর্মথ হবে এবং বস্তুত তা-ই ঘটেছিল। ঘৃণিত, অবহেলিত গেলিলীর জেলেরা তাদের প্রভু ও গুরুর উপদেশ ও উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে পাখিরই মত উচ্চমার্গে আরোহণ ক'রে বনী ইসরাঈল জাতিতে আল্লাহ্‌র বানী প্রচারের সামর্থ্য লাভ করেছিল।

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দানের প্রকৃত অর্থ :

অন্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের রোগমুক্তির বা উপশম দানের সম্বন্ধে বলা যায়, এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বনী ইসরাঈল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জ্ঞানে সমাজের সংশ্রব থেকে দূরে রাখতো, সমাজে ঘেঁষতে দিত না। 'আমি আরোগ্যদান করবো'- কথাটির তাৎপর্য হলো- এ সব রোগাক্রান্ত লোকেরা আইনগত ও সমাজগতভাবে অবহেলিত অবস্থায় বহু বঞ্চনা ও অসুবিধার মধ্যে ঘৃণার পরিবেশে বাস করতো। ঈসা (আ.) এসে তাদেরকে সেবা–যত্ন করার তাগিদ দিয়ে সমাজে তাদেরকে স্থান দান করে তাদেরকে দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্ত করেছিলেন। তবে হতেও পারে, ঈসা (আ.) এ সব রোগীকে সুস্থ করতেন। আল্লাহ্‌র নবীগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক-বিশেষ। তাঁরা আধ্যাত্মিক অন্ধগণকে চক্ষু দান করেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেন, আধ্যাত্মিক মৃতদেরকে জীবন দান করেন (মথি-১৩ঃ১৫)।

এখানে 'আক্‌মাহ্' (রাতকানা) অর্থ সেই লোক, যারা বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। সে দিনের আলোতে দেখে অর্থাৎ যতক্ষন পরীক্ষার ঝামেলা থাকে না এবং বিশ্বাসের সূর্য মেঘ-দুর্যোগ হতে মুক্ত অবস্থায় যখন কিরণ দেয়, তখন সে ঠিকই দেখে। কিন্তু যখন দুর্যোগের রাত্রি নেমে আসে, অর্থাৎ- পরীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে আধ্যাত্মিক-আলো হারিয়ে ফেলে এবং থেমে যায় (২ঃ২১)। তেমনিভাবে 'আব্রাস' (কুষ্ঠরোগী) শব্দটি আধ্যাত্মিক অর্থে রুগ্ন ও দুর্বল বিশ্বাসকে বুঝিয়েছে। এরূপ রোগীর চর্ম স্থানে স্থানে সুস্থ আবার স্থানে স্থানে ক্ষতপূর্ণ।

মৃতদের জীবন দান করার অর্থ :

'মৃতদের জীবন দান করবো'- বাক্যটির অর্থ এ নয় যে, ঈসা (আ.) মৃত ব্যক্তিকে সত্য সত্যই জীবিত করে তুলেছিলেন। যারা প্রকৃতই মারা যায়, তারা পৃথিবীর বুকে কখনো পুনরুজ্জীবিত হয় না। এরূপ বিশ্বাস কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত (২ঃ২৯; ২৩ঃ১০০-১০১, ২১ঃ৯৬, ৩৯ঃ৫৯-৬০, ৪০ঃ১২, ৪৫ঃ২৭)। আধ্যাত্মিক-পরিভাষা অনুযায়ী নবীগণ তাদের অনুসারীদের জীবনে যে বৈপ্লবিক ও অসাধারণ মহা-পরিবর্তন সংঘটিত করেন, একেই বলা হয় 'মৃতকে জীবিত করা'।

'তোমরা কি খাবে'–কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ :

ঈসা (আ.) তাঁর শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলেন, দিন যাপনের জন্য তারা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কী পরিমাণ খরচ করবে এবং কী পরিমাণ তারা বাঁচাবে, অর্থাৎ- পরকালে পাবার জন্য খরচ করবে। অন্য কথায়, ঈসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তারা ন্যায়ভাবে যা উপার্জন করবে, তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে এবং আগামী দিনের কথা আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিবে (মথি-৬ঃ২৫-২৬)। [কুরআন করীমের অনুবাদ ও তফসীর দ্রষ্টব্য]

[চলবে]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর অগ্রগতির কিছু ঝলক

বগুড়ায় নতুনরূপে নির্মিত 'মসজিদে মোবারক'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মোস্তাফিজুর রহমান, কাউন্সিলর, দিগদাইড়, বগুড়া

বগুড়ায় নতুনরূপে নির্মিত মসজিদ 'মসজিদে মোবারক'

বাগমারা, রাজশাহীতে নতুনরূপে নির্মিত 'মসজিদে বাইতুল ইসলাম'

ছোট ভেটখালী জামা'তে নতুনরূপে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু

মীরগাং জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুরে নবনির্মিত মসজিদের সামনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় সদস্যবৃন্দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তালশহর, ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় নবনির্মিত মসজিদ

তারুয়ায় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম মোবাশশের-উর-রহমান, ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ

তারুয়ায় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

তারুয়ায় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব ইদ্রিস হাসান, চেয়ারম্যান, তারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ

তারুয়ায় আঞ্চলিক সালানা জলসায়
আগত দর্শকদের একাংশ

তারুয়ায় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মাওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, মুরব্বি সিলসিলাহ্

সুন্দরবন আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম মোবাশশের-উর-রহমান, ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ

সুন্দরবন আঞ্চলিক সালানা জলসায়
আগত দর্শকের একাংশ

সুন্দরবন আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বি সিলসিলাহ্

সুন্দরবন আঞ্চলিক সালানা জলসায়
বুক স্টলের একটি দৃশ্য

শ্যামনগর থানার সেক্রেটারি আওয়ামী লীগ জনাব আতাউল হক দোলনকে
শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রদান করছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

সুন্দরবন আহমদীয়া কবরস্থানের দেয়াল নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মোহতরম মোবাশশের-উর-রহমান, ন্যাশনাল আমীর

সুন্দরবন আহমদীয়া কবরস্থানে সাত শহীদের কবর যিয়ারত করছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীরসহ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ

বড় ভেটখালী জামা'তের বায়তুস সুবহান মসজিদের সামনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় সদস্যগণ

ছোট ভেটখালী জামা'তের বায়তুন নূর মসজিদের সামনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় সদস্যগণ

গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে জামালপুর দক্ষিণাঞ্চলে অনুষ্ঠিত সর্বধর্ম সম্প্রীতি সম্মেলনে ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব

সর্বধর্ম সম্প্রীতি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন শফিকুল ইসলাম (শফি) চেয়ারম্যান, বীরতারা ইউনিয়ন পরিষদ

সর্বধর্ম সম্প্রীতি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জনাব করুনানন্দ মেরো সহ-সভাপতি বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ

২০০৬ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক নির্মিত 'মাহিল্লা আহমদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়'

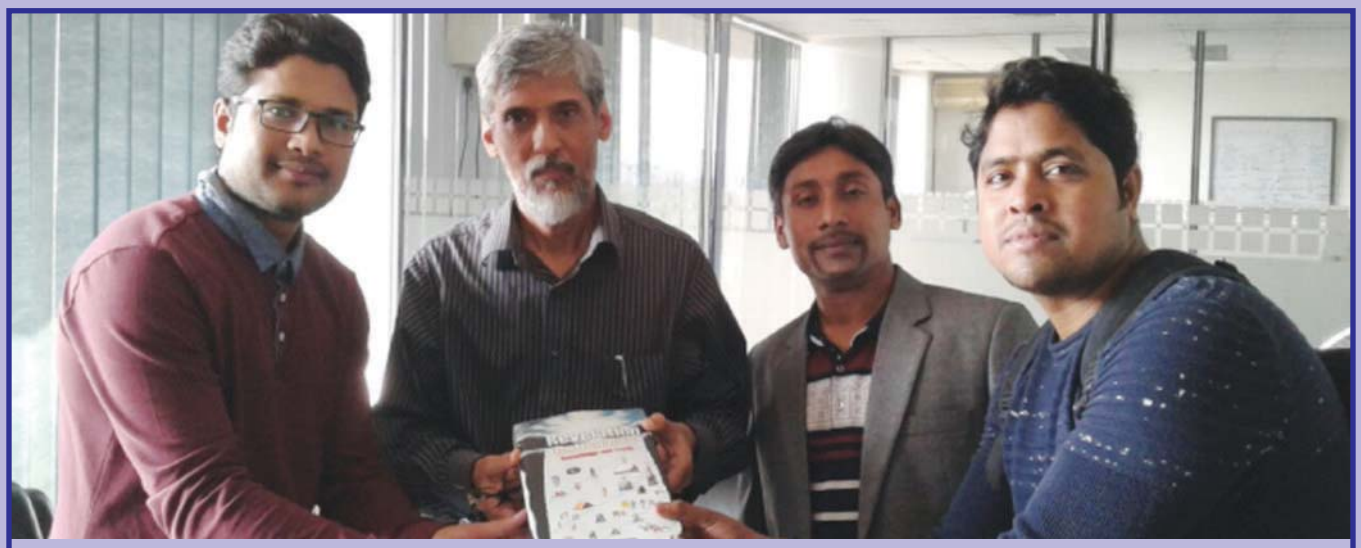

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মদ রেজওয়ান খান সাহেবকে বই উপহার

স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর
প্রফেসর মোহাম্মদ এম. ফিরোজ আহমেদ সাহেবকে বই উপহার

ঢাকার কায়েদ জনাব সাইদুর রহমান সাহেবের সাথে
নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আতিকুল ইসলাম

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

(১ম কিস্তি)

বিগত ৩ অক্টোবর, ২০১৬ থেকে ১১ নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ দিন যাবত নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা ও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন এবং বেশ ক'টি অধিবেশনে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। তার এ দীর্ঘ-সফরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা তথা গোটা বিশ্বই কল্যাণময় ছায়ার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেছে। নিম্নে এরই এক ঝলক তুলে ধরার প্রয়াস করা হলো।

৪ বছরের অধিক সময় পর বিগত ৩ অক্টোবর, ২০১৬ হুযূর (আই.) কানাডার ওন্টারিওর ভগান শহরে অবস্থিত পিস ভিলেজ-এ পৌঁছুলে সেখানে উপস্থিত কয়েক হাজার আহমদী মুসলমান তাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার জাতীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মালিক লাল খান এবং জামাতের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কানাডার জাতীয় সদর দপ্তর পিসভিলেজ-এর বায়তুল ইসলাম-এ হুযূর (আই.)-এর সফর-সঙ্গী হন। হুযূর (আই.) পিসভিলেজ-এ পৌঁছুলে সেখানে অবস্থানরত কয়েক হাজার আহমদী হুযূর (আই.)কে স্বাগত জানান এবং আনন্দ ও ভালোবাসার স্লোগান দানের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আহমদীদের পাশাপাশি ভগান-এর-মেয়র মরিজিও বেভিলাকা, ওন্টারিও-র যোগাযোগ মন্ত্রী স্টীভেন ডেলডুকা এবং জাতীয় সংসদের সদস্য ডেভ স্যুল্ট-ও হুযূর (আই.)-কে স্বাগত জানান।

পিসভিলেজ-এ পৌঁছার কিছুক্ষণ পর হুযূর (আই.) বায়তুল ইসলাম মসজিদে যোহর ও আসর নামায পড়ান।

৭ থেকে ৯ অক্টোবর, ২০১৬ মিসিসাগায় অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৪০তম সালানা জলসায় যোগদানের জন্যে হুযুর (আই.) লন্ডন থেকে এ ভ্রমণ করেন। তার এ সফর একই সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার ৫০তম সালানা জলসাকেও বিশেষভাবে আশিসমন্ডিত করেছে ।

৫ অক্টোবর, ২০১৬ মিডিয়া গ্রুপ 'টরষ্টার'-এর চেয়ারম্যান মিঃ জন হন্ডারিচ কানাডার পিসভিলেজে অবস্থিত বায়তুল ইসলাম মসজিদে হুযূর (আই.) এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সাক্ষাতের সময় মিঃ হন্ডারিচ এমর্মে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, টরষ্টার প্রকাশনীর পত্রিকা 'টরেন্টো স্টার', এর একটি সংখ্যায় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে, যাতে উল্লেখ করা হয় যে, তাদের ধারণা মতে কানাডার মসজিদগুলোয় চরমপন্থী-শিক্ষা বিদ্যমান আছে, এবং ভুলক্রমে সেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ 'বায়তুল ইসলাম'-এর একটি ফটোও সংযুক্ত করা হয়। মিঃ হন্ডারিচ হুযূর (আই.)কে এ মর্মে অবহিত করেন যে, 'টরন্টো ষ্টার'কে যখন এ ব্যাপারে তাদের ভুল ধরিয়ে দেয়া হয়, তখন তাৎক্ষণিক ভাবেই তারা তাদের এ ভুল স্বীকার করে দাপ্তরিকভাবে একথা বলে তাদের অপরাধ স্বীকার করে এবং বলে যে, "আমাদের গবেষণা-পত্রে যা-ই থাক না কেন, তার সাথে বায়তুল ইসলাম মসজিদের কোন সম্পর্ক নেই, যে বিষয়টি আপনা-আপনিই এক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেমতে নির্দিষ্ট ঐ মসজিদটির ভাবমূর্তিকে কখনোই এ প্রবন্ধের সাথে যুক্ত করা উচিত হবে না। নির্দিষ্ট এ মসজিদটিকে যেকোন ইসলামী সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করার কাজটি হচ্ছে অগ্রহণযোগ্য এক ভ্রান্তি, আর এ কারণে 'টরন্টো ষ্টার' বায়তুল ইসলাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছে"। 'টরন্টো ষ্টার' কর্তৃক বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে শোধরানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে মি: জন হন্ডারিচকে হুযুর (আ.) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, এ ঘটনাটিকে এক 'দৈব আশীর্বাদ'– হিসেবে তিনি বিবেচনা করেছেন, কারণ মিঃ হন্ডারিচ এর টরন্টো ষ্টার-এর লেখকের জন্যে সত্যিকার এবং শান্তিপূর্ণ ইসলাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শিক্ষার সাথে অধিকতর পরিচয় ঘটানোর এটি এক উপায় হিসেবে পরিণত হয়েছে।

এ সাক্ষাৎকারটি চলাকালে হুযূর (আই.) ও মিঃ জন হন্ডারিচ পশ্চিমাবিশ্বের শরণার্থী-সমস্যার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। হুযূর (আই.) বলেন যে, কানাডাকে তিনি এমন এক 'সহিষ্ণু-জাতি' হিসেবে বিবেচনা করেন, যারা শরণার্থীদেরকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্য যেকোন দেশের চাইতে অধিক প্রস্তুত। হুযূর (আই.) আরো বলেন যে, তিনি এ-বিশ্বাস রাখেন যে, কর্মক্ষম শরনার্থীদেরকে উৎসাহ দানের মাধ্যমে কানাডা তাদেরকে যতশীঘ্র-সম্ভব কর্ম-শক্তি হিসেবে কাজে লাগাবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার ৪০তম জলসা সালানার ব্যবস্থাপনার কাজে

নিয়োজিত কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উদ্দেশ্যে বিগত ৬ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে হুযূর (আই.) এক বক্তব্য প্রদান করেন। পিস-ভিলেজের বায়তুল ইসলাম মসজিদে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে উপস্থিত ৫১০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে হুযূর (আই.) স্মরণ করান যে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বোচ্চ নৈতিক-মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করা। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "প্রত্যেক আহমদী স্বেচ্ছাসেবকের সর্বদা এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, সে (স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ) অবশ্যই সর্বোত্তম শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে এবং সর্বদা সম্পূর্ণরূপে শান্ত, সুবিবেচক এবং দয়ার্দ্র থাকবে।"।

হুযূর (আই.) বলেন, প্রত্যেক কর্মীর একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সে স্বেচ্ছায় তার সেবাকর্ম দান করছে, এবং তার উচিত, নম্রতা এবং নিঃস্বার্থ এক উৎসাহ নিয়ে আচরণ করা। হুযূর বলেন ঃ "এ বিষয়টি মনে রাখা উচিত যে, আপনাদের এ কর্তব্য পালনে আপনাদেরকে কেউ বাধ্য করেনি; বরং আপনাদের সবাই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মেহমানদেরকে সেবা দান করে সর্বশক্তিমান খোদার আশীষ লাভ করার মানসে স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছেন। তাই আপনাদের উচিত, সর্বদা উত্তম-আচরণ করা এবং সর্বাবস্থায় সহাস্য-বদনে থাকা।"

উপসংহারে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "এটা স্মরণ রাখা জরুরী যে, জলসা-সালানার কামিয়াবী দোয়ার ওপর নির্ভরশীল, আর তাই প্রত্যেকের উচিত, এর জন্য অবিরত ভাবে দোয়া করা। কানাডার জলসা সালনাকে আল্লাহ্ সবদিক দিয়েই সফলতা দান করুন এবং আমাদের সব স্বেচ্ছাসেবককে অতি উত্তমভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম করুন।"

জলসার বেশ কিছু বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালকদের সাথে হুযূর (আই.) ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে হেদায়াত দান করেন। তারপর হুযূর (আই.) মাগরিব ও এশা নামায পড়ান। এর পূর্বে হুযূর (আই.) লঙ্গরখানাটিও পরিদর্শন করেন, যেখানে ২০,০০০ অতিথির জন্যে খাবার-প্রস্তুত করা হবে।

৩ দিন ব্যাপী সালানা জলসাটি অন্টারিওর মিসিসাগাস্থ আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। হুযুর (আই.) প্রতিদিনই উক্ত জলসায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং অবসর সময়ে বেশকিছু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং অতিথিকে সাক্ষাতদান করেন।

৭ অক্টোবর, ২০১৬ হুযূর (আই.) কানাডার বিভিন্ন সংবাদপত্র, বেতার ও জাতিগত মাধ্যমগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে এক প্রেস-কনফরেন্স-এ মিলিত হন। এ কনফারেন্সটি ঈঞঠ এবং 'টরেন্টো স্টার' এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে কভারেজ দেয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিসিসাগার ৪০তম সালানা জলসার প্রথম দিনে মিসিসাগার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে এ প্রেস-কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫ মিনিট স্থায়ী এ কনফারেন্সে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ ও চরম-পন্থার চলমান ভীতি-প্রদর্শন এবং তার কানাডা সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হুযূর (আই.) নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন। কানাডায় তার সাম্প্রতিক সফর সম্পর্কে বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন : "আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা এ বছর তাদের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে এবং সে কারণে স্থানীয় এ জামাত আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানায় আর তাদের সালানা জলসায় ভাষণ দানের অনুরোধ করে।" আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বে কিভাবে শান্তি বিস্তার করছে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "ইসলাম সব ধরনের চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ নিষেধ করে এবং একইভাবে আত্মঘাতি বোমা-বিস্ফোরণ ঘটানো, শিরোচ্ছেদ করা এবং নিরপরাধ লোকরদেরকে হত্যা করা হচ্ছে ইসলামী-শিক্ষার পরিপন্থী। এটাই হচ্ছে সেই বার্তা, যা আমরা বিশ্বের সর্বত্র প্রসারিত করছি।"

আহমদীয়া জামাতের স্লোগান–"ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'–এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "বিশ্বের অধিকাংশ এলাকাতেই হিংস্রতা এবং অশান্তি যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে এ বাণীটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্পষ্টভাবেই বোধগম্য। অতএব, 'ভালসাবাস সবার তরে, ঘৃনা নয়কো কারো 'পরে'–এ বাণীটি কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যেই নয়, বরং সব মানুষের জন্যেই অনুসরণীয় বটে। আজকের সমাজে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং পরস্পরের অধিকারকে সমুন্নত রাখা।"

প্রেস কনফারেন্সটি চলাকালে হুযূর (আই.) চরম-পন্থার বিস্তার এবং কতিপয় মুসলমানের দ্বারা চরমপন্থা অবলম্বনে চরমপন্থী মুসলমান-আলেমদের ভূমিকার নিন্দা করেন। এ বিষয়ে হুযূর (আই.) বলেন, এ ধরনের আলেমরা ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষার সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা করছে। এ কারণে চরম-পন্থা বিস্তারকারী যেকোন আলেমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তিনি কর্তৃপক্ষকে উপদেশ দান করেন।

কানাডীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে তার মতামত কী, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন ঃ "আমি এ কারণে কৃতজ্ঞ যে, কানাডায় এমন এক বহুমুখী সমাজ-ব্যবস্থা বিদ্যমান, যেখানে ধর্মের এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিদ্যমান। যখনই সুযোগ হয়, তখনই আমি এখানে আসি, আর এখানে ভ্রমণ করে আমি আনন্দ পাই।"

চরম-পন্থা দূরীকরণে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রচেষ্টা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন : "পার্থিব কোন শক্তি যেহেতু আমাদের নেই, তাই আমরা যা করতে পারি, সেটা হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের সঠিক-শিক্ষা প্রচার করা। এটা হচ্ছে এক ধীর-পদ্ধতি, কিন্তু এর মাধ্যমে একদিন আমরা অবশ্যই মানুষের অন্তর জয় করবো এবং বিশ্বে বর্তামনে যে পাশবিকতা বিরাজ করছে, তা বন্ধ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমরা খুবই নিশ্চিত, আর তাই একাজ আমরা কখনোই ছেড়ে দেবো না।"

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিসিসাগার ৪০ তম জলসা সালানাটি বিগত ৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে হুযূর (আই.) প্রদত্ত শক্তিশালী ও ঈমান-বর্ধক এক সমাপনী বক্তৃতার মাধ্যমে শেষ হয়। এ জলসাটি অনুষ্ঠিত হয় মিসিসাগা শহরের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে, যেখানে ৩২টি দেশ থেকে আগত ২৫০০০ এর অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। কয়েক হাজার আহমদী মুসলমান ছাড়াও এ জলসায় অনেক অ-আহমদী এবং অ-মুসলিম অতিথিও উপস্থিত হন। পুরো এ

অনুষ্ঠানটি এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল এবং অনলাইনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

সমাপনী বক্তৃতায় হুযূর (আই.) বলেন ঃ "বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সত্যিকার সমতার বিস্তার ঘটিয়েই ইসলাম শান্তির ভিত্তি স্থাপন করেছে।" হুযূর (আই.) বলেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা যখন ইসলামকে 'চরম-পন্থার এক ধর্ম'- বলে দাবী করে, তখন বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ইসলামী শিক্ষাগুলোই হচ্ছে বিশ্ব-শান্তি ও সহিষ্ণুতার এক উৎস, যেটা বিশ্বের মানুষের ধর্মীয় ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করেছে। আধুনিক-বিশ্বে ধর্মের ব্যাপারে কী মত পোষণ করা হয়ে থাকে, সে বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "আজকের দিনে পৃথিবীর এক বিশাল অংশের মানুষ ধর্মকে মাধ্যমিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে বিবেচনা করে এবং এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, অগ্রগতি সাধনে ধর্মীয়-বিশ্বাস ও আচরণকে এড়িয়ে চলা আবশ্যক। বস্তুতঃ উন্নত দেশগুলোয় বসবাসরত লোকেরা বর্তমানে ধর্মকে দৃশ্যতঃ সংঘর্ষ ও অশান্তির মূল কারণ বলে মনে করে। তথাপি, একই সময়ে তারা এটাও স্বীকার করে যে, মৌলিক নৈতিকতা ও সদগুণ মানুষ ধর্মের মাধ্যমেই শিখেছে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন ঃ "বিশ্বে নৈতিক-অবক্ষয় এবং ধর্মের প্রতি আগ্রহের ক্রম বর্ধমান ঘাটতি এ কারণেই ঘটছে যে, দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ এবং ধর্ম যাজকগণ ধর্মের শিক্ষার ওপর তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাঁটি ধর্মীয়-শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিকৃত করছে, আর এটাই মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।"

হুযূর (আই.) বলেন যে, ইসলামী-শিক্ষার মৌলিক-বিষয়ই হচ্ছে খোদাকে শনাক্ত করা এবং তাঁর সৃষ্টির সেবা করা। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "ইসলামী-শিক্ষা কেবল দুই ছত্রে সংক্ষেপিত করে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেন যে, ইসলাম মুসলমানদের কাছে কেবল এ দাবী করে যে, তারা সর্বশক্তিমান খোদার প্রতি উৎসর্গীকৃত হবার মাধ্যমে তাঁর অধিকার পূরণ করবে এবং খোদার সৃষ্ট-জীবের অধিকার পূরণ করতে গিয়ে তাদের সাথে ভালবাসা ও সহানভূতির আচরণ করবে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ধর্মই এর সহজাত-অবস্থায় এ শিক্ষাই দিয়েছে, আর তাই কোনভাবেই এটা বলা যেতে পারে না যে, ধর্মই হচ্ছে পৃথিবীতে চলমান অশান্তির মূল কারণ।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধ দুটোর মূল-কারণ কি ধর্ম? সে সব যুদ্ধ কি অধিকার অর্জন, ভূমি দখল, ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন এবং লোভ চরিতার্থ করার কারণে সংঘটিত হয়নি?

হুযূর (আই.) বলেন, মুসলমান জাতিগুলো এবং বৃহৎ-শক্তিবর্গ, উভয়েই বিশ্ব-শান্তির ক্ষতি সাধনে ভূমিকা পালন করছে, যার এক প্রধান উদাহরণ হচ্ছে অস্ত্র-ব্যবসা। তিনি (আই.) বলেন ঃ "কোন মুসলিম দেশেরই এ সামর্থ নেই যে, তারা যেসব অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে, সেগুলো তারা নিজেরা তৈরী করে। বরং উন্নত জাতি এবং অর্থনৈতিক শক্তিগুলোই এমন ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি করছে, আর সেগুলো মুসলিম দেশগুলোর কাছে বিক্রি করছে। কতিপয় দেশ সেগুলো বিক্রী করছে কোন কোন দেশের সরকারগুলোর কাছে, আবার কোন দেশ অস্ত্র বিক্রী করছে সেসব দেশেরই বিদ্রোহীদের কাছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইয়েমেন ছোট এবং দুর্বল একটি দেশ, একে ধ্বংস করতে সৌদী আরব সেসব অস্ত্রই ব্যবহার করছে, যেগুলো পশ্চিমা-দেশ থেকে তারা কিনেছে।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন : "কতিপয় অমুসলিম শক্তি তাদের কায়েমী-স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করতে অন্যায়-আচরণ করে চলছে, আর তাদ্বারা বিভিন্ন দেশের ব্যর্থতা ও অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে অবিচার-ই হচ্ছে আজকের দিনে সংঘাত ও যুদ্ধগুলো সংঘটিত হবার মূল কারণ।"

হুযূর (আই.) কর্তৃক পরিচালিত নীরব-দোয়ার মাধ্যমে জলসাটি সমাপ্ত হয়। এরপর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা কর্তৃক আয়োজিত এক মধ্যাহ্ন-ভোজের অনুষ্ঠানে হুযূর (আই.) জলসা সালানায় আগত উপচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও মেহমানদের সাথে মিলিত হন। জলসা সালানার প্রথম দুই দিনেও হুযূর (আই.) বক্তব্য প্রদান করেন। শুক্রবারে আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন ও জুমুআর খুতবা প্রদানের মাধ্যমে তিনি জলসা সালানার উদ্বোধন করেন। শনিবারে হুযূর (আই.) লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন, যার বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলামে নারীদের ভূমিকা'। তিনি উল্লেখ করেন যে, পর্দা (হিজাব) পালনের ক্ষেত্রে আহমদী মহিলাদের মনে কোন প্রকারের জটিলতা অথবা হীনমন্যতা থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন, হিজাব হচ্ছে মুসলমান নারীদের মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশের একটি মাধ্যম।

জলসা চলাকালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিভিন্ন সদস্যদের দ্বারা বেশ ক'টি বক্তৃতা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি টরন্টোর মেয়র জন টোরি সহ বেশ ক'জন বক্তাও এ জলসায় তাদের বক্তব্য প্রদান করেন।

(চলবে)

আপনি সালানা জলসায় কেন যোগদান করছেন?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র নির্দেশাবলীর আলোকে

জলসা সালানায় আপনার যোগদানের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

(১) আপনি যেন "এমন 'হাকায়েক ও মায়ারেফ' (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত চিরন্তন সত্য ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলীসমূহ) শ্রবণ করতে পারেন– যা ঈমান ও মা'রেফতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যকীয়।"

(২) "প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুখলেস যেন মুখোমুখী সাক্ষাতে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান ও তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফাতে উন্নতি লাভ করে।"

(৩) "শুধুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় ও ইসলামের সাহায্যকল্পে পাস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হয়েছে।"

(৪) "প্রত্যেক নতুন বছরে জামাতে নবদীক্ষিত ভ্রাতাগণ যেন (জলসার তারিখগুলোতে) উপস্থিত হয়ে তাঁদের পূর্ববর্তী উপস্থিত ভ্রাতাদেরকে দেখতে পারেন এবং একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয়, প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারেন।"

(৫) "যোগদানকারী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের মধ্য হতে (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক) শুষ্কতা, দূরত্ব ও নেফাক (কপটতা) নিরসন এবং তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ ও তাঁর উদ্দেশ্যে গ্রহণ, পবিত্র পরিবর্তন ও পূর্ণ সিদ্ধি দানের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক কৃপাময়, মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'লার দরবারে যুগ-ইমাম যে বিশেষ দোয়ায় আত্মনিয়োগ করেন, আপনি যেন সেই সকল মহাকল্যাণে ভূষিত হতে পারেন।"

(৬) "নিজ মওলা ও প্রভু আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলে করীম (সা. আ.)-এর প্রেম ও ভালবাসা যেন স্বীয় হৃদয়ের ওপর প্রধান্য ও আধিপত্য বিস্তার করে এবং সংসার-নির্লিপ্ততা ও আত্মবিলীনতার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে আখেরাতের সফর দূরূহ ও অপ্রীতিকর বলে মনে না হয়।"

(৭) "যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী মধ্যবর্তী কালে নশ্বর ইহধাম ত্যাগ করেছেন, এই জলসায় তাদের রূহের জন্য যে মাগফেরাত কামনা করা হবে, আপনি যেন তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।"

(৮) "জলসা সালানায় যোগদান করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহামূল্যবান মকবুল দোয়াসমূহের ভাগী যেন আপনি হতে পারেন।"

(৯) "এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলোর ন্যায় মনে করবেন না। এটা সেই বিষয়, যার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমা ও বাণীর মর্যাদা বৃদ্ধির ওপর স্থাপিত।"

বিগত ৮৫ বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত এবং প্রতি বছর কাদিয়ানে ও (বর্তমানে U.K ও জার্মানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) অনুষ্ঠিত উক্ত বহুবিধ কল্যাণ সম্বলিত মূল সালানা জলসার প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসাও তদ্রুপ এক যিল্লি জলসা।

সংকলন ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরুব্বী সিলসিলাহ্

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা প্রকাশক বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

জলসা সালানা : আমল ও চারিত্রিক সংশোনের এক অনন্য মাধ্যম

(হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কল্যানময় দিক-নির্দেশনার আলোকে)

মোহাম্মদ আরিফুর রহিম, মুরব্বী সিলসিলাহ্

জলসা সালানার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যঃ হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে, যেখানে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে, এ জলসা অনুষ্ঠিত হওয়া জামাতে আহমদীয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম বলে বিবেচিত হয়। এমন এক যুগ ছিল, যখন জলসা সালানাতে অংশগ্রহণ এমনকি হিন্দুস্তানে বসবাসকারী আহমদীদের জন্যও কাদিয়ানে জলসায় আসা, যাতায়াত এবং অন্যান্য খরচের কারণে খুবই কঠিন ছিল। বরং অনেকের জন্য সম্ভবপরও ছিল না। তাই হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) জামাতকে তাহরিক করেন যে, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সারা বছর কিছু না কিছু অর্থ জমা করতে থাকুন, যেন জলসা সালানার জন্য পথখরচ সহজলভ্য হয়। কিন্তু আজ আমরা দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উন্নত-দেশগুলোতে, বরং এমন অনেক দেশে বড় বড় জামাত আছে, যেখানে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করা। নিজেদের ভাইয়ের অধিকার আদায়ের দিকে মনোযোগ দেয়া আর আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা করা। আমরা যেন নিজেদের হিসাব নেই যে, খোদার সাথে সম্পর্ক, নিজেদের ঈমান আর আল্লাহ তা'লার আদেশ অনুযায়ী চলার দিক থেকে আমরা কোন অবস্থানে আছি। আমাদের বুযূর্গদের নেকীর মানের তুলনায় যদি আমাদের খান্দানের মাঝে নেকী দ্রুততার সাথে নিম্নমুখী হয় তাহলে আমাদের অবস্থা নিয়ে চিন্তার কারণ আছে। জগত তো আমরা অর্জন করছি, কিন্তু আমাদের ধর্মের ঘর খলি হচ্ছে। আর এমতবস্থায় এমন একটা সময় আসে, যখন মানুষ জাগতিক-ধান্দায় নিমজ্জিত হয়ে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক একেবারেই শেষ করে দেয়। আর এভাবে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে অধঃপতিত হয়ে শয়তানের ঝুলিতে গিয়ে পড়ে। এমন লোকদের জলসায় আসা কেবল এক অনুষ্ঠানিকতা হয়ে যায়। তাই, আমাদের প্রত্যেকের এ চেষ্টা করা প্রয়োজন যে, জলসায় যোগদান যেন আমাদের দুর্বলতার দিকে আঙুল উঠিয়ে আমাদের মাঝে বিপ্লব সাধন করে। আমাদেরকে যেন খোদা তা'লার কৃতজ্ঞ-বান্দা বানায়। আমাদের বিস্তার যেন আমাদেরকে আল্লাহ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী বানায়। আমরা যেন সর্বদা এ দোয়া করি এবং এ চেষ্টা করি যে, আমরা এবং আমাদের বংশধররা কখনো খোদা তা'লার গজবের কবলে না পড়ি। আমরা যেন আমাদের বুযূর্গদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা এবং দোয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারি। এমনিভাবে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত যে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তার লাভ করছে, আল্লাহ্ তা'লা লোকদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামাতে দীক্ষা লাভের, উত্তর থেকে দক্ষিন থেকেও পূর্ব থেকে আর পশ্চিম দিক থেকেও লোকদেরকে তৌফিক দিচ্ছেন। যে লোকেরা জামাতে নিজেদের ঈমানে প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করার জন্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, নিজেদের সাথে খোদা তা'লার সম্পর্ক দৃঢ় করতে চায় তারা এ জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী যেন হতে পারে, আল্লাহ্ করুন তাদের হৃদয়ও যেন উন্মুক্ত হয় এবং হতে থাকে। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)

জলসার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের জীবনে তাঁর আদেশ অনুযায়ী পরিচালনা করা। নিজেদের ভাইয়ের অধিকার আদায়ের দিকে মনোযোগ দেয়া আর আল্লাহ্ তা'লার বানীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা করা। এ সব কিছু নিজেদের অবস্থা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী পরিচালনা করা এক কুরবানী আশা করে। তাই এ জলসা না কোন জাগতিক মেলা আর না কোন জাগতিক উদ্দেশ্য লাভের মাধ্যম। এখানে আগমনকারীদের প্রথমে যিকরে ইলাহীর দিকে মনোযোগ দিতে থাকা উচিত। কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং তাঁর কৃপা লাভ করার জন্য আবশ্যক। আর দ্বিতীয়ত আমরা যেন ঐ সকল নেকী লাভ করতে পারি এবং তা যেন নিজেদের করে নিতে পারি আর তা যেন আমরা আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নিতে পারি যেগুলোর আদেশ খোদা তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন।

দোয়া এবং অধিক চেষ্টা সাধনাকারী হওয়াঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ৫ই জুন ২০১৫ সালে খুতবা জুমুআয় জলসায় অংশগ্রহনকারীদেরকে নিজেদের মধ্যে অমুল পরিবর্তন সাধনের তাগিদ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, "আমাদের প্রত্যেকের এ চেষ্টা করা প্রয়োজন– জলসায় যোগদান আমাদেরকে আমাদের দুর্বলতার দিকে আঙুল উঠিয়ে আমাদের মাঝে যেন বিপ্লব সাধন করে। আমাদেরকে যেন খোদা তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা বানায়। যে, আমরা এবং আমাদের বংশধর কখনো খোদা তা'লার গজবের কবলে যেন না পড়ি আমরা সর্বদা এ দোয়া যেন করি এবং এ চেষ্টা যেন করি । আমরা আমাদের বুযূর্গদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা এবং দোয়ার উত্তরাধিকারী যেন হতে পারি। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত যে বিস্তৃতি লাভ করছে, জামাত পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তার লাভ করছে, আল্লাহ্ তা'লা লোকদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামাতে দীক্ষা লাভের, উত্তর থেকে দক্ষিন থেকেও পূর্ব থেকে আর পশ্চিম দিক থেকেও লোকদেরকে তৌফিক দিচ্ছেন। যে লোকেরা জামাতে নিজেদের ঈমানে প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করার জন্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, আর যারা নিজেদের সাথে খোদা তা'লার সম্পর্ক মজবুত করতে চায় তারা এ জলসায় শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী যেন হতে পারে, আল্লাহ্ করুন তাদের হৃদয়ও যেন উন্মুক্ত হয় এবং হতে থাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের জীবনে তাঁর আদেশ অনুযায়ী পরিচালনা করা। নিজেদের ভাইয়ের অধিকার আদায়ের দিকে মনোযোগ দেয়া আর আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা করা। সকল অবস্থায় নিজেদের কে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী পরিচালনা করা । তাই এ জলসা না কোন জাগতিক মেলা না জাগতিক উদ্দেশ্য লাভের কোন মাধ্যম। এখানে আগমনকারীদের প্রথমে যিকরে ইলাহীর দিকে মনোযোগ দিতে থাকা উচিত কেননা এটিই আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং তাঁর কৃপা লাভ করার জন্য আবশ্যক।"

নিজ ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করাঃ হুযূর (আই.) ২১ শে আগষ্ট ২০১৫ সালে খুতবা জুমআয় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লেখনি থেকে জলসা অনুষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্য সমূহের মাঝে একটি উদ্দেশ্য এটিও বর্ণনা করেছেন যে, জামাতের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থায়ী হবে আর ভ্রাতৃত্ববোধ তখনই দৃঢ় হয় যখন নিঃস্বার্থ হয়ে একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে একে অপরের অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখে। প্রথম দিকের জলসাসমূহে যখন পর্যন্ত তরবীয়তের সেই মান অর্জিত হয়নি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন আর কুরবানীর যে স্পৃহা অনুপস্থিত ছিল, (নিঃসন্দেহে বিশ্বাসগত দিক থেকে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ সৃষ্টির অধিকার আর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সেই মান ব্যবহারিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি) তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামাতে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন এসব অভিযোগ শুনেন যে, জলসায় একে অপরের খেয়াল রাখা হয় নি আর প্রত্যেকে বা কতিপয় ব্যক্তি নিজের আরামকে অপরের আরামের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে তখন তিনি (আ.) এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন আর এই অসন্তুষ্টির কারণে এরপর এক বছর জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। তিনি (আ.) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, মানুষের যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ নিজের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দের ওপর নিজ ভাইয়ের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দকে যথাসাধ্য প্রাধান্য না দিবে। ঈমান আদৌ খাঁটি ঈমান হতে পারে না।

অতএব জামাতের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা এবং প্রেম-প্রীতি দেখার ক্ষেত্রে এই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আন্তরিক আবেগ। তিনি এই জন্য ব্যকুল হয়ে যান যে, আমার মান্যকারীরা কেন পরস্পরের দুঃখ-বেদনার প্রতি সংবেদনশীল নয়। অতএব জলসায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে জলসার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে বা আল্লাহ্ এবং রসূলের ভালোবাসা সমৃদ্ধ করতে হবে সেখানে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা এবং প্রেরণাও দৃঢ় হওয়া চাই। নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি করতে হবে। জলসার উদ্দেশ্য এবং জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের মাঝে যা সৃষ্টি হবে বা হওয়া উচিত তার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "যথাসাধ্য জামাতের সব সদস্যের শুধুমাত্র খোদার খাতিরে ঐশী বা ইলাহী কথাবার্তা শোনার জন্য এবং দোয়ায় অংশ গ্রহণের জন্য এই তারিখে এখানে আসা উচিত এবং এই জলসায় তথ্য এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শুনানোর ব্যবস্থা থাকবে যা ঈমান, বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞানকে দৃঢ় করার জন্য আবশ্যক। একইভাবে সে সকল বন্ধুদের জন্য বিশেষ দোয়া করা হবে এবং বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হবে, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তাদেরকে কবুল করে নেন এবং তাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করেন। আর এই জলসার আরো একটি অস্থায়ী কল্যাণ হলো, প্রত্যেক নতুন বছরে সেই বছরকালে যত নতুন ভাই জামাতভুক্ত হবে তারা নির্ধারিত তারিখে সেখানে এসে নিজেদের পূর্ববর্তী ভাইদের চেহারা দেখবে আর এভাবে পরিচিত হয়ে তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা এবং পরিচিতির যে সম্পর্ক সেটি আরও দৃঢ় হবে। সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং তাদের মধ্যকার শুষ্কতা, অপরিচিতি আর কপটতা দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে বা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়ার মাধ্যমে চেষ্টা করা ।"

পরস্পরের আবেগ অনুভূতির খেয়াল রাখাঃ হুযূর আনোয়ার (আই.) জলসার দিনগুলোতে উত্তম আদর্শ প্রদর্শনের তাগিদ দিতে গিয়ে

বলেন যে, "মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার বন্ধন যেন দৃঢ় হয় আর আধ্যাত্মিকভাবে সব ভাই যেন এক দেহের মত হয়ে যায় আর শুষ্কতা, দূরত্ব এবং কপটতা যেন দূরীভূত করার জন্য যেন প্রচেষ্টা করা হয়। যদি দোয়া করা হয় তাহলে নিঃস্বার্থ সম্পর্ক স্থাপনের এই চেষ্টা এবং পরস্পরের জন্য এই দোয়া এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যার দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র আমাদের জলসা সমূহেই দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক করুন আর দ্বিতীয়ত নিজের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি তথা মানুষের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ্য করুন । এখানে জলসায় এসে যদি কারও সাথে মনোমালিন্য থেকে থাকে তাহলে সেটি দুর করার চেষ্টা করুন। আর যখনই আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এবং তার সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতির সৃষ্টি হবে তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার পয়গামকে দুনিয়ার সামনে সত্যিকার অর্থে পৌছানোকারী হিসাবে গণ্য হতে পারবো।

অতএব প্রত্যেকের এই সম্পর্ক বন্ধন এবং পরিচিতিকে অর্জন করে এবং তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা উচিত এবং তা কেবল মাত্র খোদা তা'লার খাতিরেই হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে প্রত্যেকের এই চেষ্টা এবং দোয়াও করা উচিত যে, সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক কল্যাণ যার কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উল্লেখ করে বলেছেন যে, আরো অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে তো সেগুলো পর্যন্ত আমাদের চিন্তা-চেতনা পৌঁছতে পারুক বা না পারুক বা যা-ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে ছিল যে, আমার মান্যকারীরা এই সমস্ত আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভূষিত হোক তো সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক কল্যাণের যেন আমরাও অংশীদার হই। সেই দোয়াও আমাদের করা উচিত এবং এর জন্য চেষ্টা করা উচিত।"

জলসার দিনগুলোতে অধিকহারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করাঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ৫ই জুন ২০১৫ সালে খুতবা জুমুআয় জলসার দিনগুলোতে যিকরে ইলাহিতে রত থাকার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করতে গিয়ে বলেন যে, "যিকরে ইলাহীর বিষয়ে এটিও বলতে চাই যে, মজলিসে অবস্থানকারীদের যিকির তা নিজের মত হোক বা বিভিন্নজনের বিভিন্ন রকম হোক না কেন তা এক জামাতি রূপ ধারন করে। আর যেখানে মানবসত্ত্বা তা থেকে লাভবান হয় সেখানে জামাতি ভাবেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জন করার মাধ্যম হয়। তাই জলসার কার্যক্রম শুনতে শুনতে চলতে ফিরতে এ দিনগুলোতে যিকরে ইলাহীতে সময় কাটান। মানুষ যখন যিকির করে তখন অন্যান্যদেরও এ দিকে মনোযোগ আকর্ষিত হয়। একে অন্যকে দেখে তারাও এ দিনগুলোতে তাদেরকে দেখে উদ্দেশ্য পূর্ণ্য করার জন্য চেষ্টা করে। এটা যেন না হয় যে, অযথা বৈঠক করা হচ্ছে, আড্ডা দেয়া হচ্ছে। এ দিনগুলোতে অবস্থানের প্রভাব আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পরবর্তীতেও কিছুদিন পর্যন্ত তো থাকে। আর যদি মানুষের মনোযোগ থাকে তাহলে তা দীর্ঘদিন থাকে। তাই এটি জালসা সালানার বরকতের অংশ যে, এক ব্যক্তির দোয়া যেমন তার নিজেকে কল্যান দেয় অন্যদিকে জামাতের সকলের উন্নতিরও কারণ হয়। আর এভাবে অন্যদেরও আল্লাহ্ তা'লার দিকে মনোযোগ আকর্ষনের আর জলসার উদ্দেশ্য লাভ করার কারণ হয়। তাই এ দিনগুলোতে প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীকে ঐ পদ্ধতির সাথে দিনাতিপাত করা উচিত যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন। আর আমাদের কাছে আশা করেছেন।"

জলসার প্রোগ্রামসমূহ বার বার পাঠ করতে থাকাঃ হুযূর আনোয়ার (আই.) ২১ শে আগষ্ট ২০১৫ সালের খুতবায়ে জুমআয় বলেন যে, "সালানা জলসার সফলতার জন্য অভিনন্দনও থাকে আর এ কথার বহিঃপ্রকাশও হয়ে থাকে যে, আমরা এম.টি.এ.-র মাধ্যমে জলসা সালানা দেখেছি এবং লাভবান হয়েছি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ফায়দা বা কল্যাণ তখনই লাভ হবে যখন আমরা সর্বাত্মকভাবে এই চেষ্টাও করব যে, আমরা যা কিছু দেখেছি এবং শুনেছি সেগুলো নিজেদের জীবনকে সাজানোর জন্য কাজে লাগাব। এখানে কোন রাজনৈতিক কথাবার্তা হয় না, কোন জাগতিক কথাবার্তাও হয় না এমনকি অমুসলিম বা অ-আহমদীদের যে জাগতিক শ্রেণী আমাদের জলসায় অতিথি হিসেবে যোগদান করেন তাদের মধ্য থেকে বিশেষ কিছু মেহমানকে যখন দুই তিন মিনিট কিছু বলার সুযোগ দেয়া হয় তখন তাদের মধ্য থেকেও প্রায় সকলেই এই ধর্মীয় পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেসব কথাই বলে থাকেন যা জামাতের শিক্ষার অংশ এবং মানুষকে উন্নত নৈতিক মানে উপনীত করে। অতএব এই জলসা তখনই কল্যাণকর হবে যখন আমরা আমাদের ব্যবহারিক অবস্থাকে নিজেদের শিক্ষা সম্মত বানাব আর যা কিছু শুনেছি তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করব নতুবা এসব অতিথির সামনে আমরা যা কিছু উপস্থান করেছি বা যা কিছু শুনেছি এবং সচরাচর আমাদের অতিথিরা যার প্রসংশাও করে থাকে তা কেবল বাহ্যিক চাকচিক্য বলে পরিগণিত হবে। তা আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিফলন হবে না। তাই এক মু'মিনের ভেতর ও বাহির সমান বা এক রকম হওয়া চাই।"

অতিথি সেবার বিষয়ে ভিন্ন ধারণাঃ হুযূর আনোয়ার (আই.) ১৪ই আগষ্ট ২০১৫ সালের খুতবা জুমআয় মেহমান নেওয়াজীর বিভিন্ন কাজের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, "অতিথি সেবা বিভাগ জলসার ব্যস্থাপনার একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সঠিকভাবে এবং যথা সময়ে এই বিভাগের কাজ সমাধা করা অন্যান্য অনুষ্ঠানকে সঠিকভাবে পরিচালনায় সহায়ক হয়। অতিথী সেবা শুধু খাবার খাওয়ানো বা লঙ্গর খানার ব্যবস্থা করাই নয়। এতে লঙ্গর খানার ব্যবস্থাও রয়েছে, খাবার খাওয়ানোর ব্যাবস্থাও রয়েছে পাশাপাশি সরবরাহের ব্যাবস্থাও রয়েছে। সরবরাহ ইত্যাদিতে যদি কোন ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে রান্নার বিভাগও মুখ থুবড়ে পড়ে। যথা সময়ে খাবার খাওয়ানো সম্ভব হয় না। আর একই কারণে জলসার অনুষ্ঠান মালাও অনেক সময় যথা সময়ে আরম্ভ করা সম্ভব হয় না।

বস্তুত অনেক এমন কাজ রয়েছে যা আতিথেয়তার অধীনে আসে। যদি আতিথেয়তার সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনা নিখুত হয় তাহলে বাকী কাজ সামান্যই থেকে যায় আর সেগুলো তখন নিজ থেকেই সঠিক খাতে পরিচালিত হয়। অতিথিদের চিকিৎসা সেবা দেয়া এটিও আতিথেয়তার অন্তর্গত বিষয়। সুতরাং জলসার আশি ভাগ কাজ বা আমি মনে করি এর চেয়েও বেশী কাজ সরাসরি আতিথেয়তা বা মেহমান নেওয়াজীর অধীনে চলে আসে। তাই সকল কর্মীকে স্মরণ রাখা উচিত যে, আতিথেয়তা কেবল অতিথি সেবা বিভাগেরই কাজ নয় যারা অতিথি সেবার ব্যাজ পরে রাখে বরং সব বিভাগই অতিথি সেবা বিভাগ। আর অতিথিদের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা, তাদের সম্মান করা, সকল কষ্ট থেকে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করা এগুলো প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মীকে সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন ।"

অতিথি সেবায় আদর্শ স্থাপন করা আবশ্যকঃ হুযূর আনোয়ার (আই.) ২২শে আগষ্ট ২০১৪ সালের খুতবা জুমআয় জলসার কর্মীদেরকে অতিথি আপ্যায়নের বিষয়ে নসিহত করতে গিয়ে বলেন যে, "সকল পুরুষ ও মহিলা কর্মীর এই চেতনা থাকতে হবে যে অতিথি হলেন মুসাফের। তাদের সেবা করতে হবে। তাদের সাথে সকল অর্থে সদাচরণ করতে হবে। অনেক সময় অনেক অতিথি অসদাচরণ করে থাকে কিন্তু কর্মীদের বড় মনের পরিচয় দেয়া উচিত ধৈর্য্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। সকল বিভাগের কর্মীদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত। আল্লাহ তালা নবীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আমাদের মনযোগ এদিকে আকর্ষন করেছেন যে অতিথিকে কিভাবে দেখাশুনা করতে হয়। অতিথির সালামের উত্তরে আরো বেশী আন্তরিকতার সাথে সালামের উত্তর দেয়া উচিত। তার জন্য শুভকামনা থাকা উচিত। তাকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দিতে হবে আনন্দ প্রকাশ করতে হবে। প্রকৃত শান্তি এবং নিরাপত্তা মানুষ তখন বোধ করে যখন কেউ আনন্দ পায় আর অতিথি বলতে কেবল আহমদী অতিথিই বুঝায় না বরং অআহমদী আসলে বেশী মনোযোগের দাবী রাখে।

অনেক সময় অআহমদীরা পরখ করে দেখে যে আচার ব্যবহার কেমন, তাদের সাথে কেমন ব্যবহার হয়। তাই সব সময় একথা দৃষ্টিগোচর থাকা চাই যে, আমরা অতিথি সেবা করবো বা আমাদেরকে অতিথি সেবা করতে হবে। আর এমন সেবা করতে হবে এমন খেদমত করতে হবে যা অন্যদের প্রকৃত অর্থে আনন্দিত করে। তাই আমাদের আগমনকারী সকল অতিথিদের আমাদের পক্ষ থেকে সেভাবে আনন্দ পাওয়া উচিত যেভাবে কোন নিকটাত্মীয়কে দেখে মানুষ আনন্দ পায়। এমন আনন্দ যদি কেউ পেয়ে থাকে, কেবল তবেই খেদমত এবং সেবার দায়িত্ব পালিত হয়ে থাকে। স্বজনদের খেদমত এবং সেবা আর আতিথেয়তা নিকট আত্মীয়ের খেদমত আর সেবা আর আতীথেয়তা তো সবাই করে থাকে। কেউ যদি কারো বেশি প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে এমন মানুষের অন্যায় আবদারও অনেকে সহ্য করে। খেদমত ও সেবার প্রকৃত চেতনা বা প্রেরনা কতটা আছে তা তখন বুঝা যায় যখন কেউ নিকট আত্মীয় না হয়। অতিথিরা আসেন বরকতের জন্য কল্যাণ লুফে নেয়ার জন্য কল্যানে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য। আমি যেভাবে বলেছি জলসার অতিথিদের জাগতিক কোন উদ্দেশ্য নেই। অতএব এমন অতিথির মেহমানদের জন্য যথাসাদ্য সিকিউরিটি এবং সহজ সাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর মেহমান নেয়াজী বা আতিথেয়তার যেই মানদন্ড আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা হলো, আমাদের সকল উপায় উপকরণ এবং পরিস্থিতি অনুসারে সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম আতিথেয়তার সুযোগসুবিধা আমাদের সৃষ্টি করা উচিত। ব্যবস্থাপকদের এ সম্পর্কে সব সময় ভাবা উচিত। পরিকল্পনা করা উচিত। আর আল্লাহ তালা আমাদের কাছে এ ধরনের আতিথেয়তা চান। সর্বোত্তম সুযোগ সুবিধা যেন অতিথিদের দেয়া হয়। নীতিগত একটি দিকনির্দেশনা যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে দিয়েছেন তা সবসময় কর্মীদের সামনে রাখা উচিৎ। অতিথি সেবার ব্যবস্থাপনা বা আতিথেয়তা সম্পর্কে কথা আসলে তিনি বলেন, আমার স্মৃতিপটে সবসময় এই চিন্তা বিরাজ করে যে, কোন অতিথির কষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। বরং আমি সবসময় নসীহত করি যে, যথাসাধ্য অতিথিদের আরাম বা স্বাচ্ছ্যন্দের ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। অতিথির হৃদয় আয়নার মতো হয়ে থাকে। একটু আঘাত লাগলেই তা ভেঙ্গে যায়।"

অতিথিদেরও উচিত জলসার ব্যবস্থাপকদের সহযোগিতা করাঃ হুযূর আনোয়ার (আই.) ২১শে আগষ্ট ২০১৫ সালের খুতবা জুমআয় জলসায় অংশগ্রহণকারী মেহমানদের কে জলসার উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখার নসিহত করতে গিয়ে বলেন যে, "আগত মেহমান ও জলসায় অংশ গ্রহণকারী সবাই নিজেদের জলসায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যকে সামনে রাখুন আর সর্বোচ্চ বা সবচেয়ে বেশি এটি থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

এরপর প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেও কতিপয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, ব্যবস্থাপনার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। ব্যবস্থাপনা আপনাদের সেবার পাশাপাশি আপনাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত। আর যদি পূর্ণ সহযোগিতা হয় তখনই তা লাভজনক হবে। তা জলসাগাহে বসার সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন, পুরুষদের জন্য হোক বা মহিলাদের জন্য হোক বা সে সমস্ত মায়েদের জন্য হোক যাদের সন্তান সন্ততি রয়েছে বা খাবার তাবুতে খাবারের সময় যাওয়া এবং এক শৃঙ্খলার অধীনে খাবার খাওয়ার নির্দেশ হোক, সেগুলো মেনে চলুন। কিন্তু খাবার খাওয়ানোর দায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেকের অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোন বাধ্য বাধকতার কারণে বা অনেক সময় দেরীতে আসার কারণে এবং এমন অনেক মা যারা সন্তান-সন্ততি নিয়ে আসেন তাদেরও কোন কারণে খাবারের নির্ধারিত সময় ছাড়াও খাবারের প্রয়োজন হতে পারে বা তাবুতে যেতে হয় তাই সেখানে কোন না কোন ব্যবস্থা সব সময় থাকা উচিত। কেননা বাজার তো সে সময় বন্ধ থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে অতিথিদেরও জলসা থেকে উপকৃত বা লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু কিছুটা অনুমতি রয়েছে তাই গিয়ে ব্যবস্থাপকদের বিরক্ত করি। সাধারণভাবে যে সমস্ত মায়েরা বাচ্চা নিয়ে আসেন তাদের চেষ্টা করা উচিত বাচ্চার খাওয়ার জন্য কিছু না কিছু সাথে নিয়ে আসা আর যদি খাওয়াতে হয় তাহলে দূরে সরে গিয়ে তাদের খাইয়ে দেয়া।

নিরাপত্তার সাধারণ যে ব্যবস্থা আছে সে ক্ষেত্রেও পুরো সহযোগিতা করুন এবং নিজেরাও সতর্কতার সাথে সবার ওপর দৃষ্টি রাখুন কেননা এটিও আমাদের নিরাপত্তার একটি ব্যবস্থা আর এর জন্য আমাদেরও ডানে-বামে বা আশেপাশে দৃষ্টি রাখা উচিত। পৃথিবীর অবস্থা আজ এমনই আর জামাতের উন্নতির ফলে হিংসুকদের ষড়যন্ত্রও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর সবচেয়ে বেশি আবশ্যকীয় হলো হিংসুকদের হিংসা এবং দুষ্টদের দুষ্কৃতি থেকে বাঁচার জন্য আমি যেভাবে পূর্বেই বলেছি যে, এই দিনগুলোতে অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে সকল অর্থে বরকতময় করুন।"

সাহাবা (রা.)-এর বর্ণনা থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমান নেওয়াজীর কয়েকটি দৃষ্টান্তঃ বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য আতিথেয়তার কেমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন আর কেমন তরবিয়ত করেছেন এরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়ে মেহমানদের আধিক্য এতটাই হতো যে, থাকার ব্যবস্থার সমস্যা হয়ে যেত কেননা কাদিয়ান ছোট্ট একটি জায়গা ছিল কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার

এই আদেশ অনুযায়ী যে 'ঘাবড়ে যেও না আর ক্লান্তও হয়ো না'। তিনি মেহমানদের জন্য যতটা সুযোগ সুবিধা দেয়া সম্ভব ছিল তার আদেশ দিতেন। কখনো পরিস্থিতিও হয়েছে যে, শীতের দিনে অনেক বেশি মেহমানের আগমনের কারণে তিনি (আ.) নিজের ও সন্তানদের গরম কাপড়ের বিছানা-পত্র মেহমানদের এনে দিয়েছেন।

একবার এত বেশি মেহমানের আগমন হল যে, হযরত আম্মাজান হযরত উম্মুল মু'মিনীন অনেক বেশি উৎকণ্ঠিত ছিলেন এ কারণে যে, মেহমানগণ কোথায় অবস্থান করবে আর কিভাবে তাদের ব্যবস্থাপনা করা হবে? এই পরিস্থিতিতে তাঁকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক কাহিনী শুনান যে, এক মুসাফিরের জঙ্গল অতিক্রমকালে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, আর রাত অন্ধকারে ডুবে গেল, নিকটবর্তী স্থানে না ছিল কোন শহর আর না ছিল কোন বসতি যেখানে গিয়ে সে বিশ্রাম নিতে পারে, কোন উপায় না পেয়ে সেই বেচারা একটি গাছের নিচে রাত অতিবাহিত করার জন্য বসে পড়লো। ওই গাছের ওপর পাখির একটি বাসা ছিল, পুরুষ ও স্ত্রী পাখি মিলে এই সিদ্ধান্ত করল যে, এই ব্যক্তি যে আমাদের গাছের নিচে বসে আছে সে আজকে আমাদের মেহমান আর এর জন্য আমাদের ওপর আবশ্যকীয় যে, তার মেহমান নেওয়াজী করা। এখন কিভাবে মেহমান নেওয়াজী করবে তা ভেবে সিদ্ধান্ত করলো যে, প্রথমত শীতের রাত আমাদের মেহমানের শীত লাগবে তাই প্রথমে আগুন পোহানোর জন্য কোন কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে।

অতঃপর ভাবলো যে, আমাদের কাছে তো আমাদের ঘরটি ছাড়া আর কিছুই নেই তাই এটিকে যদি নিচে ফেলে দেই যার ডাল-পালা দিয়ে আগুন জালিয়ে মেহমান কিছুক্ষণ তো শীত নিবারণ করতে পারবে। সুতরাং তারা নিজেদের বাসাটি নিচে ফেলে দিল আর সেই ব্যক্তি এটি দিয়ে আগুন জালিয়ে পোহাতে লাগল। অতপর তারা এই সিদ্ধান্ত করল আমাদের কাছে মেহমানের খাবার ব্যবস্থার জন্য তো কিছুই নেই তাই চল আমরা নিজেরাই এই জলন্ত আগুনে ঝাপ দেই, আর এতে যখন ভুনা হয়ে যাব তখন মেহমান আমাদেরকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে নিবে। সুতরাং তারা এমনটিই করল আর মেহমানের খাবারের ব্যবস্থা করে দিল। তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কাহিনী শুনানোর উদ্দেশ্য হল মেহমানদের আগমনের কারণে বিচলিত না হয়ে যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে মেহমানকে আপ্যায়ন করতে থাকা উচিত।

অতিথির সম্মান সংক্রান্ত একটি ঘটনা আছে, "একবার কাদিয়ানে আগমনকারী এক মেহমান যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতও করেছেন আর শীষ্যত্বের বা মুরীদির সম্পর্কও ছিল। তিনি এই শীষ্যত্বের প্রেরণার অধীনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পা দাবান বা পা চাপেন। ইত্যবসরে কামরার দরজা বা জানালায় এক হিন্দু বন্ধু এসে কড়া নাড়ে। সেই সাহাবী বলেন, আমি উঠে জানালা খুলতে উদ্যত হলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলেন এবং বলেন, আপনি আমাদের অতিথি, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, অতিথির সম্মান করা আবশ্যক। দেখুন এখানে এখন দু'টো চিত্র আছে একটি হলো, মুরীদ বা শীষ্যের যার অধীনে তার বাসনা অনুসারে পা দাবানোর বা চেপে দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর দ্বিতীয় দিক হলো অতিথির বা মেহমানের অধিকার বা প্রাপ্য যা প্রদানের নিমিত্তে তাৎক্ষনিক ভাবে তিনি নিজ অনুসরণীয় নেতার নির্দেশের অধীনে আগত অতিথিকেও সম্মান করেন এবং আগমনকারী ব্যক্তির সম্মানার্থে স্বয়ং তার জন্য গিয়ে দরজা খুলেন।"

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একজন অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী আহমদী ছিলেন শেঠী গোলাম নবী সাহেব যিনি পিণ্ডিতে দোকান করতেন। হযরত মিঞাঁ সাহেব বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন, একবার আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান আসি। শীতকাল ছিল আর কিছু বৃষ্টিও হচ্ছিল। আমি মাগরিবের সময় কাদিয়ান পৌঁছি। রাতে খাবার খেয়ে আমি যখন শুয়ে যাই আর রাতের একটি বড় অংশ কেটে যায় তখন কেউ আমার কামরার দরজায় কড়া নাড়ে। আমি উঠে দরজা খুললে দেখি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এক হাতে গরম দুধ ভর্তি গ্লাস আর অপর হাতে ছিল হারিকেন। আমি হুযূরকে দেখে ঘাবড়ে যাই কিন্তু হুযূর (আ.) পরম স্নেহের সাথে বলেন, কেউ দুধ পাঠিয়েছে তাই আমি ভাবলাম আপনাকে দিয়ে আসি। আপনি এই দুধ পান করুন। আপনার হয়তো দুধ পান করার অভ্যাস থাকবে। শেঠী সাহেব বলতেন, আমার চোখে অশ্রুবারী নেমে আসে। সুবাহানাল্লাহ্! কত উন্নত চরিত্র, আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত মসীহ্ তাঁর সেবকদের খিদমত করাকে কতটা উপভোগ করছেন আর একই সাথে কষ্ট সহ্য করেছেন।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার কিছু মেহমান সঠিক ভাবে খাবার খেতে পারেননি বা খাবার পাননি। ব্যবস্থাপনার ভ্রান্তির কারণে তাদের দেখা-শুনা করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন যে, কিছু অতিথির দেখা-শুনা করা হয়নি। তিনি (আ.) বলেন, "রাতের বেলা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাতে অতিথিশালায় লোকদের সঠিক ভাবে দেখা-শুনা করা হয় নি। যারা পরিচিত ছিল তাদেরকে দেয়া হয়েছে আর কতককে খাবার দেয়া হয়নি। সঠিকভাবে খিদমত করা হয়নি। এর ভিত্তিতে তিনি (আ.) অতিথিশালার কর্মীদের ছয় মাসের জন্য বের করে দেয়ার নির্দেশ জারী করেন এবং শাস্তি দেন। তাঁর প্রকৃতির কোমলতা সত্ত্বেও অতিথিদের আতিথেয়তায় লোক দেখানো এবং ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি সেই কর্মীদের শাস্তি দেন আর লঙ্গর খানার খাবারের ব্যবস্থা নিজের তত্ত্বাবধানে করান।"

পরিশেষে বলতে হয় জামাতে আহমদীয়ায় জলসা সালানা অনুষ্ঠানের ভিত্তি এ জন্য রাখা হয়েছে, যাতে করে প্রত্যেক আহমদী আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করে এবং এক স্থানে একত্রিত হয়ে নিজেদের আমল ও উন্নত মানের চারিত্রিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারে। জলসা সালানা অনুষ্ঠানের একটি উদ্দেশ্য এটিও হয়ে থাকে যে, সদস্যগণ এক স্থানে একত্রিত হয়ে ধর্মীয় বুৎপত্তি বোঝার চেষ্টা করে এবং শিখে ধর্মীয় শিক্ষার উপর আমল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। সুতরাং জলসা সালানা যেখানে উত্তম আদর্শ প্রদর্শনের পরিবেশ তৈরি করে দেয় সেখানে নিজের উত্তম আদর্শ আত্মস্থ করার জন্য ,আত্মার সংশোধনের জন্য নিজের রূহ্‌কে তৈরি করার পরিবেশও সৃষ্টি করে দেয়। দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের প্রিয় হুযূর সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর উত্তম নসিহত সমূহের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন ।

সন্তানদের তরবীয়ত বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শ

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

(দ্বিতীয় কিস্তি)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চরিত্রকে আমরা যখন গভীরভাবে পর্যালোচনা করি, তখন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি যে, হুযূর (আ.) প্রথমত: আল্লাহ্, তারপর নবী করীম (সা.) ও কুরআন শরীফের মর্যাদার জন্য যবরদস্ত গায়রত (আত্মসম্মান বোধ) রাখতেন। হুযূর (আ.) এর অন্তরে আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি যে গায়রত ছিল, তার প্রভাব তাঁর সন্তানদের মধ্যেও গভীরভাবে পড়েছিল। আমাদের অন্তরে যদি ইসলাম ধর্ম ও আল্লাহ্ রসূল (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা থাকে, তাহলে আমাদের সন্তানদের মাঝেও তা প্রবেশ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি যেমন গভীরভাবে দৃষ্টি দিতেন, অন্য শিশুদের প্রতিও ঠিক অনুরূপ দৃষ্টি দিতেন। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী এরফানী (রা.) হুযূর (আ.) সম্পর্কে লিখেছেন : "আমি লক্ষ্য করেছি, হযরত (আ.) তাঁর নিজ সন্তানদের সাথে যেরকম ব্যবহার করতেন– তাদের খেলার সাথীদের সাথেও তেমনি ব্যবহার করতেন। একদিন তিনি হাসতে হাসতে একটি গল্প শোনালেনঃ এক শিশু-সন্তান তার পিতার সাথে হুযূর (আ.) এর গৃহের এক অংশে থাকত। (আজকাল সে আফ্রিকায় চাকুরীরত আছে) ঐ শিশুর বাবা লঙ্গরখানায় কর্মরত ছিলেন। একবার হুযূর (আ.)-এর খেদমতে কোথা থেকে অনেক আম এসেছিল। হুযূর নিজ সন্তানদেরকে যেমন অনেকগুলো আম দিচ্ছিলেন, সাথের শিশুদেরকেও অনেক আম দিচ্ছিলেন। হুযূর (আ.) নিজ সন্তান আর অন্যদের সন্তানদের মাঝে কোন পার্থক্য করতেন না।" [হযরত ইরফানী সাহেবের লেখা, সীরাত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পৃ: ৩৭১-৩৭২]

হযরত (আ.) সন্তানদের প্রতি কত সদয় ছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী এরফানী (রা.) লিখেছেন : হযরত (আ.)-এর অনুগ্রহ ও স্নেহ-মমতা কেবল নিজ সন্তানদের জন্যই নির্ধারিত ছিল না, সাধারণ ভাবে সকল শিশুদের জন্য হুযূর বড়ই স্নেহ-পরবশ ছিলেন। জামাতের কোন ব্যক্তির গৃহে সন্তান-জন্মের খবর শুনলে হুযূর খুব খুশী হতেন। প্রায় সময় হুযূর তাদের নাম রেখে দিতেন।..... মাদ্রসা আহমদীয়ার ছাত্রদের কেউ অসুস্থ হলে হুযূর তাদের চিকিৎসার প্রতি নজর দিতেন। যদি গরীব ছাত্র হতো, তাহলে তাদের প্রতি অনেক বেশী তৎপর হতেন। হুযূর (আ.) যেভাবে তাদের দেখাশোনা করতেন, খুব কম মানুষের ভাগ্যে এমনটি জুটেছে। বারবার অস্থিরতার সাথে তাদের খোঁজ নিতেন, দোয়া করতেন। বারবার খোঁজ নিতেন যে, ঐ শিশুর কী অবস্থা। যখন ঐ শিশু সুস্থ্য হোত, হুযূর খুব খুশী হতেন। এ ধরনের অনেক উদাহরণ আছে। হায়দ্রাবাদের আব্দুল করিম এবং মিয়া আব্দুর রহিম খান খালেদ সাহেব, যিনি পরবর্তিতে ব্যারিষ্টার হয়েছিলেন, এর আরোগ্য লাভের ঘটনা তো বিশেষ নিদর্শন হয়ে আছে। [সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পৃ: ৩৮৬]

হুযূর (আ.) ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও নজর রাখতেন। হযরত মির্যা বশির আহমদ [কামরুল আম্বিয়া (রা.)] লিখেছেন তাঁর বাল্য কালের কথা। তিনি হযরত (আ.)-এর দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে একবার তিনি মির্যা নেজাম দীন সাহেবের বাড়ীর দিকে ইশরা করে সাথের শিশুদের বললেন, 'ঐ দেখ! মির্যা নিজাম দীনের বাড়ী।' হুযূর (আ.) মির্যা বশির আহমদকে বললেন, মিয়া! তিনি তোমার চাচা (যদিও তিনি আমাদের বিরোধী), তার নাম এভাবে উচ্চারণ করা উচিৎ না। সম্মানের সাথে নাম বলা উচিত।' (সীরাতুল মাহ্দী ১ম খন্ড, পৃ: ২৮ বর্ণনা নং ২৮) মির্যা নেজামদীন হযরত (আ.) এর চাচাত ভাই ছিলেন। কিন্তু হযরত (আ.) এর কঠোর বিরোধী ছিলেন এবং হযরতকে অনেক কষ্ট দিতেন।

হযরত বশির আহমদ (রা.) এর আর একটি ঘটনা। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) বর্ণনা করেছেন। একবার মির্যা বশির আহমদ খেলতে খেলতে অন্য শিশুদের সাথে মসজিদে এসে গেলেন এবং হযরত (আ.) এর কাছে বসে গেলেন, এরপর বালক-সুলভ ভাবে হঠাৎ হেঁসে উঠলেন। হয়ত কোন কথা তাঁর স্মরণে এসেছিল। হযরত (আ.) তাকে বললেন, 'মিয়া! মসজিদে এভাবে হাঁসতে হয় না।' (সীরাত মসীহ্ মাওউদ, লেখক শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী পৃ: ৩৬৭)

আর একটি ঘটনা। হযরত নবাব মোবারাকা বেগম ও আমাতুল হাফিজ বেগম [হুযূর (আ.) কন্যাদ্বয়] খুবই ছোট ছিলেন। কোন চাকরাণীর কাছে এক গালী শিখেছিলেন। সেদিন হুযূর (আ.) এর সামনে ঐ গালী উচ্চরণ করলেন। হযরত (আ.) ঐ মন্দ-শব্দ শুনে খুব অসন্তুষ্ট হলে হুযূর (আ.) বললেন, "মেয়েরা কোথা থেকে এমন গালী শিখল! 'এই শিশু-বয়সে যে কথা শিশুরা শিখে নেয়– সে কথা তাদের মগজে ঢুকে যায় এবং জীবনে যেকোন সময় তা তার মুখে উচ্চারিত হতে পারে, এমনকি মরণের সময়েও। তাই শিশুদের এ রকম মন্দ কথা শেখানো উচিৎ না।" (তাহরিরাত মোবারকা পৃ: ২৮৯-২৯০)

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হযরত (আ.) কখনো রাগান্বিত হয়ে কোন গালী উচ্চারণ করেন নি। হযরত (আ.) কাউকে কখনো গাল মন্দ করতে অনুমতি দেননি। তাই হুযূর (আ.) এর বাড়ীতে কেউ গালী উচ্চারণ করত না।

হযরত নবাব মোবারাকা বেগম বর্ণনা করেন : "আমার আব্বা হযরত (আ.) এর দোয়াতে অনেক বেশী জোর দেয়ার কথা আমার মনে পড়ে। মনে হতো, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল দোয়া করা। আব্বা অনেকবার বলেছেন, তোমার যখন রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখনই দোয়া কর। সেটিই তোমার তাহাজ্জুদ হয়ে যাবে।' আমার

অভ্যাস হয়ে গেছে, রাতে যখনই চোখ খুলে যায়, দোয়া করি।" (মোবারাকার লেখা- পৃ. ২১৭-২১৮)

হযরত মোবারাকা বেগম আরও লিখেছেন: "আমি অনেক ছোট-শিশু ছিলাম। হযরত (আ.) অনেকবার আমাকে বলতেন, 'আমার কার্যক্রমের জন্য দোয়া কর। চিন্তা করে দেখুন, কোথায় হুযূর (আ.) আর কোথায় আমি? আমাকে তিনি বার বার বলছেন, 'আমার কাজের জন্য দোয়া কর!! হুযূরের উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যেন দোয়া করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের মুখস্ত হয়ে যায় যে আল্লাহ্‌র রহমতের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত। চাও তো পাবে। এটি হুযূর (আ.) এর সন্তানদের তরবিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।" (তাহরিরাতে মোবারকা পৃ. ৬৬-৬৭)

খাকসার সংকলনকারী বলছি, আমার এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, একদিন আমার সম্মানিত ওস্তাদ জামেয়ার প্রফেসর পরবর্তিতে প্রিন্সিপাল, হযরত মালেক সায়ফুর রহমান সাহেব মুফতী সিলসিলাহ্ গোল বাজারের রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) এরও ওস্তাদ ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে সাইকেল থেকে নেমে আমার কাছে এসে বললেন, "আমার জন্য দোয়া করুন, জরুরী বিষয় আছে।" আমি এত আশ্চর্য হয়েছি যা বর্ণনা করা সম্ভব না। তাঁর যাবার পর আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আমি মাত্র একজন ছাত্র। তিনি জামাতের একজন বড় বুযুর্গ। সাইকেল থেকে নেমে দোয়ার জন্য বলছেন। এতে করে দোয়াতে অনেক বেশী মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একথা শিখিয়েছেন যে, শিশুদের দোয়াও আল্লাহ্‌কে খুশী করে। আস্তে আস্তে শিশু বড় হতে হতে দোয়া করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যে শিশু দোয়ায় অভ্যস্ত হবে, সে শিশুকে আল্লাহ্ অনেক বড় করবেন, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত নবাব মোবারকা বেগম (রা.) আরো লিখেছেন : "আমার ঐ ছোট-শিশুকাল থেকেই অভ্যাস হয়ে গেছে, রাতে যখনই চোখ খুলে যায়, দোয়া করি। অনেক সময় অসুখের কারণে উঠতে পারি না। বার বার ঘুম ভেঙ্গে যায়। যতবার ঘুম ভাঙ্গে, তত দোয়া করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।" (তাহরিরাতে মোবারকা পৃ. ২৭০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সালানা জলসার বক্তৃতায় বলেছেন। "আমরা বাল্যকালে স্বপ্ন দেখলে হযরত (আ.)কে শোনাতাম আর হুযূর (আ.) তা নোট করে দিতেন। নিচে লিখতেন, মাহমুদের স্বপ্ন।" (বরকাতে খেলাফত, আনোয়ারুল উলুম, খন্ড ২, পৃ. ১৮১)

হযরত মির্যা বশির আহমদ [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মেঝ ছেলে] লিখেছেন: "হযরত (আ.) স্বভাব ছিল, কোন ব্যক্তি যদি তার স্বপ্নের কথা বলতেন, হুযূর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অনেক সময় নোট বুকে নোট করে নিতেন। একবার যে সময়...মসজিদের নিচের রাস্তার ওপর দেয়াল দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, তখন আহমদীরা বড় কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে হযরত (আ.) আইনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। [এই একটি ঘটনা ব্যতীত হুযূর (আ.) কখনো কোন কঠিন সময়েও আইন বা আদালতের আশ্রয় নেননি] সে সময় একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, ঐ দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে, আর আমি ঐ দেয়ালের ভাঙ্গা- অংশের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।" আমি আব্বার কাছে বললাম, আব্বা নোট বুকে লিখে নিলেন। (সীরাতুল মাহ্দী ১ম খন্ড; পৃ. ৩০)

হযরত নবাব মোবারকা বেগম (রা.) স্বপ্ন দেখলেন, হুযূর (আ.)কে বললেন। হুযূর (আ.) তাঁর নোক বুকে লিখে নিলেন (তাহরিরাতে মোবারকা পৃ. ৫৫)। নবাব মোবারকা বেগম লিখেছেন; হুযূর প্রায় জিজ্ঞেস করতেন বা আমি নিজেই শোনাতাম। হুযূর খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অথচ তখন আমি খুবই ছোট্ট ছিলাম, তাই বলে তিনি অবহেলা করতেন না। স্বপ্নের কোন অংশ যদি বাহ্যিকভাবে পুরণ করার মত হোত, তাহলে বাহ্যিক-ভাবে পূরণ করে দিতেন।

হযরত মোবারকা বেগম (রা.) লিখেছেন: একদিন হুযূর আমাকে বললেন, বিশেষ বিষয় আছে। দোয়া কর। রাতে দু'রাকাত নফল নামায পড়। আমার অন্তরে যে বিষয় আছে, সে সম্পর্কে যদি তুমি কোন ইংগিত পাও, আমাকে জানাবে। আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম...হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব খুব ধ্যানমগ্ন হয়ে ছাদের ওপর বসে আছেন। মৌলভী সাহেবের হাতে একটি বই। তিনি বলছেন, 'এই বইয়ে আমার সম্পর্কে এলহাম লেখা আছে।' তিনি মাথা তুলে আমার দিকে দেখলেন আর বললেন, 'আমি আবু বকর হয়েছি।"(স্বপ্নটি প্রকাশিত) হযরত (আ.) পদচারণারত ছিলেন। আমি হুযূরকে বললাম যে, আমি মৌলভী সাহেবকে এমন দেখেছি, তিনি বললেন, 'আমি আবু বকর'। হুযূর শুনে বললেন, 'আমি যে দোয়া করছিলাম, এটি তার উত্তর।" (তাহরিরাতে মোবারাকা) হুযূর (আ.) কেবল নিজ সন্তানদের নয়, বরং যেকোন শিশুর স্বপ্নকে গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন। প্রয়োজনে ইশরায় লিখে নিতেন। ১৯০৫ইং সনে ভয়ংকর ভূমিকম্পের সময় হুযূর (আ.) কিছু দিন বাগানে তাঁবু করে অবস্থান করছিলেন। হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের ছেলে মনজুর সাদেক স্বপ্নে দেখেছিলেন, অনেক ছাগল জবাই করা হচ্ছে। হযরত (আ.) তার স্বপ্ন শুনে হুযূরের নিজ পরিবারের প্রত্যেকের নামে একটি করে ছাগল জবাই করলেন। সবাইকে বললেন, যাদের সামর্থ আছে, তারাও যেন নিজের পরিবারের সদস্য প্রত্যেকের নামে ছাগল যবাই করে। নয়ত, পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে একটি ছাগল যবাই করে। সম্ভবত: একশ ছাগল যবাই হয়েছিল।

হুযূর বলেছেন, শিশুর মন পরিষ্কার, নিষ্পাপ হয়ে থাকে। তাই তাদের স্বপ্ন সঠিক হয়। [সীরতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লেখক শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) পৃ. ৩৮৭]

হুযূর (আ.) বলেছেন:"মু'মিন কখনও নিজের জন্যে স্বপ্ন দেখে, কখনো তাকে অন্যের জন্য স্বপ্ন দেখানো হয়। আমরা তো ঐ বালকের স্বপ্নের কারণে ১৪টি ছাগল যবাই করার নির্দেশ দিয়েছি। জামাতের সবাইকে ছাগল যবাই করতে বলছি।" [বদর পত্রিকা; ১৩ এপ্রিল ১৯০৫]

অনেক এমন মানুষ আছে, যারা ছোট শিশুকে রোযা রাখতে সুযোগ দেয়। হযরত নবাব মোবারকা লিখেছেন : হুযূর নাবালক-শিশুদের রোযা রাখানো পছন্দ করতেন না। হ্যাঁ, দু' একটি রোযা রাখাই তাদের জন্য যথেষ্ট। একবার আমি রোযা রেখেছিলাম। আমি হুযূরকে বললাম, 'আমি রোযা রেখেছি। হুযূর কামরার ভেতরে গেলেন এবং একটা পান এনে আমাকে দিয়ে বললেন, খেয়ে নাও; তুমি এখনও দুর্বল, এ সময়

রোযা রাখা ঠিক না। আমি বললাম, তাহলে ছোট মামী সাহেবাও রোযা রেখেছেন– তার রোযাও ভেঙ্গে দিন। হুযূর বললেন, তাকে ডেকে আন। মামী আসলে হুযূর (আ.) তার রোযাও ভেঙ্গে দিলেন। মোবারকা বেগম (রা.) লিখেছেন তাঁর বয়স তখন দশ বছর ছিল। (তাহরিরাতে মোবারাকা, পৃ. ২১২-২১৩]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শিশুদের তরবিয়তের লক্ষ্যে শিক্ষণীয় ঘটনা শিশুদেরকে শোনাতেন, যাতে শিশুর মনে ভাল প্রভাব পড়ে। হযরত নবাব মোবারকা বেগম (রা.) বর্ণনা করেছেন : হুযূর (আ.) যখন সময় পেতেন, তখন বুযূর্গও গুণী-জনের ঘটনা আমাদেরকে শোনাতেন। আমার ভাইদের বলতেন তোমরা মাগরেবের নামায পড়ে এশার নামাযের পরে বাড়ীর বাইরে থাকবে না। কখনও যদি কেউ দেরিতে ফিরত, হুযূর অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। একবার ছোট-ভাই দেরীতে আসাতে দেখেছি, হুযূর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

একবার এক বালিকার বিরুদ্ধে কয়েকজন মহিলা অভিযোগ করলেন যে, এই মেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তায় উঁকি দেয়। হুযূর তাকে ডেকে অসন্তোস প্রকাশ করলেন যে, তুমি এভাবে জানালা দিয়ে বাইরে কেন উঁকি দাও? তোমার শাস্তি এই যে, অন্য মেয়েরা তোমার সাথে খেলবে না, তোমার সাথে কথাও বলবে না। হুযূর আমাকেও বললেন, এর সাথে কথা বলবে না। তারপর ঐ মেয়েটি খুব কান্নকাটি করলে, তওবা করলে হুযূর দু'দিন পরে আমাকে বললেন, এরপর তোমরা তার সাথে কথা বলতে পার।"

আর একবার এক অভিযোগ শুনে হুযূর (আ.) তাকে ডেকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং বক্তব্য রাখলেন। হুযূর বলেছিলেন, মেয়েদের পবিত্রতা, ইয্যত খুব নাযুক (দুর্বল) বিষয়। মোতির উজ্জ্বলতা কমে গেলে তার দাম কমে যায়, আর পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল-মোতির দাম বেশী হয়। মহিলাদের সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

চাকর-চাকরাণীদের ছোট-খাট চুরি-দারির কথা শুনলে হুযূর নিষেধ করতেন। সামান্য একটু ব্যাপারেও অনেক সময় দেখেছি, গায়ের আহমদী পুরানো চাকর-চাকরানী যদি না বলে কিছু নিয়ে যেত, হুযূর কিছু বলতেন না। হুযূর বলতেন, এতটুকু বিষয়ের উল্লেখ করাও লজ্জার বিষয়। তারপর আমরা দেখলাম, ধীরে ধীরে সকলের সংশোধন হয়ে গেল।" (তাহরিরাতে মোবারকা, পৃ. ২৮৮-২৮৯)

হযরত (আ.) বাহ্যত: ছোট বিষয় হলেও শিশুদেরকে বুঝিয়ে বলতেন। হযরত নবাব মোবারকা বেগম (রা.) লিখেছেন : 'একবার ছোট ভাই সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ কাঁচি নিয়ে খেলছে। কাঁচির আগা আমি মোবারকের দিকে করে রেখেছিলাম। হুযূর (আ.) দেখে বললেন, ধারাল কাঁচি, ছুরি, চাকুর আগা কাউকে ধরার জন্য এগিয়ে দিবে না। কেউ আঘাত পেতে পারে, কারো চোখে খোঁচা লাগতে পারে। কেউ আঘাত পেলে সে সারা জীবন এর ব্যাথা অনুভব করবে। আবার না দেখে পাথর বা ঢিল ছুড়বে না; কেউ আঘাত পেতে পারে। কারো মাথায় বা চোখে লাগতে পারে। শিশুদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করতেন। একবার আমি ও মোবারক আহমদ হুযূর (আ.)-এর নিকটে বিছানার ওপর খেলছিলাম। আমরা একে অপরকে পা দিয়ে মারছিলাম। রাগারাগির লড়াই ছিল না। আমাদের ভাই বোনের মাঝে খুব মায়া-মমতা ছিল। হুযূর আমাদের উদ্দেশ্য বললেন, কুস্তি কর, খেল, কিন্তু সতর্ক থাকবে। বিশেষ করে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মেয়েদের শরীরের এক অংশ খুবই নরম হয়ে থাকে। হঠাৎ শক্ত আঘাত পেলে মৃত্যুও হতে পারে। তোমরা দুজন খেল। কিন্তু কোন দুর্বল স্থানে যেন আঘাত না লাগে।"

(তাহরিরাতে মোবারকা, পৃ. ২৬৫)

অনেক সময় বড়রাও এমন কিছু করেন, যা উত্তম-চরিত্রের উদাহরণ হয় না। তারা সেটাকে তুচ্ছ বিষয় মনে করেন। তাদের দেখে শিশুরাও অনুকরণ করে, অথচ কাজটি সঠিক হয় না। হযরত মৌলভী খায়রুদ্দীন শিখাওয়ানী বর্ণনা করেছেন : একবার হযরত (আ.) হেঁটে ভ্রমনে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একটি বাবলা গাছ পড়েছিল। একজন সাহাবী ঐ বাবলা গাছের ডাল ভেঙ্গে দাঁতন বানিয়ে কয়েকজনকে দিলেন (দাঁত ব্রাশের উদ্দেশ্যে)। এ অবস্থায় মিয়া মাহমুদ [হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদকেও ঐ দাঁতন দিলেন। মিয়া মাহমুদ হুযূরকে বললেন, "আব্বা মিসওয়াক! তিনি নীরব থাকলেন। মিয়া মাহমুদ কয়েকবার একথা বলার পর হুযূর বললেন, মিয়া! কার অনুমতি নিয়ে মিসওয়াক নিয়েছ? (অর্থাৎ বাবলা গাছ তো অন্য একজনের) হুযূর (আ.) এর কথা শোনা মাত্র সাহাবী সবাই মিসওয়াক ফেলে দিলেন।" (আল্ হাকাম, ২৮-২১ মে ১৯৩৪ইং পৃ. ২৪)

হযরত ডাঃ মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ "একদিন মিয়া মাহমুদ ও মিয়া বশির দুভাই ঘরের দরজা বন্ধ করে চড়ুই পাখি ধরার চেষ্টা করছিলেন। হযরত (আ.) জুমুআর নামাযের জন্য বের হচ্ছিলেন। হুযূর তাদের বললেন, মিয়া! ঘরের পাখি ধরতে হয় না। যার অন্তরে দয়া নাই, তার ঈমান নাই।" হযরত ডাঃ মীর ইসমাইল (রা.) মিয়া মাহমুদ ও মিয়া বশিরের মামা ছিলেন। [সীরাতুল মাহদী ১ম খন্ড, পৃ: ১৭৬, বর্ণনা নং ১৯৮]

হযরত মৌঃ আব্দুল করিম (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ শীতের মওসুম ছিল। মিয়া মাহমুদ হযরত (আ.) এর কোটের পকেটে ইঁটের এক টুকরা রেখেছিলেন। হুযূর (আ.) শায়িত অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হুযূরের খাদেম হামেদ আলীকে হুযূর বললেন, আমার শরীরে ও কোমরের কাছে কিছু ব্যাথা করছে। দেখ তো, কি ব্যাপার। হামেদ আলী হুযূরের শরীরে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলেন। দেখলেন, কোটের পকেটে ইটের টুকরা, যা শরীরে আঘাত করছে। ইটের টুকরা হুযূরকে দেখালে হুযূর মৃদু হেঁসে বললেন, ২/১ দিন পূর্বে মিয়া মাহমুদ আমার পকেটে রেখেছে। হুযূর বললেন, ইটের টুকরা পকেটে রেখে দাও। আমি এটা দিয়ে খেলব।" [সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লেখক হযরত আব্দুল করিম শিয়ালকোটী (রা.) পৃ. ৮১-৮২]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) উপরোক্ত ঘটনার সাথে মন্তব্য করেছেন; 'হুযূর শুধু যে শিশুর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করছেন, তা নয়। বরং এখানে তরবিয়তের বিষয় আছে। সেটি ছিল মিয়া মাহমুদের আমানত (গচ্ছিত সম্পদ)। অতএব, সে চাইলে তাকে ফেরত দিতে হবে। শিশু যেন শিক্ষা গ্রহণ করে যে, আমানত সংরক্ষণ করতে হয় এবং ফেরত দিতে হয়। সুবহানাল্লাহ্।

(চলবে)

জলসা সালানায় যোগদানকারী মেহমান ও মেযবানদের জন্য উপদেশ

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

জামা'তে আহমদীয়ার গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের একটি হচ্ছে সালানা জলসা। জলসার গোড়াপত্তন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজ হাতে রাখেন। তিনি জলসার অপরিসীম গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য এবং কল্যানের কথা বলেছেন। তিনি মেহমান এবং মেজবানদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। জলসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একবার তিনি জলসার গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেন,

"এ জলসাকে অন্যান্য সাধারণ সভার মত মনে করবে না। এটি এমন বিষয় যা কেবল মাত্র সত্যের সাহায্যের জন্য এবং খোদার বাক্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ জামা'তের ভিত্তি খোদাতা'লা নিজ হাত দ্বারা রেখেছেন। এর জন্য জাতি প্রস্তুত করেছেন যারা পরবর্তীতে খুব শীঘ্রই এসে মিলিত হবে। কেননা এটা সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাজ যার সামনে কোন কিছুই টিকতে পারে না।"

তিনি আরো বলেন, "প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে এ লিল্লাহি জলসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সহায় হোন এবং তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, তাদের প্রতি রহম করুন। তাদের বিপদ ও কষ্টের অবস্থা তাদের জন্য সহজ করে দিন। তাদের দুঃখ ও চিন্তা দুর করে দিন। তাদেরকে প্রত্যেক প্রকার কষ্ট থেকে রক্ষা করুন। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য তাদের জন্য খুলে দিন। কেয়ামতের দিন তাদেরকে ঐ সকল বান্দার সাথে উত্থিত করুন যাদের প্রতি তিনি রহম করেছেন। তাদের সফরের সমাপ্তি তাদের জন্য যেন উত্তম হয়।" (ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, ৩৭২পৃ:)

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহ.) ১৯৯৮ইং: হতে ২০০০ইং: সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জলসায় মেহমানদের এবং মেজবানদের যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তা নিম্নে উপস্থাপন করছি।

মেহমান ও মেজবানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ
যিকরে এলাহী ও দরুদ পাঠে সময় অতিবাহিত করুন

আল্লাহ্‌র স্মরণ ও দরুদের মাধ্যমে নিজেদের সময় অতিবাহিত করুন এবং নিয়মিত বাজামা'ত নামায আদায় করুন। বৃথা কথাবার্তা পরিত্যাগ করুন। পরস্পর কথাবার্তায় নিচু আওয়াজ ও নম্রতা অবলম্বন করুন। কঠোর ভাষা আপনাকেও কষ্ট দেয় আবার যাকে বলেন তার জন্যও কষ্টদায়ক হয়। যদি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ্‌র খাতিরে তা হজম করুন, ধৈয্য ধারন করুন। এর ফলে আপনি পুত:পবিত্র থাকবেন। জলসার অনুষ্ঠান মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

কারো পদস্খলনের কারন যেন না হোন

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, সেই ব্যক্তি যে অন্যের পদস্খলনের কারন হয় তার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ না করাই ভাল ছিল। যেখানে কারো মাধ্যমে ঠোকর খাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে এটা অনেক বড় ধরনের অন্যায় হিসাবে বিবেচিত হবে। সেটা স্থানীয় বন্ধু হোক বা দুর থেকে আগত মেহমান হোক প্রত্যেকের নিজেকে সংযত রাখা উচিত।

নিজেদের কেন্দ্রের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত

আপনারা পৃথিবীতে কেবল তখনই এক জামা'ত বলে বিবেচিত হবে যখন আপনারা জগতে খোদার রুহের নিচে এক আত্মা হয়ে তা প্রকাশ করবেন। রুহ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য হৃদয় পরিস্কার হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্‌র রঙে এমন আত্মাই রঙিন হয়। আপনারা একজন আরেকজনের সাথে যখন স্বাক্ষাৎ করবেন এতে কখনো একাত্মতা নষ্ট হবে না। আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য অন্যরা কি কখনো এটা অনুভব করেছে।

ইবাদতকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিন

একটি কথা আমার সর্বদা মনে হয় তা হচ্ছে ইবাদতকে প্রাধান্য দিন। জলসার মানে হচ্ছে ইবাদতকারীদের সমাবেশ। জলসা এ উদ্দেশ্যে করা যেন খোদার বান্দাগণ খোদার হয়ে যান আর এটি ইবাদত ব্যতিরেকে হতে পারে না। রুহ পরিস্কার করার যে কথা আমি বলেছি এটির একটাই পদ্বতি আর তা হচ্ছে যতবেশী খোদার ইবাদত করবেন ততবেশী খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এতে না আপনি কারো পদস্খলনের কারন হবেন আর না নিজের পদস্খলনের সম্ভাবনা রয়েছে। ইবাদতগুজার মানুষের ওপর ফিরিশতা অবতীর্ন হয়। এদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, আমরা এ পৃথিবীতেও তোমাদের সাথে আছি আর পরকালেও তোমাদের সাথেই থাকব।

সালামের প্রচলন করুন

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, **"আফশুস সালাম"** অর্থাৎ সালামের ব্যাপক প্রচলন কর। আপনারা এ অভ্যাস তৈরী করুন। সালাম দেয়াতে দু'টি বিষয় সামনে ভেসে উঠে। একটি হচ্ছে আপনি আগমনকারী সবাইকে সম্মান করছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সালাম দেয়ার মানে আপনি তাকে অবগত করছেন আমার পক্ষ থেকে তোমার ভয়ের কোন কারন নেই। আমার পক্ষ থেকে নিঃসন্দেহে সে শান্তিতে থাকবে। এ দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে আপনারা অনেক বেশী সালাম দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আমার মনে আছে কাদিয়ানে এক ব্যক্তি ছিলেন

তিনি কোন মানুষকে দেখলেই অনেক দুর থেকেই উঁচু আওয়াজে সালাম দিতেন। হযরত শের আলী (রা.)-এরও একই অভ্যাস ছিল তিনিও উচু আওয়াজে সালাম দিতেন।

মহিলাগণ পর্দা অবলম্বণ করুন

মহিলাদেরকে আমি সর্বদা উপদেশ দেই আপনারা পর্দা করুন। আপনি আহমদী এবং মেহমান হিসাবে জলসায় এসেছেন তো আপনার জন্য পর্দা করা আবশ্যক। তাদের পিতা-মাতাদের উচিত তাদের সন্তানদেরকে পর্দার সাথে চলাফেরা করা শিখানো। ঐ সমস্ত মেয়েরা যাদের পর্দা করার বয়স হয় নি কিন্তু একেবারে ছোট নয় তাদের নিজেদের বক্ষ ঢেকে চলা উচিত এবং মাথা এমনভাবে ঢাকা উচিত যাতে তাদের চুল দেখা না যায়।

আপত্তি করার পরিবর্তে সুধারনা রাখুন

যদি কোন সম্মানিত মহিলা মেহমান আসে আর সে যদি পর্দা না করে তাহলে মনে রাখবেন সে তো আহমদী নন। কিন্তু আরব দেশ সমূহ থেকে যে সকল মহিলা আসেন তারা আমাদের মতোই পর্দা করেন। আমি ব্যবস্থাপনাকে বলব, তারা যেন তাদেরকে কঠিন ভাষায় কোন কথা না বলে বরং বলে দেয় যে, তুমি পর্দা করে ঘুরো। যদি এ ধরনের মহিলাদেরকে নসিহত করার বিষয় থাকে তাহলে এমন মেয়েদের ডিউটি দিন যারা নরমভাবে কথা বলতে পারে। তাদেরকে পৃথক স্থানে আলাদাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করুন। উপদেশ অবশ্যই কাজে লাগে।

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনা

জামা'তে আহমদীয়ার যে ব্যবস্থাপনা তা সমস্ত পৃথিবীতে এক রকম। কোথাও কোন স্ব-বিরোধিতা নেই। আমাদের জামা'তের নিরাপত্তার যে ব্যবস্থাপনা তা পৃথিবীর কোথাও কোন ছোট বা বড় সমাবেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটার কিছু দিক আছে তা আমি পরিস্কার করে বর্ণনা করতে চাই। সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা তো হচ্ছে আপনারা নিজেরা। যদি কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনাদের মনে হয় তার দ্বারা কোন ক্ষতি হতে পারে তো তার ব্যাপারে কয়েকটি কথা লিখে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিন। আমার উপদেশ হচ্ছে আগমনকারী এবং যারা অবস্থান করছেন সকলেরই নিজেদের ডানে আর বামে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি কেউ কোন অঘটন ঘটাতে চায় তো তাকে দ্রুত কাজ করতে হবে, তাই আমরা নিজেদের চার পাশে সজাগ দৃষ্টি রাখলে তাদের পক্ষে কোন ধরনের অঘটন ঘটানো সম্ভব নয়।

আসলে প্রকৃত নিরাপত্তাদাতা তো আল্লাহ্ তা'লা কিন্তু তিনি যে জাগতিক পদ্বতি শিখিয়েছেন তা অবলম্বন করাও জরুরী। আপনারা বাহ্যত যাকে ভাল মানুষ হিসাবে দেখছেন তার মাঝেও দুষ্টামীর বিষয় থাকতে পারে তাই নিরাপত্তার দায়িত্ব সকলের জন্য আবশ্যকীয় করে নিন। যদি আপনারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাহলে জেনে রাখুন, পৃথিবীতে কখনো কোন নেতার সভা সমাবেশে না এ রকম নিরাপত্তা হয়েছে আর না তা হতে পারে। একটি এ রকম বাহিনী থাকা উচিত যারা সিভিল কাপড়ে সাধারণ লোকের মাঝে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘোরাফেরা করবে। তাদের নিকট অবশ্যই পাস থাকা জরুরী, যদি কোথাও তাদেরকে কেউ আটকিয়ে দেয় তাহলে সে যেন দেখাতে পারে আমি বিশেষ নিরাপত্তার দায়িত্বে আছি। তবে এ কাজের জন্য মোবাইল টিমের বিকল্প নেই। নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট পাহাড়াদারের তুলনায় অপরিচিত লোকের বেশী প্রয়োজন যারা তাদেরকে চিনে না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনারা এ কাজের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মেহমানদেরকে শামিল করুন, তারাও মেজবানের মত জামা'তের সেবা করবে।

অন্যান্য বিষয়

* যদি নামায বা জলসা চলাকালীন সময়ে কোন শিশু কান্না করে তো তাকে দ্রুত অন্য স্থানে সরিয়ে নেয়া উচিত। অন্যান্য বছরের মত এবারও ছোট বাচ্চাসহ মায়েদের জন্য পৃথক তাবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

* সময়ের প্রতি খেয়াল রাখুন, জলসার বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে বাহিরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মাঝে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। মসজিদ, থাকার জায়গা এবং পুরো এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করুন। বিশেষভাবে গোসলখানা পরিস্কার রাখুন।

* লন্ডনে গাড়ী পার্ক করার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। অনেকে আছেন মানুষের ঘরের সামনে গাড়ী পার্ক করেন এর ফলে প্রতিবেশীর কষ্ট হয়। কোন অবস্থাতেই কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। কারো রাস্তা বন্ধ করা উচিত নয়। কারো রাস্তায় গাড়ী পার্ক করা ঠিক নয়।

* লঙ্গরখানায় নামাযের ব্যবস্থা থাকা দরকার। নিরাপত্তাকর্মীগণ যেন অবশ্যই নামায আদায় করে। তাদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব এটা খেয়াল রাখা।

* জলসায় প্রবেশ করার সময় নিজেদের পক্ষ থেকেই চেকিংয়ের জন্য উপস্থিত হওয়া উচিত। এ রকম যেন না হয় আপনাকে জোর করে চেকিংয়ের জন্য নিয়ে আসতে হচ্ছে।

* সর্বদা রেজিস্ট্রেশন কার্ড লাগিয়ে রাখুন। যদি কোন ব্যক্তি কার্ড ছাড়া দেখা যায় তাহলে তাকে নরমভাবে বুঝানো উচিত ভাই কার্ডটি ঝুলিয়ে রাখুন।

* নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্রের দিকে খেয়াল রাখুন। কেননা এ রকম বড় সমাবেশে অনেক সময় কিছু দুষ্ট লোক নিজেদের চেহারা পরিবর্তন করে মানুষের পকেট কাটার জন্য এসে থাকে। তাই এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন। কোন বস্তু পড়ে থাকতে দেখলে আসলে তো তা উঠানো ঠিক নয় কিন্তু কেউ হয়ত অন্য নিয়তে উঠিয়ে নিবে তাই সঠিক হবে তা উঠিয়ে নিয়ে হারানো বস্তু সংক্রান্ত ডেস্কে জমা দেয়া। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রাপ্ত বস্তুটির ঘোষণা করা।

* একইভাবে হারানো শিশুদেরকেও হারানো ডেস্কে পৌছিঁয়ে দেয়া উচিত। তারা তাদের নাম মাইকে ঘোষণা করে দিবে।

ভিসার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা

যারা জলসার নামে ভিসা নিয়েছেন বা জলসার সম্পৃক্ততা আছে তাদের সরকারের সাথে ধোকাবাজি করা উচিত নয়। অনেকে বলে আমরা তো তাদেরকে জলসার কথা বলি নি। এগুলো সব ফাকিঁবাজি কথাবার্তা যা করা গুনাহর কাজ। তাই এ সকল পদ্বতি অবলম্বন করা উচিত নয়। আপনারা জলসা শেষ করে ফেরত যান এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। আল্লাহ্ চাইলে আপনাদের জন্য এ থেকেও ভাল ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

মেহমানদের জন্য দিক নির্দেশনা

জলসায় আগমনকারী সবার উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদা প্রাপ্তি তারা কেবল আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যেই এসেছেন। অথবা এটা বলা দরকার, তাদের কেবল খোদার উদ্দেশ্যেই আসা উচিত। অন্যান্য সকল উদ্দেশ্যকে একদিকে রেখে দেয়া উচিত। অনেকে এখানে বা অন্য কোন দেশে আশ্রয় খোঁজার নিয়তে আসেন, তাদের মনে রাখা উচিত, হ্যাঁ, আশ্রয় প্রার্থনা করা তাদের অধিকার কিন্তু জলসায় এসে এটা করা ঠিক নয়। বরং জামা'তী দৃষ্টিতে এটা অনেক বড় অপরাধ। কেননা

তারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার পরিবর্তে জাগতিকতাকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে।

আমি আশা রাখি, একজনও এ রকম নাই যারা এ উদ্দেশ্যে জলসায় যোগদান করবে। যদি কোন ব্যক্তি জলসাকে ব্যবহার করে জাগতিকতাকে প্রাধান্য দেয় তো আমি তাকে সত্যি সত্যি বলছি, সে সারা জীবন ক্ষমা পাবে না। তাকে একেবারে জামা'ত থেকে বের করে দেয়া হবে। আর এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হবে।

জলসার ব্যবস্থাপনার আনুগত্য

জলসার ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। এরূপ আনুগত্য করা দরকার যার আনুগত্য করা হচ্ছে সে যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সে দেখে জাগতিকভাবে তার কোন যোগ্যতা না থাকা সত্বেও কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে তার সামনে মাথা নত করছে। এটা হচ্ছে আহমদীয়াতের সত্যিকারের আনুগত্যের মান।

পথের অধিকার

হযরত রসূল করীম (সা.) রাস্তার হক আদায়ের বিষয়টিকে ঈমানের অঙ্গ বলে আখ্যা দিয়েছেন। একটি বিষয় হচ্ছে, যে সকল বাজার বা দোকান আছে তার চার পাশে জমাট বেঁধে দাঁড়াবেন না। দোকান থেকে যা নেয়ার তা নিয়ে খোলা জায়গায় খাবেন এবং পান করবেন। অনেকে গরম কাবাব খাওয়ার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি গরম কাবাব খাওয়ার এতই ইচ্ছা থাকে তাহলে ঘরে গিয়ে তৈরী করুন। এ ছাড়া রাস্তায় মানুষকে কষ্ট পৌঁছাতে পারে এ ধরনের জিনিস দেখলে তা তৎক্ষনাৎ উঠিয়ে ফেলে দেয়া উচিত। যেমন: কলার ছিলকা ইত্যাদি। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা উচিত নয়। যেখানে কষ্টদায়ক বস্তু উঠানোর কথা বলা হয়েছে সেখানে তো কোন বস্তু রাস্তায় ফেলা আরো মন্দ কাজ।

খাবার অপচয় রোধ করুন

খাবার যেন নষ্ট না হয়। সর্বদা রসূল করীম (সা.)-এর এ নসিহত হত যে, কখনো আল্লাহ্ তা'লার দেয়া রিযক নষ্ট করবে না। সেটা পানি হোক বা অন্যান্য খাবার।

মেহমান নেওয়াজির সময়

বিভিন্ন বর্ণনায় মেহমান নেওয়াজি তিন দিনের কথা আছে। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, মেহমানদারী সাধারণত তিন দিনের জন্য হয়ে থাকে যদি এর থেকে বেশী দিন অবস্থান করতে হয় তো অনুমতি নিয়ে অবস্থান করতে হবে। এর বেশী অবস্থান করলে তা সদকা হিসাবে আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু জামা'তে আসলে এটা এরূপ নয় এটি একেবারে ভিন্ন বিষয়, জামা'ত পনের দিনের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে। কেননা লোকেরা দূর দূরান্ত থেকে এখানে আগমন করে আর তিন দিন অবস্থান করে তাদের পক্ষে এখান থেকে ফেরত যাওয়া সম্ভবই না। যাদের নিজস্ব আত্বীয়-স্বজন আছে, তাদের ব্যাপারে তিন দিন বা পনের দিনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যারা এককভাবে বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থান করেছেন তাদের জলসার কয়েক দিন পরে নিজের পক্ষ থেকে জামা'তী ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে চলে আসা উচিত যেন স্থানীয় সদস্যগণের ওপর বাড়তি বোঝা না হয়ে যায়।

নিজেকে রক্ষা করুন

আগমনকারী সর্বদা এটা দৃষ্টিপটে রাখুন যেন কোথাও ঠোকর না খান। এ জলসা ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন করা হয়, এতে অনেক ধরনের মানুষ যোগদান করে। কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমার পদস্খলনের কারন হয়েছে। ফেরেশতা তাকে জবাব দিবে তুমি কেন ঠোকর খেয়েছ? আল্লাহ্ তোমাকে বিবেক বুদ্ধি দেন নি।

কারো কাছ থেকে ধার করবেন না

এখানে যারাই আপনাদের আতিথেয়তা করবে তাদের নিকট থেকে ধার নিবেন না। এ ছাড়া পরস্পরের সাথেও এ ধরনের লেনদেন করবেন না। যাদের এ অভ্যাস আছে তারা তা আদায় করে না। আমি জানি, কখনো কারো দরকার হতে পারে। যদি কারো দরকার হয় তাহলে জামা'তকে জানান, আমীর সাহেবের সাথে কথা বলুন, প্রয়োজন হলে আমাকে লিখুন। কখনো প্রকৃত প্রয়োজন অপূর্ণ রাখা হয় নি বরং সর্বদা পূরণ করা হয়েছে।

কষ্টকে ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করুন

যদি কারো তার চাহিদা মোতাবেক থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা না হয় তাহলে ধৈর্য্যের সাথে তা সহ্য করুন। এটাও খোদার কারনে ধৈর্য্য ধারন হবে এবং আল্লাহ্ তা'লা এটার জন্য তাকে এ জগতে এবং পরকালেও পুরস্কার দিবেন। যদি ব্যবস্থাপনার কোন দুর্বলতা চোখে পড়ে তো পরস্পর সমালোচনা না করে তা নির্দিষ্ট বিভাগকে অবহিত করুন।

কোন লৌকিকতা করবেন না

একবার হেদায়েতুল্লাহ সাহেব নামে একজন আহমদী কাদিয়ানে আসেন কিছু দিন আবস্থান করার পর তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিকট বিদায় নেয়ার জন্য যান তো হুযূর বলেন আপনি ফেরত গিয়ে কি করবেন, এখানেই থেকে যান, এটা আপনার জন্য কল্যানকর হবে। আর যদি কোন সমস্যা থাকে তাহলে তা বলুন, জামা'ত সমাধান করার চেষ্টা করবে। কেননা অনেক মানুষ আগমণ করে, তাই কার কি প্রয়োজন এটা জানা মুশকিল। তাই একজনের যদি তার কোন জিনিসের প্রয়োজন হয় তাহলে সে যেন কোন লৌকিকতা না করে বলে দেয়। যদি সে না বলে তাহলে সে গুনাহর কাজ করছে। আমাদের জামা'তের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কোন কৃত্রিমতা নাই।

ফেরত যাওয়ার সময় অবশ্যই সর্বদা দোয়ায় রত থাকুন

হযরত ইবনে ওমর (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) সফরের উদ্দেশ্যে যখন ঘোড়ায় উঠতেন তো তিনি তিনবার আল্লাহু আকবার পড়তেন এবং পরে এ দোয়া করতেন **পবিত্র সেই** সত্ত্বা যিনি এটাকে আমাদের অনুগত করেছেন। **"সুবহানাল্লাযি সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্নালাহু মুকরেনীন"** অথচ আমাদের এটাকে কন্ট্রোল রাখার শক্তি ছিল না। আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই ফেরত যাব। হে আমাদের খোদা! আমরা তোমার নিকট এ সফরের কল্যান এবং তাকওয়া কামনা করছি। তুমি আমাদেরকে এ রূপ ভাল কাজ করার শক্তি দাও যা তুমি পছন্দ কর।

হে আমাদের খোদা! তুমি আমাদের এ সফর সহজ করে দাও আর এর দুরত্বকে কম করে দাও। রাস্তায় যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় যে সফর দীর্ঘ হচ্ছে। আসার সময় হয়ত আপনাদের এ দোয়া মনে ছিল না কিন্তু যাওয়ার সময় তো মনে থাকবে। এ কারনে যাওয়ার সময়ের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই এ দোয়া করুন॥

[আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ জুলাই ২০০২ইং:]

সংকলন : **মওলানা জাফর আহমদ**
মুরব্বি সিলসিলাহ্

আমার প্রিয় হেনা আপা

লায়লা নার্গিস (জেনী)

'প্রিয়' বা 'ভালবাসি'-এই সহজ শব্দগুলো বুঝি অবলীলায় কাউকে সহজে বলা যায় না, যদি না সত্যিকার ভাবে কারও প্রতি ভালবাসা থাকে। হেনা আপা এমনিভাবে আমার প্রিয় হয়ে গেছেন।

শুধুমাত্র আহমদীয়াতের পরিচয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক। কিন্তু তিনি আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। যতবার তাঁর সাথে দেখা হতো, ততবার তিনি আমার হাত দু'টো একসাথ করে ঠোঁটে ছুয়ে আদর করতেন। অনেক দিন পর বাংলাদেশে ফিরে এলে এ আদরের ধারণাটা পাল্টে গিয়ে আমাকে দেখে এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন যে, আমাকে জড়িয়ে ধরে একবার বললেন, তুমি আমার কলিজার টুকরা, আমার হৃদয়ের এক কোণে তুমি জায়গা করে নিয়েছো, এ- যে আমার প্রতি এমন আন্তরিকতা। তাই প্রতিদানের উদ্দেশ্যে উনার প্রতি আমার এ লেখা।

এছাড়া তিনি এক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ-শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মৌলবী আহমদ আলী ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। পরে তিনি বিশিষ্ট হোমিও প্যাথিক ডাক্তার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর তিনজন চাচা বিশিষ্ট-শিক্ষাবিদ ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের আহমদীয়া জামাতের ন্যাশনাল আমীর, যিনি ছিলেন উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। এডভোকেট মুজিবর রহমান তাঁর খালাত ভাই। তারা চার ভাই, সাত বোন। সবাই উচ্চ-শিক্ষিত। দুই ভাই পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। দুই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার এবং একমাত্র মেয়ে সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজের প্রফেসর। ছেলেরা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। নাতনীরাও শিক্ষিত।

লেখাপড়ার প্রতি আপার অদম্য আগ্রহ ছিল। মেট্রিক পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। কিন্তু কঠিন অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা দিতে পারেন নি। এর মধ্যে ১৯৫৭ সালেই তাঁর বিয়ে হয়। মাত্র এগার বছর সংসার করার পর ১৯৬৮ সনের ৬ ফেব্রুয়ারী। তাঁর স্বামী মারা যান। সেই থেকে শুভ্র বসনে নিজেকে আবৃত্ত রেখে একাকী সুদীর্ঘ সময় পার করে এই অবস্থানে পৌঁছেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন, শিক্ষিত করেছেন। এ ছাড়া স্বামী-হারা এই মহিলা এতটুকু ভেঙে না পড়ে নিজেকে দৃঢ়ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে দীর্ঘ ২৩ বছর চাকুরী করেছেন। বৃক্ষরোপন, পশুপালন, হাঁসমুরগী পালন, এমনকি বুটিকের ওপরও প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

তার জন্ম বাসুদেবএ, নানা বাড়ীতে। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। লন্ডন জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে জলসা উপভোগ করেন এবং হুযূর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

বিভিন্ন ইসলামী-বইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই, উপন্যাস, ছোটদের বই পড়তে আপা ভালবাসেন। বাগান করা তাঁর আরেকটি শখ। একদিন তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা জানতে চেয়েছিলাম। বললেন, জানো আমার বর্তমান বয়স ছিয়াত্তর বছর। আমি তাঁর প্রখর স্মরণ-শক্তির প্রশংসা করলাম। তিনি বললেন, চার পাশের সবাইকে নিয়ে আমি খুব সুখে আছি। এজন্য প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে শুকরিয়া আদায় করি। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও শান্তিময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পরিবারকে আহমদীয়া জামাতের পতাকা- তলে অবস্থান দান করুন। আহমদীয়া জামাতে বংশ পরম্পরায় শিক্ষিত এমন একটা পরিবারের পরিচয় তুলে ধরার ইচ্ছা সংবরণ করতে পারলাম না। মহান আল্লাহ্ এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

স্মৃতিচারণ
মা-জননী মরহুমা জামিলা খাতুন

"তারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে ঈমান রাখে, সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করে এবং পুণ্য কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। আর এরাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৫)

মরহুমা জামিলা খাতুন আমার শ্রদ্ধেয়া মা। তিনি জন্মগত-আহমদী। তাঁর স্বামী অর্থাৎ আমার বাবা মরহুম আব্দুল লতিফ মুন্সী সুহিলপুরী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, অতিথিপরায়ণ, পরহেযগার ও পরোপকারী। তিনি গ্রামের বিভিন্ন ছেলেমেয়েদেরকে বাংলা ও কুরআন শিক্ষা দিতেন। অন্যের যেকোন দুঃখ-কষ্টের সময় মা তার সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তিনি জামাতে আহমদীয়ার একজন সাহসী-সেবিকা ছিলেন। গত ১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকনাথ দীঘির পাড়ে জামাতে আহমদীয়ার জলসা চলাকালীন সময়ে উগ্রবাদী মোল্লাদের অতর্কিত হামলায় আমাদের নিরস্ত্র লোকজন নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আমাদের বাসাটি ছিল মাতৃসদন শিশু মঙ্গল কেন্দ্রে। ঐ সময় আমরা সবাই জলসায় উপস্থিত ছিলাম। আমার মা বাসায় ছিলেন। তিনি জানতে পারলেন যে, জলসায় উগ্রবাদীরা হামলা করেছে। তখন তিনি বাসার জানালা খুলে দেখতে পান যে, কয়েকজন লোক মিলে একজন লোককে ভীষনভাবে মারধর করছিল। মা অনুমান করতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই ঐ আক্রান্ত ব্যক্তি আমাদের

জামাতের সদস্য হবে। তিনি কালবিলম্ব না করে দ্রুত এসে দেখেন যে, কিছু দূরে কয়েকজন পুলিশ-সদস্য তামাশা দেখছে। মা লোকটিকে বাঁচানোর জন্য তাদের সাহায্য চাইলেন। অনেক আকুতি মিনতিতেও পুলিশ সদস্যরা এগিয়ে আসেনি। আর কোন উপায় না পেয়ে যালিমদের কাছে মা চিৎকার করতে করতে বলতে লাগলেন, তোমরা তাকে আর মেরো না। অতক্ষণে ঐ আক্রান্ত-ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেছেন। যালেমদের দল ভেবেছিল, ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। তারা তখন দৌড়ে পালাতে লাগল। পুনরায় আমার মা পুলিশের সাহায্য আহ্বান করলেন আহত ঐ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য। মনে হচ্ছিল এতক্ষণে পুলিশ সদস্যদের টনক নড়ল। তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো। মা-ও তাদের সাথে আহত-ব্যক্তিকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছলেন। আহত ঐ ব্যক্তি ছিলেন ঘাটুরা জামাতের আহমদ লস্কর সাহেব।

পরবর্তীতে তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, আমার মায়ের ঐ সাহসী ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। ১৯৮৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ বিরুদ্ধবাদীদের দখলে চলে যায়। এর ফলে আমাদের জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন আমার মা জামাতের উর্ধ্বতন-ব্যক্তিদের ডেকে কান্দিপাড়ায় আমাদের বাড়ির একটি টিনের ঘরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও শুক্রবারে জুম্‌আর নামায আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। তখন জামাতের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আমাদের বাসায়ই অনুষ্ঠিত হত। মুখালেফাতের সময় শালগাঁও জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব দুদুমিয়া ও তার পরিবারবর্গ নিয়ে আমাদের বাসায় প্রায় ৬/৭ মাস অবস্থান করেছিলেন। আমার মা তার সাধ্যমত তাদেরকে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। একদিন আমাদের বাসা থেকে শালগাঁও জামাতের লোকজন সবাই একত্রিত হয়ে গভীর রাতে মহান আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করে তাদের নিজ-বাসস্থান শালগাঁও মসজিদ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বের হন।

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে তাদের নেক- উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। আমার মা সরকারী কর্মজীবি ছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ নার্স। কর্মক্ষেত্রে তার অনেক সুনাম ছিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার এস.ডি.ও সাহেব খুশি হয়ে আমার মায়ের নাম দেন 'মিনুর মা'। তখনও আমার বোনের জন্ম হয়নি।

পরবর্তীতে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকজনের কাছে 'মিনুর মা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কর্মজীবনে মা রোগীদের ক্ষেত্রে কখনো শত্রু-মিত্র বিচার করতেন না। একবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জামাতের পরম বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সিরাজুল ইসলামের মেয়ের ডেলিভারির জন্য আমার মাকে ডাকা হয় তাদের বাড়িতে। একথা শুনে আমরা মাকে ঐ বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছিলাম। মা আমাদের কথা শুনে বলেছিলেন, তার কৃতকর্মের জন্য সে খোদার নিকট জবাবদিহি করবে। আমি যদি না যাই তার মেয়ের কোন ক্ষতি হলে মহান আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন না। মা তার নিজ দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৪৩ বছর তার কর্মজীবন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অতিবাহিত করে অবসর গ্রহণ করেন। তার দোয়া কবুলিয়তের অনেক ঘটনাই আছে। তার মধ্যে একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। সম্ভবত পঞ্চাশ দশকের ঘটনা। তখন আমরা সোহিলপুর গ্রামে বসবাস করতাম। আমরা সবাই ছোট ছিলাম এবং আমার পিতা ছিলেন একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। তিনি কোলকাতায় চাকরি করতেন।

কিছু সমস্যার জন্য কয়েকমাস আব্বা বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারেন নি। এদিকে ধান পেকে ক্ষেতেই ঝরে যাচ্ছে। টাকার অভাবে মা ধান কাটাতে পারছিলেন না। মা তখন আমার নানীর কাছে সবকিছু বিস্তারিত জানালেন। তখন নানীর কাছে কোন টাকা ছিল না বিধায়, তিনি একটি মুরগী মায়ের কাছে দিয়ে বললেন, ধান কাটার শ্রমিকদের দুপুরের খাবার খাইয়ে দিও, টাকা আসলে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিও। পরের দিন ধান কাটার লোকজন ধান কাটার জন্য ক্ষেতে চলে গিয়েছিল। এদিকে আল্লাহ্‌র কী পরীক্ষা! মা সকালে উঠে দেখেন, মুরগিটি মরে গিয়েছে, মানুষ মারা গেলে যেভাবে কাঁদে, মা ঠিক ঐভাবে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'হে খোদা! ঐ লোকদের কি দিয়ে খাওয়াবো, ওরা যে আমাকে অপমানিত করবে, তুমি আমাকে রক্ষা করো', আশপাশের লোকজন এই দৃশ্য দেখে আফসোস করছিল, কিন্তু কেউ কোন সাহায্য করেনি। মা দোয়া করতে করতে একটি কলস নিয়ে আমাদের নিজস্ব ভিটার ডোবায় পানি আনার জন্য যায়। কলসটি পানিতে ডুবালে ঠিক ঐ সময় একটি বড় শোল মাছ লাফ দিয়ে কলসটির ভিতরে ঢুকে পড়ে। মা কলসটির মুখ চেপে ধরে দ্রুত এসে উঠানে পানি ঢেলে দিলেন। তখন প্রতিবেশিরা এসে এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে যায় এবং বলতে লাগে, আল্লাহ্ তাঁর নেক-বান্দার দোয়া এভাবেই শুনে থাকেন। পরবর্তীতে ঐ মাছ দিয়েই ধান কাটার লোকদেরকে খাওয়ানো হয়েছিল।

গত ২৯ জুন ২০০৭ সালে হঠাৎ করে আমার মা হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তখন তাকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাই। ১লা মে ২০০৭ সালে রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্যে চলে যান, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এর একদিন পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতে আহমদীয়ার উদ্যোগে আমাদের বাড়িতে যিক্‌রে-খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু লোক উপস্থিত ছিল। সেখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা মায়ের কর্মজীবন এবং জামাতের খেদমতে তার অসামান্য ভূমিকার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের সম্মানিত আমীর জনাব মঞ্জুর হোসেন সাহেব দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত করেন।

সবাই আমার মায়ের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করবেন, তিনি যেন আমার মাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন, আর আমাদেরকেও আমার মায়ের উত্তম-দৃষ্টান্তগুলো প্রতিষ্ঠিত রাখার তৌফিক দান করেন। (আমীন)

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকা, চট্টগ্রাম

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব

নবুওয়াতের সন্নিহিত-মর্যাদা হল সিদ্দিকিয়্যত। আর সিদ্দিকিয়্যতের অগ্নি-পরীক্ষা হল ওয়াদা রক্ষা করা। ওয়াদা রক্ষার সাথে সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষ যদি ওয়াদা রক্ষায় তৎপর হয় এবং ওয়াদা শতভাগ রক্ষা করে চলে, তবে সমাজে অশান্তি থাকবে না। ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন, এতে সামান্যতমও মিথ্যার সংমিশ্রন নেই। যখনই কেউ মিথ্যার আশ্রয় নেয়, আর আরদ্ধ কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন না করে, তখন প্রাকৃতিক উপায়েই ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। আর এতেই ঘটে সমাজে বিপর্যয়। সৈয়্যদনা খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত-দাস ও অনুসারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর মাধ্যমে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি-মুক্ত প্রকৃত-ইসলাম অনুসরণের জন্য আমরা যে ওয়াদার নবায়ন করেছি তা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নেরই অঙ্গীকার। বয়আতের দশটি শর্ত, হুবহু ইসলামেরই শিক্ষা। এর বাইরের কিছু নয়। পবিত্র কুরআন পড়ে আমরা জানতে পারি, ফেরাউনের জাতি যাতে সত্যের দিকে ফিরে আসে, সেজন্য আল্লাহ্ পাক তাদের ওপর ঝড়-তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্তক্ষরণের বিপর্যয় পাঠালেন। এসব ছিল ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন। তবুও তারা অহঙ্কার করলো। আর তারা ছিল এক অপরাধী জাতি (আল আ’রাফ ঃ ১৩৪)। আর (স্মরণ কর), আমরা যখন বনী ইসরাঈলের (কাছ থেকে এ মর্মে) দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে, আত্মীয়-স্বজন ও এতীম এবং গরীবদের সাথেও (সদয় ব্যবহার করবে), লোকদের সাথে সুন্দর ও উত্তম কথা বলবে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। এ সত্ত্বেও তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া অন্য সবাই এ অঙ্গীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৪)। একই অঙ্গীকার যুগপৎ আমাদের জন্যও কার্যকর। আমরা কি অতীত-বঞ্চিত জাতীদের অনুসরণ করবো? “আর তোমাদের মাঝে যারা সাক্ষাতের বিষয়ে সীমালংঘন করেছিল, নিশ্চয় তাদেরকে তোমরা জান। অতএব, আমরা তাদের বলেছিলাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও”। (সূরা আল বাকারা ঃ ৬৬) এই ছিল তাদের পরিণতি। আবার ফেরাউনের জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে “আর তাদের ওপর যখনই শাস্তি নেমে আসতো, তারা বলতো, হে মূসা! তোমার সাথে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃত প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়ে তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর। তুমি আমাদের ওপর থেকে এ শাস্তি দূর করে দিলে আমরা নিশ্চয় তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।” (আল আ’রাফ ঃ ১৩৫)। ইসলাম-ধর্মে সম্পূর্ণ মমতা থাকা সত্ত্বেও যাদের সাথে চুক্তি আছে, তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করার অনুমতি দান করে না বরং সে-চুক্তি বাস্তবায়ন করে যেতে নির্দেশ দান করে। যেমন “তবে সেই সব মুশরিকের কথা ভিন্ন, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তিবদ্ধ হবার পর তারা তোমাদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি ভঙ্গ করেনি। অতএব, তোমরা তাদের সাথে (নির্ধারিত) মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকিদেরকে ভালবাসেন”। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৪) চরম কঠিন পরিস্থিতিতেও ওয়াদা রক্ষার এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক মক্কা হতে আগত সবাইকেই ফেরত দেওয়ার শর্ত ছিল। সন্ধির পর একজন মোমেনা মক্কা হতে পালিয়ে মদীনা চলে আসেন। আল্লাহ্‌র পরই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-দরদী, রহমাতুল্লিল আলামীন আমাদের নবী কোমল হৃদয়ের অধিকারীর নিকট সে মহিলাকে মক্কায় ফেরত পাঠানো, তাকে হিংস্র বাঘের মুখে ঠেলে দেওয়া বা জ্বলন্ত-অগ্নিতে নিক্ষেপ করার চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং হৃদয়-বিদারক এক ঘটনা ছিল। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাই? মাহবুবে খোদা সন্ধির শর্ত রক্ষার্থে ঐ মহিলাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। এ ছিল প্রভুর সাথে বান্দার বিশ্বস্ততা রক্ষার একটা অনন্য-সাধারণ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে এমন ঘটনা আর আছে কি-না, আমার জানা নাই। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে রসূলের (সা.) আদর্শ নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

ইসলামে ওয়াদা পালন

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূর্ণ করতেন এবং ওয়াদা ভঙ্গ করাকে কিছুতেই পছন্দ করতেন না। তিনি (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন ওয়াদা করবে, তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়াদা পূর্ণ করবে। হাদীসে আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে আমি তাঁর নিকট থেকে একটি জিনিস ক্রয় করেছিলাম, যার কিছু মূল্য দেয়া বাকী ছিল। আমি তাঁর (সা.) নিকট ওয়াদা করেছিলাম যে, বাকী মূল্য সঙ্গে নিয়ে আমি আপনার এই স্থানে আসব। আমি এই ওয়াদা ভুলে যাই। তিন দিন পর আমার ওয়াদার কথা স্মরণ হল, তখন আমি বাকী মূল্য সঙ্গে নিয়ে ঐ স্থানে যাই, যেখানে যাওয়ার ওয়াদা ছিল। আমি দেখলাম, তিনি (সা.) ঐ স্থানে বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি (সা.) বললেন, তুমি আমাকে বড় কষ্ট দিয়েছ, আমি বড় দুঃখ পেয়েছি। আমি তিন দিন ধরে এখানে বসে আছি। ওয়াদা পূর্ণ করা খুব জরুরী। ওয়াদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "তোমরা নিজেদের ওয়াদা পূর্ণ কর, কারণ নিশ্চয় ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে" (১৭ ঃ ৩৫)। ওয়াদা রক্ষা করার জন্য উক্ত আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকেই, জোর তাগীদ দিয়েছেন। কেননা, পরকালে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তা'লা ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন ওয়াদা-ভঙ্গকারী এক ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ তা'লার সামনে দাঁড়িয়ে কি উত্তর দিবে, একবার ভেবে দেখছেন কি? আমরা প্রত্যেক আহমদী হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সময় দশটি শর্ত মান্য করার ওয়াদা করেছি। ১০নং শর্তে আছে, আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত ওয়াদা রক্ষায় অটল থাকব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার দেয়া ১০টি শর্তের কোন একটি শর্ত অমান্য করে, বা অস্বীকার করে সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেছেন, ওয়াদা পালন সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (সা.) যখনই আমাদের সামনে ভাষণ দিতেন, তখনই তিনি বলতেন, যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার পূর্ণ- ঈমান নেই। আর যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তার ধর্ম নেই। (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থ, তাদরীসুল মিশকাত কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩০)

একজন আহমদী মুসলমান, যে কি-না আল্লাহ্‌কে মান্য করে ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মান্য করে এবং শেষ-যুগের হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মান্য করে ও নিজেকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী দাবী করে, সেই ব্যক্তি কিভাবে ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে?

ওয়াদা ভঙ্গ করাকে নবী করীম (সা.) 'মোনাফেকের লক্ষণ' বলে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-এর একটি হাদীস এই যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মোনাফেকের লক্ষণ হচ্ছে তিনটি। এই কথার পর ইমাম মুসলিম অতিরিক্ত এটিও উল্লেখ করেছেন যে, সে যদি নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান দাবী করে, তবুও সে মোনাফেক। অতঃপর ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্যে এই কথা উল্লেখ রয়েছে যে, এই লক্ষণ সমূহ হল, যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, আর তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে (তদরীসুল মিশকাত-কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৮)। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদেরকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা বসবাস করতে থাকবে, তা তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ তাদের জন্য অভিসম্পাত করেছেন আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী-শাস্তি (৯ ঃ ৬৮)। আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সকল আহমদীকে ওয়াদা রক্ষা করার তৌফিক দান করেন, আমীন।

মৌ. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস নামকরণের কারণ ও এর তাৎপর্য।

* আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

* লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

* লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

বি: দ্র: পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সংবাদ

জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৫.২০.২০১৬ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর (হবিগঞ্জ)-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব শামসুর রহমান চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর (হবিগঞ্জ)। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোবাশ্বির আহমদ জুম্মান এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরী। অতঃপর বক্তৃতা পর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্ব জনাব শফিক আহমদ চৌধুরী (সিয়াম), ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। মানবতার প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সহানুভূতি এবং পরমত সহিষ্ণুতা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব সাব্বির আহমদ মুত্তাকী, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা প্রেম এবং তওহীদ প্রতিষ্ঠা'র ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আজিজুর রহমান চৌধুরী, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। অতঃপর একটি বাংলা নযম পেশ করেন জনাব জনি আহমদ চৌধুরী। হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রসূলপ্রেম (সা.) বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর (হবিগঞ্জ)। 'সীরাতুন নবী (সা.) জলসার গুরুত্ব এবং আমাদের করণীয়'-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌলবী আমীর হোসেন, জোনাল ইনচার্জ, সিলেট জোন। সবশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উল্লেখ্য, সীরাতুন নবী (সা.)-এর জলসা অনুষ্ঠানে ৭ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বে জেরে তবলীগ বন্ধুদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন সর্বজনাব মৌলবী আমীর হোসেন এবং হুমায়ুন কবীর মোয়াল্লেম। এতে সর্বমোট ৫৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ শামসুর রহমান

ক্ষুদ্রপাড়ার আয়োজনে বড়হাট মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২০/১২/২০১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্ষুদ্রপাড়ার উদ্যোগে বড়হাট মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসাটি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন জনাব শেখ শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব নুরুদ্দীন আহমেদ।

বক্তৃত-পর্বে রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম ও মোহাম্মদ শাহ আলম মোয়াল্লেম। বক্তৃতা-পর্ব শেষে প্রশ্নোত্তর-পর্ব শুরু করা হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন মেহমানের প্রশ্নের উত্তর দেন মুরুব্বি সিলসিলা জনাব শেখ শরীফ আহমদ। উক্ত জলসায় মোট ৮৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মসজিদের ভিতর পুরুষরা এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসার ভিতর মহিলারা সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে জলসার বক্তৃতা ও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শুনেন। রাত ১০-৩০ মিনিট পর্যন্ত আলোচনা চলে। শেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়।

মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঘাটুরার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/১২/২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার বাদ আসর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঘাটুরা। সম্পূর্ণ কার্যক্রমের আলোচ্য বিষয় ছিল– কুরআন তিলাওয়াত, আরবি-কাসিদা, উর্দু নযম, বাংলা নযম এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনীর ওপর বিভিন্ন বক্তব্য। সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ১ জন মেহমানসহ উপস্থিত ছিল ৫৮ জন।

মরিয়ম ছিদ্দিকা

জগদলের আয়োজনে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৯/১২/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জগদলের আয়োজনে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আবু হানিফা এর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয় এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ নুরুন্নবী। এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর জবিনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, মোহাম্মদ শাহ্ আলম মোয়াল্লেম, এম, এ, আনসারী, সাবেক মোয়াল্লেম এবং জনাব শেখ শরীফ আহমদ মুরুব্বী সিলসিলাহ। বক্তৃতা-পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শুরু হয়। জলসায় আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত মুরুব্বি সিলসিলাগণ। এই জলসায় মোট ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম

রংপুর মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ১৭/১২/২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার বিকেল ৩ টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রংপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনক ভাবে রংপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম। জলসার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে তিফল আজিফ আহমদ (নাজিফ) এবং স্বরচিত নযম পাঠ করে শোনান জনাব আমীরুল ইসলাম। এরপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মহান জীবনাদর্শ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে জনাব আফজাল হোসেন, জনাব আব্দুর রশিদ, জনাব আমীরুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান সাবেক আমীর আ.মু.জা. ঢাকা, দিলরুবা জামান, রেজওয়ানা রশীদ ও স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব ছামছুল হুদা। পরিশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব খন্দকার মাহবুবউল ইসলামের সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সফল সমাপ্তি হয়।

খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম

নূরনগর ঈশ্বরদীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৬/০১/২০১৭ তারিখে জুমুআর নামাযের পর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। জলসার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মাসরুর আহমদ এবং নযম পাঠ করেন সাব্বির আহমদ। এরপর আলোচনা পর্বে বক্তব্য পেশ করেন। 'বিভিন্ন ধর্মের গুণীজনের মন্তব্যের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ' এ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ তৌফিক জামাত (মাহী)। এরপর আলোচনা করেন মোশাররফ হোসেন, এরপর হাদীস থেকে রসূলের জীবনী আলোচনা করেন মোহাম্মদ জাসিদুজ্জামান (মুক্তো), 'মুহাম্মদ (সা.) এর যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর আদর্শ' এই বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব সাব্বির আহমদ। এরপর পবিত্র কুরআনের আলোকে 'মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন জামাতে অবস্থানরত মুরুব্বী মোহাম্মদ বিপ্লব শাহা এবং পরিশেষে সভাপতি সাহেব মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বক্তব্যের আলোকে 'মুহাম্মদ (সা.) এর শান ও মর্যাদা কেমন ছিল' এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

পুত্র সন্তান লাভ

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ইং মোতাবেক ১৬ পৌষ ১৪২৩ বাংলা রোজ শুক্রবার দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে আমরা প্রথম পুত্র সন্তান লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। হুযূর (আই.) তার নাম রেখেছেন মাসরূর আহমদ। তার দাদা: মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (কুমিল্লা) ও নানা মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ (রংপুর)। সে ওয়াকফে নও স্কীমের একজন সদস্য। তাকে যেন আমরা সঠিক তালিম-তরবিয়ত দিয়ে লালন-পালন করতে পারি, সেজন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোবাশ্বের আহমদ (সোহেল)
ও সাবিহা জোহরা (একা)

মাদারটেক হালকায় তবলীগি সেমিনার ও সীরাতুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠানের আয়োজন

গত ০৬ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখ শুক্রবার জুমুআ ও আসরের নামায জমা আদায়ের পর বেলা ৩ টায় মাদারটেক হালকার উদ্যোগে মসজিদুল হুদায় (মাদারটেক) সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা ও তবলীগি সেমিনার উদযাপিত হয়। সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। পর্যায়ক্রমে আসন গ্রহণ করেন জনাব ইমতিয়াজ আলী, তবলীগ সেক্রেটারি বাংলাদেশ, জনাব তসাদ্দক হোসেন, তবলীগ সেক্রেটারি ঢাকা, মাওলানা সোলাইমান সুমন, মরুব্বী সিলসিলাহ্, আ.মু.জা বাংলাদেশ, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মাদারটেক হালকা। আরো আসন গ্রহণ করেন মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাহেব, সেক্রেটারী তবলীগ, আ.মু.জা ঢাকা। সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম আলমগীর, মোন্তাযেম উমুমী, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা । আল্লাহর ফযলে উক্ত অনুষ্ঠানটি শুরুর পূর্বে জুমুআর নামাযে ১৮৫ জন মুসল্লি নামায আদায় করেন, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত সভায় ১০ জন জেরে তবলীগ বন্ধু ও ৭৬ জন লাজনা সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাসরুর সোহেল সাফিন এবং বাংলা নযম পাঠ করেন জারিউল্লাহ্ সাদেক এবং উর্দু নযম পাঠ করে শুনান জনাব রুমন। সভায় শ্রোতা মন্ডলির উদ্দ্যেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিরাত সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর আলোচনা করেন মহতরম মাওলানা সোলায়মান সুমন সাহেব। এর পূর্বে বর্তমান প্রেক্ষাপট ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে রসূল (সা.)-এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন মাওলানা রাসেল সরকার সাহেব, জনাব তসাদ্দক হোসেন এবং প্রেসিডেন্ট মাদারটেক হালকা। সবশেষে বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করেন আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা।

শফিকুল হাকিম আহমদ
যয়ীমে আলা,
মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকা।

শ্যামপুরে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২১/১২/২০১৬ তারিখ রোজ বুধবার শ্যামপুর জামাতের হালকা দলপাড়ায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া শ্যামপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্) জলসায় সভাপতিত্ব করেন ধর্মপুর হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব আজম আলী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব আব্দুল করিম নায়েব কায়েদ। খাতামান নবীঈন (সা.) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব নাসের আহমদ সাহেব, কায়েদ শ্যামপুর। শত্রুদের প্রতি ক্ষমা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব আবু সালেহ্ আহমদ, ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। এরপর নযম পেশ করেন নাসের আহমদ সাহেব এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের পূর্বের ও পরের ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব জাকির হোসেন, মোয়াল্লেম আ.মু.জা. শ্যামপুর। বক্তৃতার শেষে আগত অতিথিদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। উক্ত জলসায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলো। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নাসের আহমদ

কৃতি ছাত্র

আমাদের ছেলে মোহাম্মদ নাহিদ আহমদ, প্রাইমারী ৫ম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষায় ২০১৬ ভাতগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিনাজপুর থেকে কৃতিত্বের জি.পি.এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালশিড়ি (পঞ্চগড়) এর জনাব মোহাম্মদ হানিফ মিয়ার নাতী। তার দাদা হচ্ছেন ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার একজন সনামধন্য ব্যক্তি।

প্রধান শিক্ষক মরহুম হোসেন শিকদার সাহেব। ভবিষ্যতেও সে যেন লেখাপড়ায় সুনাম অর্জন করতে এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিকতায় উন্নতি লাভ করে ঐশী খেলাফতের একজন যোগ্য খাদেম হতে পারে, সেজন্য সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নির কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মৌলবী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
ও মোসাম্মাৎ নূরে জান্নাত

আশকোনায় তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ০৭/০১/২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, আশাকোনার উদ্যোগে মসজিদ বায়তুল হুদায় একটি তবলীগি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, নায়েব আমীর ও তবলীগ সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ফজল আহমেদ। এরপর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন মোয়াল্লেম জনাব মৌলবী এনামুল হক রনি সাহেব। তারপর অতিথি পরিচিতি ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা করেন জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন, মুরুব্বী সিলসিলাহ বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৬৩ জন উপস্থিত ছিলেন। একজন বয়আত গ্রহণ করেন। সবশেষে সভাপতি সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

মিরাজ উদ্দিন আহমদ

রঘুনাথপুর বাগে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০১/২০১৭ তারিখ রঘুনাথপুর বাগে জনাব ইউসুফ আলী সাহেব-এর বাসায় জনাব আব্দুল কাদের সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়তের সভাপতিত্বে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন সোহেল রানা, নযম পাঠ করেন আরমান আহমদ এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন মোহাম্মদ আকাশ ও সোহেল রানা। যুগ-খলীফার নির্দেশনার আলোকে নতুন বছরে আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব জাহিদ হাসান (আব্দুল্লাহ্) ও এস, এম মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। এরপর দোয়ার মাধ্যমে তরবিয়তী সভা সমাপ্ত হয়। এতে মোট ৩৪ জন্য উপস্থিত ছিলেন।

রঘুনাথপুর বাগ জামাতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০১/২০১৭ তারিখ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব প্রেরিত প্রতিনিধি মোকাররম আবুল খায়ের সাহেব (নায়েব আমীর) ও ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মাহবুবুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে রঘুনাথপুর বাগ জামাতের আমেলার সদস্যদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় তাহরিকে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়ার বিধি-বিধান অনুযায়ী স্থানীয়-জামাতের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত আলোচনা হয়, যাতে উক্ত জামাতের আমেলার সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২ টি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় আন্তরিকতার সাথে জামাতের উন্নতির জন্য কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। উক্ত কর্মশালার পর রঘুনাথপুর বাগ জামাতের গতি সঞ্চারিত হবে এটাই প্রত্যাশা।

এস. এম. মাহমুদুল হক

তাহাজ্জুদ নামায দ্বারা নববর্ষ বরণ

গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ দিবাগত রাত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার আশকোনা হালকায় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে নববর্ষ ২০১৭ বরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আশকোনা হালকার (ঢাকা জামাত) মসজিদে বায়তুল হুদায় বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায পরিচালনা করেন জনাব মৌলবী এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ, বাংলাদেশ। উক্ত তাহাজ্জুদ প্রোগ্রামে ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন। নামায শেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও দোয়া করা হয়।

এনামুল হক রনি

গত ৩০/০২/২০১৬ জুমুআর খুতবায় আমাদের প্রিয় খলীফার দিক নির্দেশনা ছিল যে, আমরা যেন ইবাদতের মাধ্যমে নতুন বছরে প্রবেশ করি, যাতে করে নতুন বছরে খোদা তা'লার কল্যাণ পেতে থাকি। এরই আলোকে গত ৩১/১২/২০১৬ তারিখ দিবাগত রাতে রঘুনাথপুরবাগ জামাত বা-জামাত তাহাজ্জুদ-এর মাধ্যমে ইংরেজী নববর্ষ ২০১৭ বরণ করেছে। রঘুনাথপুর বাগ জামাতের ২২ জন সদস্য-সদস্যা এ নেয়ামতপূর্ণ ইবাদতে অংশগ্রহণ করেন।

এস. এম. মাহমুদুল হক

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, দুর্গারামপুরে গত ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ২০১৭ সালকে বরণ করা হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জন্য, জামাতের এবং বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতির জন্য দোয়া করা হয়। তাহাজ্জুদ নামায পড়ান স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট। ফজরের নামাযের পর কুরআন দরস শেষে ইজতেমায়ী দোয়া হয়। লাজনা সহ মোট ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে চা-নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

ডা. মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদীর বৈরাগীরচর হালকায় নতুন বছর উপলক্ষ্যে গত ৩১/১২/২০১৬ রোজ শনিবার দিবাগত রাতে একটি বিশেষ তাহাজ্জুদ নামাযের আয়োজন করা হয়। উক্ত তাহাজ্জুদ নামাযের উপস্থিতি ছিল ২৩ জন সদস্য-সদস্যা।

ইসমত উল্লাহ্ মিয়াজী

আহমদনগরে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৪, ২৫ ও ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, আহমনগরের উদ্যোগে ৩ দিনব্যাপী স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। প্রথম দিনে কুরআন তিলাওয়াত করেন ফায়জা সুলতানা, গীবত সম্পর্কে বলেন বিলকিস তাহের, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে বলেন নিশাত জাহান, পর্দা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন আফরোজা মতিন, (প্রে. লা. ই. আহমদনগর)। তিন দিনই কুরআন-ক্লাস, দোয়ার ক্লাস ও উর্দু ক্লাস নেয়া হয়। উক্ত ক্লাসগুলো পরিচালনা করেন যথাক্রমে বিলকিস তাহের, তালাত মেহতাব ও আমাতুস সামী। এরপর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে তালিম-তরবীয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়। উক্ত ক্লাসে ১ম দিন ৯৫ জন এবং দ্বিতীয় দিন ৯০ জন ও তৃতীয় দিন ৯৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকার উদ্যোগে বই বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে গত ১৯ জানুয়ারী, ২০১৭ ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মদ রেজওয়ান খান, ১১ জানুয়ারী, ২০১৭ নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আতিকুল ইসলাম এবং ৩০ জানুয়ারী, ২০১৭ স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ এম. ফিরোজ আহমেদ সাহেবকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ রাহে. (রা.)-এর Revelation Rationality Knowledge and truth বই প্রদান এবং জলসার দাওয়াত কার্ড দেওয়া হয়। এসব স্থানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন- শেখ ওয়াজিউর রহমান (কল্লোল) নায়েম তবলীগ-১, ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদুল হাসান, নায়েব কায়েদ- ৩, মোহাম্মদ কামরুল হাসান (আকবর), সহকারী সেক্রেটারী ইশায়াত, বাংলাদেশ, আলমগীর হোসাইন, সাইদুর রহমান, কায়েদ-মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা, ইরফান সাহারিয়ার ইমন, নাযেম তাজনীদ এবং রাফি আহমেদ পলাশ, সহকারী সেক্রেটারী ওসীয়্যত, বাংলাদেশ।

এছাড়া ব্রাক ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি, আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ইউআইটিএস, ষ্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অব ডিপার্টমেন্ট অর্টারনেটিভ, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, স্ট্রাণ ইউনিভার্সিটি এবং ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ভাইস চান্সেলর মহোদয়কেও উক্ত বই এবং আসন্ন জলসা, ২০১৭-এ আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ছবি: ৩৬ পৃষ্ঠায়

শোক সংবাদ

গত ২২ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখ রোজ রবিবার রাত ৭.২০ মিনিটে রিকাবীবাজার জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহতরম মোশাররফ হোসেন সাহেবের স্ত্রী সৈয়্যদা হেলেনা বেগম সাহেবা আনুমানিক ৭৫ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি অগ্রে তিন পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

তার বড় ছেলে জনাব আনোয়ার হোসেন বর্তমানে রিকাবীবাজার জামাতের প্রেসিডেন্ট। মরহুমার মাগফিরাতের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট বিশেষ দোয়ার আবেদন রইলো।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম-এর সাবেক আমীর এস.এ নিজামী সাহেব গত ১০ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখ রাত ৮.৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। পরের দিন, অর্থাৎ ১১ অক্টোবর বাদ যোহর চট্টগ্রামস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁর নামাযে জানাযা শেষে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামের এশিয়ান হাইওয়ের পাশে অবস্থিত কবরস্থানে মরহুমের দাফন সুসম্পন্ন হয়। মরহুমের জানাযা এবং দাফনে চট্টগ্রামের আহমদী ও স্থানীয় বহু গণ্যমান্য গয়ের আহমদী ভাইরা অংশগ্রহণ করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এস. এ. নিজামী সাহেব নিয়মিত তবলীগকারী, অসম্ভব ধৈর্যশীল ও সাহসিকতার মানুষ এবং নেক কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সবসময় প্রথম সারিতে থাকার চেষ্টা করতেন।

পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার মাধ্যমে, আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ্‌ তা'লা যেন মরহুমকে বেহেশ্‌তের উচ্চ মোকাম ও পরিবারবর্গকে সবরে জামিল দান করুন, আমীন।

খালিদ আহমদ সিরাজী

বৃহত্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০১৭ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়াতে সফলতার সাথে সমাপ্ত

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় গত ১৩ ও ১৪ জানুয়ারী রোজ শুক্রবার ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়ায় বৃহত্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের সমন্বয়ে আঞ্চলিক সালানা জলসা, ২০১৭ অত্যন্ত শান শওকত ও ভাবগাম্ভির্যময় পরিবেশে মসজিদে বাশারতের খোলা মাঠে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

১৩ জানুয়ারী শুক্রবার বিকাল ৩.০০ টায় জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশ্‌শের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌলবী তাহের আহমদ মোয়াল্লেম, আমুজা তারুয়া। এরপর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষন ও দোয়া পরিচালনা করেন। ভাষণে তিনি আল্লাহ্ তা'লার অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। এ পর্যায়ে উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব সোপান আহমদ তারুয়া। বক্তৃতা পর্বে আল্লাহ্ তা'লার গুনাবলী ও দোয়া কবুলিয়ত বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। এরপর একটি উর্দু নযম পাঠ করেন তেরগাতী জামাতের আতফাল জনাব উৎস। এরপর খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ অনুসরণেই মানব জাতির মুক্তি এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

মাগরিব ও এশার নামায জমার পর সান্ধ্যকালীন বিশেষ তবলীগি প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এতে দূর দূরান্ত থেকে আগত প্রায় ৩০০ জন জেরে তবলীগ অংশগ্রহণ করেন। তবলীগি অনুষ্ঠান শেষে মোট ৬১ জন (বয়আত) আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সন্ধা ৭টায় গঞঅ তে হুযুর (আই.) এর সরাসরি জুমুআ'র খুতবা দেখানো হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন চলে ১৪ জানুয়ারী শনিবার সকাল ৯.৩০ হতে ১২.৩০ টা পর্যন্ত। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মোহতরম শামসু মিয়া, প্রেসিডেন্ট আমুজা তারুয়া। পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত করেন জনাব কাওসার আহমদ মঞ্জুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, উর্দু নযম পেশ করেন জনাব তৌফিক আহমদ ভুইয়া, ক্রোড়া। বক্তৃতা পর্বে পর্দার গুরুত্ব ও আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা খলিফা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলবী আমীর হোসেন মোয়াল্লেম, পাগুলিয়া। এরপর ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও বয়আত করার গুরুত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরুব্বী সিলসিলাহ। এ পর্যায়ে একটি বাংলা নযম পেশ করেন জনাব আলহাজ্জ খলিল আহমদ, তারুয়া, খেলাফতের আনুগত্য ও কল্যান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। নামায প্রতিষ্ঠা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণামূলক বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, সাবেক সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ।

সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩টায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্ব মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়ান করেন জনাব শফিউল আজম শশি, তারুয়া উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এস এম এরফান, ঘাটুরা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, জনাব ইদ্রিস হাসান, চেয়ারম্যান তারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ। তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য খুব সুন্দর বক্তৃতা দেন এবং আহমদীদেরকে সকল ক্ষেত্রে সাহায্য সহায়তার আশ্বাস দেন। বক্তৃতা পর্বে নেযামে ওসিয়্যত ও আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কোরআন করিমের শ্রেষ্ঠ্যত্ব ও মাহাত্ব এ বিষয়ে বক্তব রাখেন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। এ পর্যায়ে একটি বাংলা নযম পেশ করেন জনাব আলহাজ্ব ইব্রায়েতুল হাসান , বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিষয়ে আহমদী যুগ খলিফার অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব জলসার সমাপনী ভাষণে মসীহ মাওউদ (আ.) এর জলসার গুরুত্ব ও কল্যান তুলে ধরেন। এই মহতী জলসায় যোগদানকারী ও জলসার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশংসা করেন। সকল আহমদীকে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিকট বয়আতের ১০টি শর্ত পালনে সচেষ্ট থাকার আহবান জানিয়ে নিরব দোয়ার মাধ্যমে এ আধ্যাত্মিক জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উক্ত আধ্যাত্মিক জলসায় আশ পাশের এবং বিভিন্ন স্থানীয় জামাত থেকে আহমদী ও মেহমানবৃন্দসহ সর্বমোট ২,৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গ্রামের নেতৃত্বস্থানীয় অ আহমদী বেশ কিছু মেহমানবৃন্দও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। জলসায় ৬১ জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামে শামিল হয়েছেন। জলসায় পুরুষ ও লাজনাদের জন্য পৃথক জলসা গাহ, পৃথক থাকার স্থান সহ পৃথক খাবার স্থানের সুন্দর ব্যবস্থাপনা ছিল। জলসা গাহ ও পার্শবর্তী এলাকায় শোনার জন্য ১০টি মাইকের ব্যবস্থা ছিল। এতে আরও প্রায় হাজার খানেক গ্রামবাসী শামিল হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সবদিক থেকে সাফল্যজনকভাবে আঞ্চলিক জলসা সালানা সমাপ্ত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

শামসু মিয়া
অফিসার
আঞ্চলিক জলসা সালানা-২০১৭
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া

ছবি: ৩১ পৃষ্ঠায়

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার কর্মশালা

গত ২০ জানুয়ারী ২০১৭ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত কর্মশালায় কেন্দ্র থেকে উপস্থিত ছিলেন নায়েব সদর জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব আমিন আহমদ এবং দোয়া পরিচালনা করেন নায়েব সদর সাহেব। জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ, যয়ীম আলা মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা সকল আমেলা সদস্যদের নিজ নিজ পরিচয় ও কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর বিগত ১৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবায় জামাতের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হুযূর (আই.) এর মূল্যবান নির্দেশাবলী সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করে শোনান জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত। নায়েব যয়ীমে আলা জনাব জুলফিকার হায়দার সাহেব মোন্তাযেমগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর জুমুআর নামায ও খাবারের বিরতি দেয়া হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে মোন্তাযেমগণের কর্ম-তৎপরতা ও মাসিক-রিপোর্টের ওপর আলোচনা করেন জনাব জাহিদুল ইসলাম আলমগীর, মোন্তাযেম উমুমী, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। এই অধিবেশনে কায়েদ উমুমী জনাব নঈম আলম খান উপস্থিত থেকে মোন্তাযেমগণের কর্ম-পদ্ধতি ও কিভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম সফলভাবে করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর ও সভাপতি পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি করা হয়।

শফিকুল হাকিম আহমদ
যয়ীমে আলা
মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকা

বৃহত্তর খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের ৩৫তম আঞ্চলিক সালানা জলসা, ২০১৭ সফলতার সাথে সমাপ্ত

গত ২০ ও ২১ জানুয়ারী, ২০১৭ রোজ শুক্র ও শনিবার দারুত তবলীগ প্রাঙ্গন, সুন্দরবনে ৩৫তম আঞ্চলিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সুন্দরবন জামাতের স্থানীয় সদস্য, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রঘুনাথপুরবাগ, কেরেলকাতা, খেলারডাঙ্গা, বলিয়ানপুর, সাতক্ষীরা, নওয়াবেকী, ভেটখালী, ঘড়িলাল, মীরগাং জামাতের মেহমানসহ প্রায় ১৬০০ মানুষের উপস্থিতি হয় এই জলসাতে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ কেন্দ্রীয় মেহমানদের উপস্থিতিতে জলসায় নতুন আমেজ যোগ হয়।

শুক্রবার ফজরের নামাযের পর সুন্দরবন আহমদীয়া কবরস্থানের দেয়াল নির্মাণের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় জুমুআর নামাযের পর। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী যথারীতি জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সফলতা শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হল, এই জলসাতে মোট ২৫জন পুণ্যাত্মা এই ঐশী জামাতে দাখিল হন। জলসার দুই দিনেই রাত ১০/১১ টা পর্যন্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে তবলীগি অনুষ্ঠান চলে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ দিনে ব্যস্ত থাকে বিধায় রাতেই এ অনুষ্ঠান সবসময় হয়ে থাকে, যা সুন্দরবন জামাতের একটি ঐতিহ্য বলা যায়।

এছাড়া স্থানীয় চেয়ারম্যান-মেম্বারসহ মোট ১৬ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ জলসাতে অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে আতাউল হক দোলন, সেক্রেটারী থানা আওয়ামী লীগ, শ্যামনগর অন্যতম। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর হাতে বাংলাদেশ জামাতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' উপহার হিসেবে তুলে দেন।

মহান আল্লাহ্‌র নিকট হাজারো শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে এরকম একটি মহতী জলসা করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

জি.এম. মোবারক আহমদ
চেয়ারম্যান জলসা কমিটি, ২০১৭
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

ছবি: ৩২ পৃষ্ঠায়

তরবিয়তী সপ্তাহ পালন

গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৭ দিন ব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ নুসরতাবাদ এর তরবিয়তী সপ্তাহ পালন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ২৪ জন সদস্যা অংশগ্রহণ করেছে।

রাজিয়া সুলতানা

জামালপুর দক্ষিণাঞ্চলে সর্বধর্ম ও সম্প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৩০/০১/২০১৭ইং রোজ সোমবার টাংগাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার বীরতারা ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে সর্বধর্ম ও সম্প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শফিকুল ইসলাম (শফি) চেয়ারম্যান বীরতারা ইউনিয়ন পরিষদ। প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব আলহাজ্জ মীর ফারুক আহমদ , উপজেলা চেয়ারম্যান, ধনবাড়ী। উপস্থাপনায় ছিলেন বলদীআটা সিনিয়র মাদ্রাসার বর্তমান প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ আফজাল হোসেন। বিভিন্ন ধর্ম গন্থ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। প্রথম বক্তা জনাব করুনানন্দ মেরো, সহ-সভাপতি বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের উৎকৃষ্ট দর্শন তুলে ধরার পাশাপাশি জঙ্গিবাদ একটি ঘৃন্য কাজ তা ধর্মের আলোকে তুলে ধরেন। দ্বিতীয় বক্তা জনাব সুভাষ চন্দ্র সাহা. সভাপতি বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ টাংগাইল এবং তৃতীয় বক্তা শ্রী কেশব চন্দ্র দাস. সাবেক প্রিন্সিপাল, ধনবাড়ী কলেজ, হিন্দু ধর্মের উৎকৃষ্ট দর্শন তুলে ধরেন। এরপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব ব্রাদার গিত্তম, ময়মনসিংহ মিশন। তিনি যীশু খ্রিষ্টের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরেন। সম্মেলনের মূল আকর্ষন ছিলেন মোহতরম মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী মোবাল্লেগ ইনচার্য, আ. মু. জা. বাংলাদেশ। প্রত্যেক বক্তার জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ২০ মিনিট কিন্তু সভাপতি সাহেব নিজে মাওলানা সাহেবের জন্য নির্ধারণ করেছেন ৪৫ মিনিট। তিনি তার বক্তব্যে ইসলাম ধর্মের সার্বজনীনতা, শ্রেষ্ঠত্ব, শান্তির শিক্ষা তুলে ধরার পাশাপাশি কাউকে অমুসলমান বলা যাবেনা, কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যাবেনা, ধর্ম অস্বিকারকারীকে হত্যা করা যাবেনা, জঙ্গিবাদ ইসলাম সমর্থন করেনা– এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন। সর্বশেষে জঙ্গিবাদের ব্যাপারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও বর্তমান হুযুর (আই.)-এর দিকনির্দেশনা তুলে ধরে তার বক্তৃতা শেষ করেন। এই বক্তৃতা এতই হৃদয়গ্রাহী ছিল যার ফলাফলস্বরূপ ২০০টি পরিচিতি লিফলেট শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এরপর বলদীআটা মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল ও প্রধান অতিথি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে সভাপতি সাহেব তার ভাষণে বলেন, মাওলান আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের প্রতি আমার এরূপ খারাপ ধারণা ছিল যে, তিনি নাকি মুসলমান না, কুরআন মানেন না। কিন্তু তার বক্তৃতায় প্রমাণিত হল, তিনি অবশ্যই মুসলমান। সম্মেলনের সফলতা ও সবার শান্তি কামনা করে সভাপতি সাহেব অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ধনবাড়ীর বিখ্যাত নবাব বাড়িতে উপজেলা চেয়ারম্যান সহ নবাবের বাসভবনে বসে মাওলানা সাহেব ও তার সঙ্গিরা খাওয়া দাওয়া করেন যা সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত নয়। উল্লেখ্য, বিগত দুইমাস যাবত এই অনুষ্ঠান করার জন্য এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য মৌলবী এস, এম, আসাদুজ্জামান (রাজীব) ও মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল বারী সাহেব নিরলস পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের উত্তম পুরস্কার দিন। উক্ত অনুষ্ঠানে এলাকার বর্তমান এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষকমন্ডলী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে ২০০ জনের অধিক মেহমানসহ মোট উপস্থিতি ছিল প্রায় ৩০০ জন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এরকম আরো অনন্য অনুষ্ঠান করার তৌফিক দিন। আমীন।

মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আলী
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলিগ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ছবি: ৩৫ পৃষ্ঠায়

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন–

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার খলীফা ইমাম মাহ্‌দী আসবেন, তোমরা তাঁর আগমন বার্তা শোনামাত্রই তাঁর নিকট হাজির হয়ে বয়আত করবে।

(ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহ্‌দী)

"যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায় সঙ্গত বিষয়ে যা কুরআনের বিরুদ্ধে নয়, তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের খেদমতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামা'তভুক্ত নহে।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

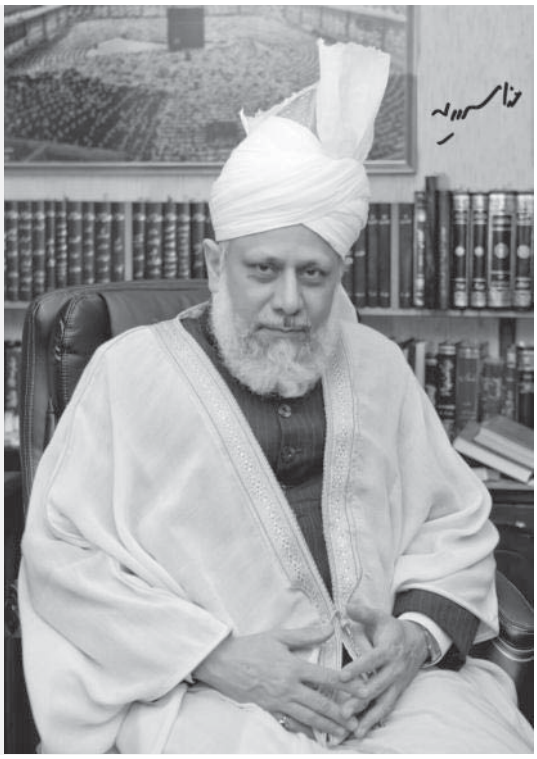

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৯৩তম সালানা জলসা ২০১৭
বাংলাদেশ
৩, ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারী

সরাসরি সম্প্রচার দেখতে
MTA Bangladesh Studio-এর
YouTube Channel এ
Subscribe করুন
youtube.com/mtabangla

BANGLADESH STUDIOS

facebook.com/mtabangla
twitter.com/mtabangla
instagram.com/mtabangla

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

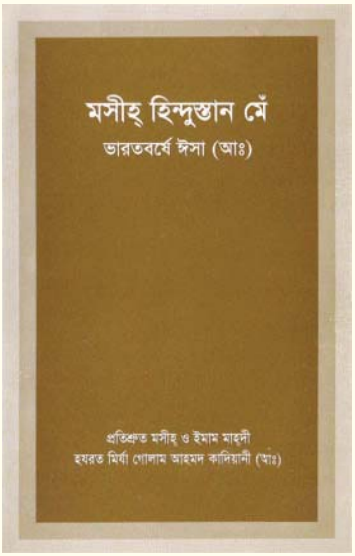

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৯ সালে প্রণয়ন করেন।

এখানে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে আগমন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এটি অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি পুস্তক।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 79 | 14 & 15 Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th February, 2017 Tk. 40.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com